১৮৩২

চৈতাবলী

সুধীন্দ্র নাথ সরকার

অষ্টম সংস্করণ



, গুড়গাঁও. (পাঞ্জাব)

১৯৪৩ খৃঃ অব্দ * শ্রীশ্রীহরি * নবম সম্পূর্ণ সংস্করণ

অকৃত্রিম

চেতাবনী (রেজিষ্টার্ড)

শ্রীকল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিযুগ সম্বৎ ২০০০ বিক্রমাব্দে সমাপ্ত হইবে ও তাহার পর আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এই কয় বৎসরে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্ত্তন হইবে। এই সিদ্ধান্তগুলি হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া ইসলাম, ক্রিশ্চান, পারসী, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থগুলি হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।

লেখক—

জগৎ বিখ্যাত পরমহংস শ্রী১০৮ স্বামী রাজেন্দ্রনারায়ণ ষট্‌শাস্ত্রী জ্যোতিভূষণ ভক্তিযোগাগম্য।

অনুবাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ।

প্রকাশক—চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড

গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

১৮০,০০০ খণ্ড বিক্রয় হইবার পর ১২৫০ খণ্ড।

ফেব্রুয়ারী '৪৩

February 1943

Rs. 2 0 0

মূল্য ২্ টাকা

আবশ্যক সূচনা

আজকাল ঘোর কলিযুগ যাইতেছে। বহু ভদ্রলোক সর্ব্বদা এমন কাজ করিয়া থাকেন যাহাতে অন্যের কথা ত দূর হউক এমন কি যাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন তাঁহাদেরও ক্ষতি হয়। এখন দেখুন, আমরা ভদ্রলোকদের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের পোষ্টকার্ডে লিখিত অর্ডার পাইবামাত্র অনেক টাকার বই পাঠাইয়া দিয়া থাকি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বহু ভদ্রলোক ভিঃ পিঃতে পুস্তক অর্ডার দিয়া বিনা কারণে ফেরৎ দেন এবং সেই জন্য প্রতিদিন আমাদের কার্য্যালয়ের ক্ষতি হয়। আমরা ভদ্রলোকদিগকে ইন্‌ভয়েস পাঠাইয়া জানাইয়া থাকি যে যদি কোন ভুলচুক থাকে তবে পার্শ্বেল ফেরৎ না দেন এবং যাহা অতিরিক্ত হয় আমাদের পত্র লিখিয়া ফেরৎ লয়েন। কিন্তু আমাদের কথায় তাহারা বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে পুস্তকের অর্ডার দিবার সময় ডাকখরচ (পোষ্টেজ, রেজেষ্ট্রেশান ও ভিঃ পিঃ মাশুল) বিষয়ে বিবেচনা করিয়া লইবেন এবং বড় অর্ডারের সহিত বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করিয়া অগ্রিম মূল্যের এক চতুর্থাংশ অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন, **কেননা ইহাই আমাদের কার্য্যালয়ের নিয়ম। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিলে সকল ক্ষতির জন্য আপনি দায়ী রহিবেন।**

লিফাফার মধ্যে টিকিট পাঠাইবার প্রথা

অনেক ভদ্রলোক নিয়মের বিরুদ্ধে লিফাফার মধ্যে পুস্তকের মূল্য বাবদ ডাকটিকিট পাঠান। এরূপ লিফাফার সহিত আমাদের অন্য লিফাফাও হারাইয়া যায় কারণ ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা টিকিটের লোভে লিফাফা চুরি করে এবং ঐ লিফাফা আমরা না পাওয়ায় পুস্তক পাঠাইতে পারি না। তখন ভদ্রমহোদয়গণ পুনঃ পুনঃ আমাদের নিকট অভিযোগ করেন।

এইরূপ প্রতিদিন চুরি হওয়াতে আমরা পুনঃ পুনঃ পোষ্টমাষ্টার, গুড়গাঁও এবং পোষ্ট অফিসের আরও অনেক উপরিতন কর্ম্মচারীদের নিকট প্রতিদিন অভিযোগ পত্র পাঠাইতেছি। কিন্তু ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই যে ডাক বিভাগ সততার জন্যে প্রসিদ্ধ হইলেও আমাদের ডাকের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না এবং আমরা অভিযোগ করা সত্ত্বেও চোরদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না। সেই জন্য আমরা যেরূপ প্রতিদিন পোষ্ট অফিসে লিখিতেছি সেইরূপ ভদ্রমহোদয়গণের নিকটেও বিনীত নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন মূল্য মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইয়া দেন। কারণ লিফাফার টিকিট পাঠাইলে ঐ লিফাফার সহিত অন্য লিফাফাও হারাইয়া যায় এবং আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হই এমন কি ভিঃ পিঃ অর্ডারও লিফাফায় না পাঠাইয়া পোষ্টকার্ডে পাঠাইবেন।

জ্যোতিষ বা ভবিষ্যৎ গণনা সম্বন্ধীয় কার্য্য

জ্যোতিষ সংক্রান্ত কার্য্য এবং স্বামিজীর সহিত পত্রব্যবহার সম্বন্ধে আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যাদি যথা কোষ্ঠিপত্র, বর্ষফল, বাজার দরের হ্রাস বৃদ্ধি, অনুষ্ঠান, শুভলগ্ন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য আমরা পূজ্যপাদ স্বামিজীর আজ্ঞানুযায়ী সুনিয়মে ১৯৩৭ সাল হইতে যথাবিহিত করাইতেছি এবং স্বামিজীর নামে প্রেরিত পত্র লিখিত জ্যোতিষের কার্য্যাদি আমরাই করাইয়া পাঠাইয়া থাকি। কিন্তু প্রতি ডাকে চিঠি চুরি যাইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পত্রাদিও সোজা আমাদের ঠিকানায় (**চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও, পাঞ্জাব**) পাঠাইবেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী মারা যাওয়াতে তাঁহার নামে পত্র লিখিলে ঐ পত্র ডাকঘর রাখিয়া লইবে বা ফেরৎ যাইবে, সুতরাং আপনার কাজ হইবে না। অতএব পুস্তকের জন্যই হোক বা জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কার্য্যের জন্যই হোক পত্রাদি আমাদের ঠিকানায় পাঠাইবেন। আমরা উভয় বিষয়েই যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব। আশা করি, আপনারা সমুদয় বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, যাহাতে আপনাদের এবং আমাদের কার্য্যালয়ের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় এবং ধর্ম্মকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে চিঠির জবাবের জন্য টিকিট দেওয়া ও ঠিকানা লেখা লিফাফা পাঠাইবেন।

নিবেদক—**রামকৃষ্ণ গুপ্ত**

চেতাবনী কার্য্যালয়, (রেজিষ্টার্ড) গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

পুনশ্চ নিবেদন—

অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রাদি হিন্দি অথবা ইংরাজিতে লিখিবেন; বাংলা ভাষায় পত্র লিখিবেন না। কারণ আমরা বাংলা ভাষা জানি না। সুতরাং বাংলায় পত্র লিখিলে কোন ফল পাইবেন না।

প্রস্তাবনা

আজকাল যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় সমস্তগুলিতেই মতভেদ পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে প্রথমতঃ সাধারণ লোকেদের বিদ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকেদের বিচারশক্তিও অত্যন্ত কম। আমি দিবারাত্রি এই কথাই ভাবি যে এই জগত কেন মেলার মত ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ যদ্রূপ কোন মেলাতে সাধারণ লোকে যে দিকে লোকের ভিড় ধাক্কা দিয়া লইয়া যায় সেই দিকেই চলিতে থাকে সেইরূপ যদি কেহ বলে যে সত্য পথ ইহাই তৎক্ষণাৎ কতকগুলি লোক বলিয়া উঠে যে, না, ইহা কখনই সত্য নয়। তাহারা এই সত্য পথের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পর্যন্ত চায়না বা অন্য কাহাকেও শুনিতে দেয় না কেননা এই প্রকার লোকেরা বাদপ্রতিবাদই ভালবাসে। এই প্রকার প্রত্যেক গ্রন্থেও মতভেদ পাওয়া যায়। যদি কোন লেখক নিজের মতানুযায়ী কোন অর্থ বাহির করেন তৎক্ষণাৎ কতকগুলি লোক কোন কিছু বিচার না করিয়াই সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে। প্রতিদিন এই প্রকার বিরোধ চলিতে থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিদ্বান ব্যক্তিরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে এই মতভেদ দূর করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন এবং জনসাধারণকে সত্যমার্গ দেখাইবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেন। কিন্তু ইহা সত্বেও সাধারণ লোকের সত্যপথে চলিবার জন্য অত্যন্ত কম চেষ্টা দেখা যায়।

"চেতাবনী" পুস্তক লেখক জগৎবিখ্যাত পরমহংস ৺শ্রী১০৮ স্বামী রাজনারায়ণ ষটশাস্ত্রী ভক্তিযোগাচার্য্য মহাশয় ১৯২৪ সালে "চেতাবনী" পুস্তকটি লিখিয়া ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও জনসাধারণের মনে ১৯১৯ সালে সমাপ্ত মহাযুদ্ধের কথা নূতন ছিল এবং সেই জন্যই পণ্ডিতজীর মতামত বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও কেহ ইহাকে স্বীকার করে নাই। সাধারণ লোকেরা আসন্ন মহাযুদ্ধের (যাহা এখনও চলিতেছে) সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ সমস্ত ঘটনা "চেতাবনী"র ভবিষ্যৎবাণীর অনুসারেই ঘটিতেছে দেখিয়া অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীরা লজ্জিত হইয়াছেন। সত্যই কলিযুগ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং এই জন্যই কেহ ভাল কথাও গ্রাহ্য করিতে চায় না। যদি আজ পূজ্য ৺স্বামী রাজনারায়ণজীর স্থানে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি কোন বিদেশী পণ্ডিত করিতেন তাহা হইলে এই সব লোকেরাই তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিত। কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণী (যাহা এখন সত্য প্রমাণিত হইতেছে) একজন বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিতে করাতে লোকেরা তাঁহারা দেখানো সত্যমার্গ গ্রহণ করা ত দূরের কথা, খোলাখুলি তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছে। ইহা প্রকৃত সত্য যে দিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্বানেরা অপমানিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ক্রমান্বয়ে পতন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা প্রথমে "চেতাবনীর" সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তাহারা এখন

"চেতাবনী" সত্য বলিয়া প্রকাশিত হওয়াতে চোরের মত চুপি চুপি নকল চেতাবনী ছাপাইয়া উপার্জ্জন করিতেছে ও জনসাধারণের মনে সন্দেহ আনিতেছে। আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে এই বইখানি লিখিতে পূজ্য স্বামিজী কি ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন ও আমাদের ইহাকে চালাইবার জন্য কত কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ইহার দিকে এই সব জুয়াচোরদের বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি নাই। তাহারা কেবল নিজের লাভের দিকে দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে আমরা "চেতাবনী"কে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে রেজিষ্টার্ড করাইয়াছি এবং যদি আমরা এখন এই সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করি তাহা হইলে ইহাদের বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে না। জনসাধারণের উচিত যে তাঁহারা এই সব জুয়াচোরদের পুস্তকগুলি বর্জ্জন করেন ও "অকৃত্রিম চেতাবনী," রেজিষ্টার্ড কেনেন, যাহা কেবল চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের উচিত পুস্তকখানি পড়িয়া ইহার প্রচার অন্যান্য লোকেদের কাছে করা, যাহাতে তাহাদেরও ইহার দ্বারা লাভ হইতে পারে।

ইহার পরে ১৯৩৭ সালে স্বামিজীর আজ্ঞানুসারে চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড), গুড়গাঁও, পাঞ্জাব ইহার প্রচার কার্য্য গ্রহণ করেন। এই পুস্তকটি চালাইবার জন্য আমাদের কত কষ্ট ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হইয়াছে তাহার

বর্ণনা করা এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা আপনাদের ইহাই জানাইতে চাই যে যদিও সকল ধর্ম্মগ্রন্থই এই পুস্তকটির মতাবলম্বী ছিল তবুও সেই সময় আমরা প্রতি দিনই জানিতে পারি যে এই পুস্তকটির মত খণ্ডন করিবার জন্য অনেকগুলি পুস্তিকা অর্থ উপার্জ্জনের আশায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের আশায় এই পুস্তকগুলি প্রকাশ করে ও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এখন প্রত্যেক লোকেরই চোখ খুলিয়াছে কেননা তাহারা দেখিতেছে যে আজকাল যে সমস্ত ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহাদের কথা ১৯২৪ সালের চেতাবনীতেই দেওয়া ছিল এবং এখন প্রত্যেক ঘটনাই চেতাবনী অনুসারে ঘটিতেছে।

১। ইউরোপ আবার নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবে।

২। ভূমধ্য সাগরে ভয়ানক যুদ্ধ হইবে ও রক্তের নদী বহিবে।

৩। সুয়েজ খাল লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল হইবে।

ইত্যাদি বিষয় আমাদের ভবিষ্যৎবাণীর দিকে জনসাধারণের কয়েকমাস পূর্ব্বেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না কিন্তু আজ সকল ঘটনাই ঠিক প্রমাণিত হওয়াতে বিরুদ্ধবাদীরা সকলেই লজ্জিত হইয়াছে ও জনসাধারণের মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনাও চেতাবনী অনুসারেই ঘটিবে।

চেতাবনীর উপদেশ

৩। "চেতাবনী"র উপদেশ হইতেছে যে ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ও সমূহ বিপদ আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত ও নিজ নিজ বিধি অনুসারে ভগবানকে ভক্তি করা উচিত যাহাতে আমরা এই কলিযুগ হইতে বাঁচিয়া সমাগত সত্যযুগ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি, প্রতি দিন ভগবানের কীর্ত্তন হওয়া উচিত, কাহারও ধর্ম্মে আঘাত দেওয়া উচিত নহে, ইত্যাদি এই উপদেশগুলি প্রত্যেক মনুষ্যেরই পালন করা উচিত কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিনা যে তবুও কতকগুলি লোকে কেন ইহার বিরুদ্ধতা করেন। তাঁহারা কি চান কলিযুগ সমাপ্ত না হউক ও পাপ দিন দিন পৃথিবীতে বাড়ীতে থাকুক? পূজ্য স্বামীজি নিজের **নারায়ণ তরঙ্গ** নামক পুস্তকে লিখিতেছেন—

ভজন

ধর্ম্ম কে প্রচারক কলিযুগ কো ঔর বঢ়ায়ে।। ধুয়া
পড় কর উসকা ভেদ না জানা, লোগোঁ কো ভরমাঁয়ে।
তত্ত্বজ্ঞান পাস নহি ফটকা, পঢ়া হুয়া দোহরায়ে।।
যিনকো আপ পতা কুছ নাহি, ওহ উপদেশ সুনায়ে।
পার ভলা ঔ কিসকো ত রে, আপ ঝকোলে খায়ে।।
নারায়ণ কলিযুগ কি লীলা, কিস কিস বিধি সুনায়ে।।

গদ্যানুবাদ

ধর্ম্ম প্রচারকেরা কলির মহিমা আরও বাড়াইতেছেন।
লেখাপড়া করিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান জানিল না,
তাহারাই আবার লোকেদের শেখাইতেছে।
যাহাদের বিন্দুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা কেবল
যাহা পড়িয়াছে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছে।
যে নিজ কিছুই জানে না সেও উপদেশ দিতেছে।
এইরূপ লোকে কি করিয়া জনসাধারণকে মুক্তির পথ
দেখাইবে, যে নিজে মুক্তির সম্বন্ধে কিছুই জানে না।
নারায়ণ, কলিযুগের লীলা কি প্রকারে (জনসাধারণকে)
শোনাইব।

আপনাদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আপনারা ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া এই সব উপদেশগুলির প্রচার করেন। "চেতাবনী" অনুসারে আগত ভয়ঙ্কর সময় হইতে বাঁচিবার জন্য এখন হইতেই ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করা উচিত ও প্রতি দিনকার বাদ প্রতিবাদ বর্জ্জন করিয়া আনন্দে জীবন যাপন করা উচিত। আপনাদের আরও উচিত যে আপনারা আমাদের কঠিন পরিশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও বোঝেন যে কি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা আমরা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চেতাবনীকে হিন্দি, উর্দ্দু, বাংলা, পাঞ্জাবী আসামী, গুজরাটি, মারাঠি, ইংরাজী, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় ছাপাইয়াছি। আপনাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এই পুস্তকটির বহুল প্রচার করা যাহাতে প্রত্যেকে ইহার উপদেশ নুসারে ভক্তি-

মার্গে বিচরণ করিয়া সমাগত বিপদ বইতে রক্ষালাভ করেন। ইহাই আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা। নিবেদন ইতি—

রামকৃষ্ণ গুপ্ত

প্রার্থনা

লেখক—অল ইণ্ডিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক

প্রফেসর আত্মারাম 'শোখ' দেহলবী।

দুনিয়া ওয়ালে হুয়ে কলঙ্কিত, নিষ্কলঙ্ক অব আও!
বচে খুচে যো ভক্ত তুমহারে, উনকো আন বাচাও॥
'সুমতি' মাতাকে গৃহ উজিয়ারে, আও আও আও।
'বিষ্ণুযশ'কে নৈন দুলারে, আও আও আও॥
কামী কপটি লোভী জুয়ারী, ঘর ঘর অত্যাচারী।
'রত্নমুঠ' তলওয়ার হাথ লে, পাপী রক্ত বহাও॥
পূণ্য দেশ ভারত কি ভূমি, পাপোঁ কি সরতাজ বনী।
মাতৃভূমি কি বিপতাকো ফির, শীঘ্র মিটানে আও॥
হাত জোড় কর 'শোখ', তুমহারী য়হি প্রার্থনা করতা।
গীতা মেঁ যো বচন দিয়া হায়, পুরা কর দিখলাও॥

ভাবার্থ

জগতের লোকেরা কলঙ্কিত হইয়াছে, হে নিষ্কলঙ্ক অবতার,

আপনি এখন অবতীর্ণ হউন।

আপনার যে অল্পসংখ্যক ভক্তেরা এখনও জীবিত আছে,

আপনি আসিয়া তাহাদের বাঁচান।

হে 'সুমতি' ১ মাতার গৃহ প্রদীপ আপনি শীঘ্রই উদয় হউন,

হে 'বিষ্ণুযশের' ২ (চক্ষুর মত) আদরণীয় সন্তান, আপনি

শীঘ্রই উদয় হউন।

কামুক, কপট, লোভী ও জুয়ারী লোকেরাই এখন বেশী

হইয়াছে, ঘরে ঘরে অত্যাচারী জন্ম লইয়াছে।

'রত্নমুঠ'৩ তলওয়ার লইয়া আপনি পাপীদের রক্তপাত করুন।

ভারতবর্ষ, যাহা পূণ্য দেশ নামে অভিহিত ছিল

(তাহা) এখন পাপীদের লীলাভূমি হইয়াছে।

মাতৃভূমির বিপদ উদ্ধারের জন্য, আপনি আবার শীঘ্র

উদয় হউন।

হাত জোড় করিয়া 'শোখ' এই প্রার্থনা করিতেছে যে

আপনি 'গীতায়'* যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিয়া

দেখান।

১। ২। 'সুমতি ও বিষ্ণুযশ'—কল্কি অবতারের মাতা ও পিতার

৩। 'রত্নমুঠ'—শ্রীকল্কি অবতারের রত্নখচিত তরবারী।

* "গীতাসার" নামক পুস্তকখানি সুন্দর হিন্দি পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

ভজন

প্রভু অব নিষ্কলঙ্ক বন আও !

ভারতকি মঝধারমেঁ নৌকা ঝট পট পার লাগাও
গৌ ব্রাহ্মণ হ্যায় বিপতা মেঁ উনকে দুখ মিটাও।
বর্ণ আশ্রম ধর্ম্ম পতাকা নিজ কর সে ফহরাও॥
পাপ কাম যো করে অধর্ম্মী উনকো মার ভগাও।
গীতা ওয়ালা জ্ঞান শুনাকর অর্জ্জুন সবকো বনাও।
উথল পুথল সব জগ মেটো শান্তি পাঠ পড়াও।
শ্রীমুখ কি বিমল চন্দ্রিকা চারোঁ দিশি ফৈলাও॥
মায়া মোহ কি মহাতিমির মেঁ জ্ঞানকি যোত জ্বালাও।
"শোথ" তুমহারে চরণকা সেবক উসকো দরশ দিখাও॥



প্রভু এখন নিষ্কলঙ্ক অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করুন।

ভারতের নৌকা সমুদ্রের মাঝে পড়িয়া বানচাল হইয়াছে,
আপনি আসিয়া তাহাকে পারে লইয়া যাউন।
গরু ও ব্রাহ্মণ ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, আপনি আসিয়া
তাহাদের দুঃখনাশ করুন।
বর্ণাশ্রমের পতাকা আপনি আসিয়া নিজ হাতে উত্তোলন করুন।
যে সব পাপীরা পাপকার্য্য করিতেছে আপনি আসিয়া তাহাদের
পরাজিত করুন।
গীতার উপদেশ জনসাধারণকে শুনাইয়া তাহাদের প্রত্যেককে
অর্জ্জুন (ধীর) করুন।
জগতে সব ওলট পালট হইতেছে, আপনি আসিয়া তাহাকে
(জগতকে) শাস্তিদান করুন।
আপনার শ্রীমুখের বিমলজ্যোতি সর্ব্বজগতে ছড়াইয়া দিন,
মায়া ও মোহের ঘন অন্ধকারের মাঝে আপনি জ্ঞানের প্রদীপ
জ্বালান।
'শোখ' আপনার চরণ সেবক, আপনি তাহাকে দর্শন দিন।

নোট—'শোখ' মহাশয়ের অনুপম বাণীসমূহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার মূল্য কেবলমাত্র আমাদের খরচ অর্থাৎ ২৲ দুই টাকা হইবে। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ৩০০ হইবে। যাঁহারা পুস্তকখানি লইতে চাহেন তাহারা অগ্রিম ২৲ দুই টাকা পাঠাইয়া এখনই কপি রিজার্ভ করুন।

❋ শ্রীশ্রীভগবানের কল্কিরূপ ❋

শীঘ্রই স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।



যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪-৭ ॥



পরমহংস ১০৮ স্বর্গীয় শ্রীস্বামী রাজনারায়ণজী ষট্‌শাস্ত্রী	ধর্ম্মরত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত,

অকৃত্রিম

চেতাবনী

(রেজিষ্টার্ড)

জয়তী বিবুধভর্ত্তা শম্ভলে বাসুদেবঃ

যস্মিন্ সর্বে যতঃ সর্বে যঃ সর্বে সর্বতশ্চয়ঃ
যশ্চ সর্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥

কলিযুগ শেষ হইতেছে এবং সত্যযুগ আসিতেছে

শ্রীকল্কি অবতারের জন্ম হইয়াছে

(রাজনারায়ণ 'অম্মান', ষটশাস্ত্রী)

আমি বেদ, পুরাণ, শাস্ত্রসমূহ এবং জ্যোতিষ গ্রন্থাদি গভীর মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছি, বিভিন্ন হিন্দু মতের পুস্তক পাঠ করিয়াছি, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকসমূহও অধ্যয়ন করিয়াছি। বর্ত্তমানে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তৎসমুদয় বিচার করিয়াছি। এই কঠিন পরিশ্রমের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মই ঈশ্বরের প্রকৃত ধর্ম্ম এবং জগতের উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ক্রিয়া-কর্ম্মও নিয়মপূর্ব্বক করিয়াছি কিন্তু যখন হইতে নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি যে কেবল ভক্তিই কলিযুগের ধর্ম্ম তখন হইতে

ভক্তবৎসল পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি আরম্ভ করি। ভগবান কৃপা করিয়া ভক্তিমার্গের জন্য এমন সদগুরু মিলাইয়া দেন যে তিনি সঠিক ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া আমাকে বহু উচ্চে পৌঁছাইয়া দেন।

আমার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম* এবং পণ্ডিত শ্রীভবাণীদাসজী যিনি কাশ্মীর রাজ্যের বিদেশী-মন্ত্রী (Foreign Minister) ছিলেন তাঁহার কূলে আমার জন্ম। ভগবান প্রথমে আমাকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং পরে ভক্তিযোগ অভ্যাসকালে কয়েকবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন, আমাকে বড় বড় কষ্টে সাহায্য করেন—আমি চাক্ষুষ প্রভুর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সংবৎ ১৯৮১ অথবা সন ১৯২৪ সালে শ্রীভগবান আমাকে আদেশ করেন—"আমি কল্কি অবতার রূপে বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্ম লইতেছি এবং কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ আসিতেছে। তুমি এখন ভক্তির প্রচার আরম্ভ কর। যখন তুমি আমার আবির্ভাবের কথা প্রচার করিবে তখন অল্প সংখ্যক ভক্তগণ সে কথা মানিবে কিন্তু উহাতেই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে। কলিযুগপ্রিয় দুষ্ট লোকেরা তোমাকে গালি দিবে, প্রহার করিতে উদ্যত হইবে কিন্তু তুমি ভয় পাইও না,

---

*স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী যদি পড়িতে চাহেন তবে "ভক্তিসার" (বাংলা) এর ১৯৪২ এর নূতন সংস্করণ মূল্য ॥) পড়ুন।

আমি তোমাকে রক্ষা করিতেছি; আমার কয়েকজন ভক্তের জন্ম হইয়াছে, তাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর উপর মহাকষ্ট আসন্ন। ভূমিকম্প হইবে, বন্যা আসিবে, অগ্নিকাণ্ড হইবে, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর প্রকোপ হইবে।

সর্ব্বসাধারণ বিদিত আছেন যে এই জন্য আমি সেই সময় হইতে সনাতন ধর্ম্মের অন্যান্য সিদ্ধান্তের প্রচার অনেক কম করিয়া বিশেষরূপে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিতেছি।

সম্বৎ ১৯৮১তে ভগবান আমাকে যে সব আদেশ দেন তাহার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়; আমি বিবেচনা করিলাম যে যদি আমি আমার ধারণা অনুসারে সাধারণকে উপদেশ দিই তবে এই ঘোর কলিযুগে অনেকে আমার কথা বিশ্বাস করিবে না।

কয়েকদিন চিন্তা করিবার পর আমি এ বিষয়ে বেদ, পুরান, শাস্ত্র এবং জ্যোতিষগ্রন্থসমূহের গভীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম এবং যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার করিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে সর্ব্বপ্রথম এখান হইতে ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মনুস্মৃতির টীকাকার রাজপুত মহারাজা মেঘাতিথি কলিযুগের কাল সম্বন্ধে এই ভুল করেন। উহার পূর্ব্বে কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কলিযুগের কাল সম্বন্ধে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর পাওয়া যায় না।

সমগ্র পণ্ডিতেরা মেঘাতিথির এই ভুল সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন, কেহই এই সিদ্ধান্ত ভুল বা নির্ভুল এ সম্বন্ধে বিচার করেন নাই।

কলিযুগের আয়ু বা স্থিতিকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রবল প্রমাণ

মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে ৬৭-৭০ শ্লোকে চারি যুগের স্থিতি কাল কলিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রকার লিখিত আছে —৪৮০০—৩৬০০—২৪০০—১২০০। মেধাতিথি ভুল করিয়া সত্যযুগ ৪৮০০ বৎসর বুঝিয়াছেন এবং সেই হিসাবে ত্রেতাযুগ ৩৬০০, দ্বাপর ২৪০০ এবং কলিযুগ ১২০০ বৎসর মনে করেন। পরে তিনি মনে করেন যে আমার সময় পর্যান্তই ত কলিযুগ কয়েক হাজার বৎসর গত হইয়া গিয়াছে অতএব ইহা ১২০০ বৎসর হইতে পারে না। তখন তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১২ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে এই শ্লোক পড়েন।

দিব্যাব্দানাং সহস্রাংন্তে চতুর্থে ত নঃ কৃতম্
ভবিষ্যতি যদা নৃণাং মন আত্ম প্রকাশকম্। ৩৪॥

অর্থ—

চার হাজার দিব্য বর্ষ অন্ত হইলে অর্থাৎ চার হাজার দিব্য বর্ষে (কলিযুগ গত হইলে) পুনরায় সত্যযুগ আসিবে যাহা মানুষের মন এবং আত্মাতে প্রকাশ হইবে।

ভাগবতের এই শ্লোকের পূর্ব্বের কয় পৃষ্ঠায় কেবল কলিযুগের বর্ণনা আছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ইহা কলিযুগ

সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে যে ইহা চার হাজার বৎসরে শেষ হইয়া পুনরায় সত্যযুগ আসিবে।

এই শ্লোকে "দিব্য" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। মেঘাতিথি এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন "দেবতা" এবং আজ পর্য্যন্ত প্রায় সব পণ্ডিতেই এই অর্থ-ই করিতেছেন। যেহেতু মানুষের এক বর্ষে দেবতাদের একদিন হয় সেই জন্য মেঘাতিথি ভ্রমক্রমে কলিযুগের স্থিতিকালে ১২০০ বর্ষ মনে করিয়া এবং ইহা দেববর্ষ মনে করিয়া ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া ইহাকে ৪৩২০০০ করিয়াছেন এবং কলিযুগের স্থিতি এত লিখিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। দিব্য শব্দের অর্থ কখনই দেবতা হইতে পারে না। প্রথমতঃ আমি ইহা বেদ হইতে প্রমাণ করিতেছি। দেখুন ঋক্‌বেদে ১।১৬৪।৪৬

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ সম্নুপর্ণো গরুত্মান॥

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যাগ্নিং যমং মাতরিশ্বা ন মাহু॥

এই মন্ত্রের দেবতা সূর্য্য এবং ইহাতে সূর্য্যেরই প্রসঙ্গ হইয়াছে।

অর্থ—

অগ্নিরূপী সূর্য্যকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলা হয়। তিনিই দিব্য, সুপর্ণ এবং গরুত্মান। একই সৎকে বিদ্বানেরা নানা নাম দিয়াছেন। অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বাও বলিয়াছেন।

এই মন্ত্র নিরুক্তে দৈবকাণ্ড ৩। ১৮ তেও আছে, সেখানে দিব্য শব্দের উৎপত্তি এইরূপ করা হইয়াছে—দিব্যো দিবিজো অর্থাৎ যিনি দিবিতে প্রকট বা প্রকাশিত হন তাঁহাকে দিব্য বলে। দিবি দ্যুকে বলে। নির্ঘণ্টক কাণ্ডে দিনের ১২ নাম লেখা হইয়াছে। উহার মধ্যে দ্যুর অর্থও দিন। এখন দিব্য অর্থ হইতেছে এই যে "যে দিনে প্রকাশিত হয়" এবং ইহা সকলেই জানেন যে সূর্য্য দিনে প্রকট বা প্রকাশিত হন্ অতএব দিব্য সূর্য্যেরই নাম।

ঋগ্বেদ। ১৩৬। ১০ হইতেছে এই—

ইর্মান্ত্যাসঃ সিলিক মধ্যমাসঃ সং শূরণা সো দিব্যাসো অত্যাঃ

হংসা ইব শোয়ন্তে যদা ক্ষিপু দিব্য মন্মাশ্বাঃ॥

এই মন্ত্রে—"অশ্বোঅগ্নির্দেবতা" অর্থাৎ আগুণের ঘোড়া হইতেছেন সূর্য্য—ইহাতে সূর্য্যেরই বর্ণনা আছে।

এই মন্ত্রে নিরুক্ত দিব্য শব্দের ব্যুৎপত্তি 'দিবা দিবিজো' করিয়াছেন। কথা হইতেছে এই যে যিনি দিনে প্রকাশিত হন ঐ দিব্য সূর্য্য। আর ইহাও স্পষ্ট লেখা আছে যে **অন্ত্যাদিত্যস্তুতি** অর্থাৎ এই নামে সূর্য্যের স্তুতি হইতেছে, অর্থাৎ বেদে দিব্য সূর্য্যের নাম। দেবতাকে দিব্য কখনই বলে না—এই সম্বন্ধে এই দুইটি প্রধান প্রমাণ বেদ হইতে দিতেছি।

ঋগ্বেদে এই প্রসঙ্গে ১। ১৬৪ মন্ত্র ২ হইতেছে এই—

"সপ্তযুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা। ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ।" সপ্তাস্মৈ রশ্ময়ো রসানভিসন্নাময়ন্তি সপ্তৈনমৃষয়ঃ।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিরুক্ত নৈগমকাণ্ড ৪।২৭এ এইরূপ করিয়াছেন—

সাতটি কিরণ একরথে যোজিত হয় (রথ হইতে আকাশ) একটি সাত-কিরণ-বিশিষ্ট ঘোড়া যিনি হইতেছেন সূর্য্য। উহার দিকে সাতটি কিরণ ঝুঁকিতেছে অর্থাৎ সাত ঋষি ইহার স্তুতি করেন। ইহার এক বর্ষে ৩৬০ দিন রাত হয়; ৬টি চাকা ছয় ঋতু; ১২টি অর্দ্ধব্যাস (Spoke) ১২ মাস; ইহা ৩৬০টি পেরেকের দ্বারা যুক্ত, এই ৩৬০টি পেরেক ইহার ৩৬০ দিন রাত (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৮ ও দেখুন); সমস্ত ভুবন এই সূর্য্যের আশ্রয়ে আছে ইত্যাদি।

এই সব সূর্য্যেরই প্রসঙ্গ বেদে চলিতেছে, সূর্য্য হইতেই দিনরাত, ১২ মাস, ৬ ঋতু আর ৩৬০ দিনের উৎপত্তি বলা হইয়াছে আর সূর্য্যেরই নাম দিব্য লেখা হইয়াছে।

ব্যাকরণ হইতেও দিব্য শব্দের অর্থ দেবতা হয় না। দিব্ ধাতুকে "স্বার্থে যৎ প্রত্যয়" দ্বারা দিব্য শব্দ হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তি হইতেছে এইরূপ—দিবি ভবং দিব্যম্" অর্থাৎ সে দিব্যভাগে প্রকাশিত হয়, এবং দিনে সূর্য্যই প্রকাশ হইয়া থাকে অতএব কেবল ভাস্করকেই দিব্য বলে; দিবি দ্যুকে বলে

এবং দ্যু দিনের নাম। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১৪। ২৯এও আছে "ন তত্র দ্যু নিশোর্ভেদো—

এখানেও দ্যু শব্দ তিন অর্থে-ই ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ কোন প্রকারেই দিব্যের অর্থ দেবতা হয় না। ব্যকরণের দ্বারা দেবতা অন্য "দেবাতল" প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা হয়, এই জন্য দিব্য এবং দেবতা শব্দের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই; দিব্য ও দেবতা শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারেই গঠিত হইয়াছে।

কুল্লুকভট্ট নিজের মনুস্মৃতিতে ১।৩১ এর টীকা করিবার সময়ে মেঘাতিথির অর্থ সম্পূর্ণ ভুল দেখাইয়াছেন যথা—

"এতস্য শ্লোকস্যাদৌ যদে তন্মানুষম্ চতুর্যুগং পরিগণিতম্ এতদ্দেবানাং যুগ মুচ্যতে।

অর্থাৎ এই চারিযুগই মানুষের, ইহার সমান দেবতাদিগের একযুগ হয়।

মেঘাতিথি চার যুগকে দেবতাদের যুগ এবং উহার বর্ষকে দেববর্ষ লিখিয়াছেন, উহার খণ্ডন কুল্লুকভট্ট

৫ শত বর্ষ পূর্ব্বেই করিয়াছেন। মেঘাতিথি এবং কুল্লুকভট্টের মধ্যে ৬ শত বৎসর গত হইয়াছিল। এই ৬ শত বৎসর পণ্ডিতগণ চক্ষু বন্ধ করিয়া মেঘাতিথির অনুসরণ করিয়াছেন, কুল্লুকভট্ট যে উহা ভুল বলিয়াছেন

তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং আজ পর্য্যন্ত সব পণ্ডিতই ঐ মিথ্যা বা ভুল মানিতেছেন।

এখন বিবেচ্য হইতেছে যে মেধাতিথি উল্টা হিসাব করিয়া কলিযুগকে ১২০০ বর্ষের লিখিয়াছেন এবং দিব্য শব্দের অর্থ দেবতা করিয়া ১২০০কে ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া কলিযুগকে ৪৩২০০০ বর্ষের লিখিয়াছেন। কিন্তু দিব্যের অর্থ যখন কোন প্রকারেই দেবতা হইতে পারে না তখন কলিযুগ ১২০০ বর্ষের হইল। কিন্তু কলিযুগের স্থিতিকাল ১২০০ বর্ষ নহে কারণ পঞ্চাঙ্গ অনুসারে কলিযুগের এখন পর্যান্ত ৫০০০ বর্ষের অধিক অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মেধাতিথি ভুলক্রমে কলিযুগের স্থানে সত্যযুগ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃতভাবে সত্যযুগ ১২০০ বর্ষের হয়, ত্রেতা ২৪০০ বর্ষের, দ্বাপর ৩৬০০ বর্ষের এবং কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হয় এবং ইহা এখন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। ভাগবতের শ্লোকে কলিযুগকে ৪০০০ বর্ষের বলা হইয়াছে, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের জন্য ৮০০ বর্ষ এই মোট ৪৮০০ বৎসর।

অন্য স্পষ্ট প্রমাণ

দ্বাদশাব্দ সহস্রেন দেবানাঞ্চ চতুর্য্যুগম্।
চত্বারি ত্রীনি দ্বেচৈকং সহস্র গণিতং মতম্॥

কল্কিপুরাণ ৩।৫।১২

অর্থ—

এইরূপ "দ্বাদশাব্দ সহস্রেন দেবানাং" — ১২ হাজার বর্ষে দেবতাদের এক যুগ হয়—দেখুন মনুস্মৃতি ১। ৭—"চতুর্যুগম্" আর চতুর্যুগকে, ৪-৩-২-১ ক্রমে গণনা করুন (ব্যাস বলিতেছেন) "মতম্" ইহাই আমার মত।

ইহার সারার্থ হইতেছে এই যে ১২০০০ বর্ষে ৪ যুগ হয়, ইহাই দেবতাদের এক যুগের সমান এবং ৪ যুগের সংখ্যা এইরূপ ক্রমে গণনা করা হয় যথা ৪—৩—২—১ অর্থাৎ

৪	৩	২	১
১০০০	২০০০	৩০০০	৪০০০

এই ৪—৩—২—১ যুগের ধর্ম্মের পাদ বা চরণ। সত্যযুগে পুরা চার পাদ ধর্ম্ম থাকে এবং তারপর প্রত্যেক যুগে একপাদ করিয়া ধর্ম্ম কমিতে থাকে। এই প্রমাণ দ্বারা সত্যযুগের ৩০০০ বৎসর ও কলিযুগের ৪০০০ বৎসর বৎসর বলা যায়। ইহার পরের শ্লোক নীচে লিখিত হইতেছে, টিকাকারেরা ইহার অর্থ ঠিক করেন নাই।

তাবচ্ছতানি চত্বারি ত্রীনি তদ্বে চৈক মেব হি।
সন্ধ্যাক্রমেণ তেষান্তু সন্ধ্যাংশোহপিতথা বিধঃ॥১৩

অর্থ—

যত হাজার বর্ষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের স্থিতিকাল হইতেছে তাহাদের তত শত সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যদি সত্যযুগের স্থিতিকাল ১০০০ বর্ষ হয়, তাহা হইলে ১০০০ বর্ষের সন্ধ্যা ও ১০০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ হইবে। এই প্রকারে সত্যযুগ ১২০০ বর্ষের, ত্রেতা ২৪০০ বর্ষের, দ্বাপর ৩৬০০ বর্ষের ও কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হইবে।

বিষ্ণু পুরাণ

প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়

দিব্যৈ বর্ষ সহস্রৈস্তু কৃত ত্রেতাদি সংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশ ভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ॥১১॥

অর্থ—

দিব্য হাজার বর্ষ হইতে সতযুগ ত্রেতা ইত্যাদির সংজ্ঞা হইতেছে। চতুর্যুগ ১২০০০ বৎসরের হয়। উহাদের দিবাভাগ এই প্রকারে হইতেছে।

চত্বারি ত্রিনি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানং সহস্রাণি যুগেষ্বাহু পুরা বিদঃ ॥১২॥

অর্থ—

৪—৩—২—১ হিসাবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ হইতেছে। প্রাচীন বিদ্বানেরা বলেন যে উহাদের সংখ্যা ১০০০ দিব্য বর্ষ হইতেছে।

এখানেও ৪—৩—২—১ ধর্ম্মের পাদের সঙ্গে চার যুগের স্থিতিকাল নির্ণয় করা হইয়াছে অর্থাৎ ৪ পাদের সত্যযুগ, ৩ পাদের ত্রেতাযুগ, ২ পাদের দ্বাপর ও ১ পাদের কলিযুগ হইতেছে, যেমন—

৪	৩	২	১
সত্য	ত্রেতা	দ্বাপর	কলি
১০০০	২০০০	৩০০০	৪০০০

পরে পড়ুন—

তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বতত্রাভিধীয়তে ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ তৎতুল্যো যুগসম্মানন্তরোহি যঃ ॥

অর্থ—

তত একশত পরিমাণ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ থাকে, ইহার মধ্যের সংখ্যাকে যুগ বলে।

এখন বোঝা যাইতেছে যে চার পাদ ধর্ম্মবিশিষ্ট সতযুগ ১০০০ বৎসরের হইতেছে, উহার ১০০ বৎসর সন্ধ্যা ও

১০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে। তাহা হইলে সত্যযুগ মোট ১২০০ বৎসরের হইতেছে। এই প্রকারে ত্রেতাযুগ ২০০০ বর্ষের হইতেছে এবং ৪০০ বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইতেছে; মোট ত্রেতাযুগ ২৪০০ বর্ষের হইতেছে। দ্বাপর যুগ ৩০০০ বৎসরের হইতেছে এবং ৬০০ বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইতেছে, অতএব ত্রেতাযুগ মোট ৩৬০০ বৎসরের হইতেছে। কলিযুগ ৪০০০ বৎসরের ও ৪০০ বৎসর সন্ধ্যা ও ৪০০ সন্ধ্যাংশ হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ

চত্বারি ত্রীণি দ্বৈচৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
সংখ্যা তানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ।।

৩। ১১। ১৯

অর্থ—

এই শ্লোকে ৪—৩—২—১ এর ক্রমে সত্যযুগাদি জান— উহাদের সংখ্যা হাজার এবং শতকের সহিত দ্বিগুণ করিলে পাওয়া যায়। এখানেও ঐ কথাই হইতেছে—

৪ পাদ চরণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট সত্যযুগ ১২০০ বর্ষের, ৪ পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট ত্রেতা ২৪০০ বর্ষের, ২ পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্বাপর ৩৬০০ বর্ষের এবং ১ পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হয়।

সন্ধ্যাং সন্ধ্যাংশয়োরন্তেরণয়ঃ কালঃ শত সংখ্যয়োঃ।
তমেবাহুর্য,গং তৎজ্ঞায়ত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ।।২১।।

অর্থ—

১০০ শত সংখ্যা বিশিষ্ট সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যে স্থিত কালকে যুগ বলে, উহাতে বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

ধর্ম্মশ্চতুষ্পা ন্মনুজ্ঞাঙ্কতে সমনুবর্ত্ততে ।
স এবান্যেষ্ব ধর্ম্মেণ ব্যত্তিপাদেন বর্ধতাঃ ।।২১।।

অর্থ-

সত্যযুগে মানুষের চার পাদ ধর্ম্ম হয়, পরে অন্যান্য যুগে এক পাদ করিয়া ধর্ম্ম কমিতে থাকে।

এই শ্লোকে "মনুজ্ঞান" শব্দের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে চার যুগ মানুষের হয় দেবতাদের হয় না, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে ৪—৩—২—১ এই ধর্ম্মের পাদ যুগানুসারে, ইহা অঙ্ক নহে। দেবতাদিগের কেবল দিন এবং যুগ হয় চার যুগ হয় না। যদি এইরূপ মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেবলোকেও কলিযুগ হইত এবং ইহাতে বড় বড় পাপও করা হইত। কিন্তু ইহা ভুল, কারণ দেবলোকে লেশমাত্র পাপও হয় না। এবং ইহা ব্যতীত সূর্য্যের গতিই এইরূপ যে উহাতে মনুষ্যলোকে ৪ যুগ হয় কিন্তু দেবলোকে ৪ যুগ হয় না।

ধর্ম্মের চার পাদ বা চরণ

কৃতে প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাজ্জ নৈঋ্বতঃ।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোনৃপ ॥১৯॥

অর্থ—

সত্যযুগে মানুষের চার ধর্ম্ম হয়—সত্য, দয়া, তপ এবং দান। ইহাই ধর্ম্মের চার পাদ।

এই শ্লোকেও মানুষেরই কথা হইতেছে দেবতাদের নয়। ইহার সারাংশ হইতেছে—সত্য, দয়া, তপ, দান এই পূর্ণ চার পাদ ধর্ম্ম সত্যযুগে থাকে, ত্রেতাতে ধর্ম্মের প্রথম একপাদ লুপ্ত হয় অর্থাৎ সত্য কমিয়া দয়া, তপ, দান থাকে এবং দ্বাপরে দুই পাদ ধর্ম্ম—তপ এবং দান থাকে আর কলিযুগে কেবল এক দান থাকে। এই কারণে মনুস্মৃতিতে আছে "দানমেকং কলৌযুগে" কলিযুগ কেবল এক দানই ধর্ম্মের পাদ। এই কারণ সংকল্পে আছে "কলৌ একৌ চরণে" যাহাতে পণ্ডিতেরা কিছু দিন হইতে ভুলক্রমে 'কলি প্রথম চরণে' করিয়াছেন। আমি ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়া দিতেছি যে যুগের স্থিতিকাল লক্ষ বর্ষের নহে, হাজার বর্ষের। এখন আমি মনুস্মৃতির প্রমাণ ক্রমশঃ লিখিতেছি।

মনুস্মৃতি হইতে প্রমাণ

মনুস্মৃতি প্রথম অধ্যায়—

আহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মাষদৈবিকে।
পিত্রেস্বপনায় ভুক্তানাং চেষ্টায়ৈ কমণাং মহঃ ॥৬৪॥

অর্থ—

সূর্য্য মনুষ্য ও দেবতাদের রাত ও দিনের বিভাগ করে; রাত ঘুমাইবার জন্য ও দিন কাজ করিবার জন্য।

এই শ্লোকের দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে ইহার পরে মানুষ ও দেবতা উভয়েরই হিসাব চলিবে।

পিত্র্যে রাত্র্যহনি মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্ম্ম চেষ্টা স্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্বরী ॥৬৬॥

অর্থ—

মনুষ্যের এক মাসের সমান পূর্ব্বপুরুষদের এক রাত ও এক দিন হইয়া থাকে; কৃষ্ণপক্ষের দিন কাজ করিবার জন্য ও শুক্লপক্ষের রাত ঘুমাইবার জন্য। (এই কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।)

এখানে মনুষ্য ও পূর্ব্বপুরুষদের প্রভেদ দেখান হইয়াছে।

দৈবরাত্র্যহনি বর্ষ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্ত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্ ॥৬৭॥

অর্থ—

মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের একদিন ও রাত হয়,

৬ মাস উত্তরায়ণ দিন হয় ও ৬ মাসে দক্ষিণায়ণ রাত হয়।

এইখানে মানুষ ও দেবতাদের হিসাব দেখান হইয়াছে। এখানে মনু লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপহস্য যৎপ্রমানং সমাসতঃ।
একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধৎ ॥৬৮॥

অর্থ—

ব্রহ্মার রাতদিন ও একযুগের পরিমাণ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। পূর্ব্ব পুরুষদের ও দেবতাদের হিসাব প্রথমে দেখানো হইয়াছে এখন যুগের যে হিসাব দেখানো হইবে তাহা কেবল মানুষের। কেননা দেবলোকে চারি যুগ হয় না; যদি হইত তাহা হইলে সেখানে কলিযুগও হইত ও এই যুগে পাপও হইত। কিন্তু দেবলোকে পাপ হয় না। এইখানে টীকাকারেরা ভয়ানক ভুল করিয়াছেন। এখন মনোযোগ দিয়া পড়ুন, এখানেও মানুষের হিসাব আরম্ভ হইতেছে।

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রানি বর্ষাণাং তত কৃতংযুগম।
তস্য তবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥৬৯॥

এই শ্লোকে "তৎকৃতম্" লেখা আছে, এখানে তৎ-মানে এই। এই শব্দের দ্বারা ইহাকে কৃতযুগ হইতে আলাদা করা হইতেছে; যেন ভাগবতের ১২।২।৩৪ শ্লোক (যাহা প্রথমে দেওয়া হইয়াছে) 'পুনঃ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব কলিযুগের

বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইভাবে মনু এই শ্লোকে 'তৎ' শব্দ ব্যবহার করিয়া পূর্ব্ব কলিযুগের ৪০০০ বৎসরের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে—

৪ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত কলিযুগ পরে কৃতযুগ

অর্থাৎ কলিযুগ ৪০০০ বৎসরের হইতেছে ইহার ৪০০ সন্ধ্যা ও ৪০০ সন্ধ্যাংশ আছে। অর্থাৎ কলিযুগ মোট ৪৮০০ বৎসরের হইতেছে। এই বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া ও ভাগবতের প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া মেঘাতিথি ইহাকেই সত্যযুগ বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেক পণ্ডিতেরা ইহাকে সত্যযুগ প্রতিপন্ন করিবার জন্য **তৎকৃতম্** এর জায়গায় **'তুকৃতম্'** করিয়া মনুস্মৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। 'তু'র মানে 'তো' অর্থাৎ সত্যযুগের স্থিতিকাল ৪০০০ বৎসর। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমূলক। এইভাবে শাস্ত্রকে বদলাইবার অধিকার কাহারও নাই কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকেরা এইভাবে অনেক পুস্তকে অনেক প্রকার ভুল করিয়াছেন। ব্যাস তো ভাগবতে ইহা লিখিয়াই গিয়াছেন **'বেদা পাষণ্ড দূষিতঃ'** অর্থাৎ কলিযুগে পাপীরা বেদেও অনেক ভুল ঢোকাইয়া দিবে।

যদি শাস্ত্রের কোন শব্দ কোন পণ্ডিত বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার উচিত ঐ শব্দের সাধারণ অর্থ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ও কোনও কিছু বাড়াইয়া না দেওয়া। এই ভাবে কয়েকজন পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, পুরাণ

প্রভৃতিতে এমন কি বেদেও অনেক গণ্ডগোল করিয়াছেন। এখন নিম্নলিখিত শ্লোকে পড়ুন—

ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭০ ॥

অর্থ—

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত অন্য তিন যুগের স্থিতিকাল ১ হাজার ও ১ শতকে যথাক্রমে বিয়োগ করিলে পাওয়া যাইবে।

অর্থাৎ ৪০০০ হইতে ১০০০ বিয়োগ করিয়া ৩০০০ হইল; ৪০০০ বর্ষের সন্ধ্যা ও ৪০০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ হইতে ১ শত বিয়োগ করিয়া ৬০০ হইল; এই প্রকারে শেষ ফল ২৪০০ এবং ১২০০ হইল।

যদেতৎপরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্দ্বাদশসহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥৭১॥

অর্থ—

পূর্ব্বে যে চারযুগ বলা হইয়াছে উহাদের ১২০০০ বর্ষের সমান দেবতাদের একযুগ হয়।

এখন হিসাব কর, কলি ৪৮০০, দ্বাপর ৩৬০০, ত্রেতা ২৪০০, সত্য ১২০০ মোট ১২০০০ বর্ষ হইল। এই হিসাবে মনুর এই শ্লোক অনুসারে ৪ যুগে ১২০০০ বর্ষ হয়। যদি

প্রায় টীকাকারদের মতে ইহা দেবতাদের বর্ষ মানা যায় তবে মানুষের একবর্ষ দেবতাদের একদিনের সমান হয়। ২০০০X৩৬০=৪৩২০০০০ হয় কিন্তু শ্লোকে ১২০০০ বর্ষের বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ৪৩২০০০০ চার যুগের দিন। সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১। ১৫ শ্লোকে ইহাই আছে।

তদ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।

অর্থ—

১২০০০ বর্ষে চতুর্যুগ হয়। দেবতাদের বর্ষ হয় না. উহাদের দিনরাত হয় বা একযুগ হয় যেমন ৭১ শ্লোকে আছে।

যদি মেধাতিথি ও বর্ত্তমান পণ্ডিতদিগের মতানুযায়ী ৪ যুগকে দেবযুগ এবং ইহাদের ১২০০ বর্ষের দেববর্ষ মানা যায় তবে এই শ্লোকের অর্থ হয়— দেবতাদিগের ৪ যুগের সমান দেবতাদিগের এক যুগ হয়। এইরূপ কথা সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ তথাপি অনেক পণ্ডিত ইহাই মানিতেছেন। এখন পরের শ্লোকে পড়ুন।

দৈবিকানাং যুগানা তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্ম মেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রি রেব চ।।৭২।।

অর্থ—

দেবতাদের এইরূপ হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন একরাত হয়।

এখন হিসাব হইতেছে এই যে এক মানুষের চতুর্যুগ বা দেবতাদের একযুগ = ১২০০০ বর্ষের হয়। আর এইরূপ ১০০০ দেবযুগের সমান ব্রহ্মার একদিন = ১২০০০ × ১০০০ = ১২০০০০০০ বর্ষ। এখন ব্রহ্মার একদিনে মানুষের ১২০০০০০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০০০০০ দিন অর্থাৎ মানুষের ৪৩২০০০০০০০ দিনের সমান ব্রহ্মার একদিন হয়। ইহাকেই সৃষ্টি সংবৎ বলে এবং ইহাতেই ব্রহ্মার রাত বা "প্রলয়" হয়। আজকাল পঞ্চাঙ্গ এবং প্রায় পুস্তকেই এই দিনগুলিকে বর্ষ লেখা হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কতকগুলি পণ্ডিত ভুলক্রমে অন্যস্থানেও দিনকে বর্ষ লিখিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ সূর্যাসিদ্ধান্ত অধ্যায় ১ শ্লোক ২০। ২১ পড়ুন।

ইত্থং যুগ সহস্রেন ভুত সংহাকারকঃ।
কল্পো ব্রহ্ম মহঃ প্রোক্তং শবরী তস্য তাবতী ॥২০॥

অর্থ—

এই প্রকারে দেবতাদের হাজার যুগে এক ভুতসংহারকার কল্প (এক সৃষ্টি) হয়, ইহাই ব্রহ্মার একদিন এবং একরাত।

এখানে এক সৃষ্টিকে ব্রহ্মার একদিন এবং প্রলয়কে ব্রহ্মার একরাত বলা হইয়াছে।

এখন পরে পড়ুন —

পরমায়ু শতংতস্যতয়াহোরাত্র সংখ্যয়া।
আয়ুষোহৰ্দ্ধমিতং তস্য শেষকল্পোহয়মাদিমঃ ॥২১॥

অর্থ—

ব্রহ্মার পূর্ণ আয়ু দিনরাত হিসাবে একশত। অর্দ্ধেক আয়ু শেষ হইয়াছে; বর্ত্তমান সৃষ্টি উহার আগামী অর্দ্ধেক আয়ুর প্রথম দিন।

এই শ্লোকে কোন যায়গায় বর্ষ নাই কিন্তু দিন এবং রাতের বর্ণনা আছে। সমস্ত পঞ্চাঙ্গে ব্রহ্মার আয়ু পণ্ডিতেরা ১০০ বর্ষ লিখিয়াছেন, দিনকে বর্ষ করিয়াছেন এইরূপ ৪ অর্ব্বুদ ৩২ কোটি দিনের সৃষ্টিতে সংবৎ হয়, ইহাকে বর্ষ লিখিয়া গিয়াছেন।

অথব বেদের প্রমাণ

শতংতে যুত হায়না দ্বৈ যুগে ত্রীতি চত্বারি কৃন্মঃ।
ইন্দ্রাগ্নি বিশ্বেদেবাস্তে নুমন্য তামহৃণয়ি মানা।

সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্য এই প্রকার করিয়াছেন—

"চতুর্ণাং যুগানাং সন্ধি সংবৎসরান বিহায় যুগ চতুষ্টস্য মিলিত্বা অযুতং সংবৎসরাঃ স্যুঃ তাহ বিভজ্য, কলিদ্বাপরাখ্য ত্রীনি ত্রেতা সাহিতানি চত্বারি কৃতযুগ সাহিতানি কুর্ম ইতিআশাস্যতে।"

অর্থ—

চার যুগের সন্ধি সংবৎগুলিকে ছাড়িয়া চতুর্যুগের বর্ষের মোট সংখ্যা দশ হাজার (১০,০০০) বৎসর হয়। কলি, দ্বাপর, ত্রেতার সহিত এই তিনকে এবং কৃতযুগ (সত যুগ) এর সহিত ইহা চার যুগ কথিত হয় এবং ইহার বিভাগ আমরা এই প্রকার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে বেদেও চার যুগের আয়ু বা স্থিতি-কাল দশ হাজার বৎসর লেখা আছে এবং এই বৎসরগুলিকে দেবতাদের বৎসর না বলিয়া কেবল সংবৎসর বলা হইয়াছে যাহার অর্থ মানুষের বৎসর। এই সঙ্গে এই মন্ত্রে প্রথমে কলি-যুগের কথা বলিয়া পরে দ্বাপর, ত্রেতা এবং সত যুগকে উল্টা ভাবে গণনা করিবার বিষয়ও বিবেচনা করিবার যোগ্য। যেমন মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকের অর্থ করিবার সময় উপরে লিখিত হইয়াছে।

এই দশ হাজার বর্ষকে এইরূপ ভাবে বিভাগ করা হইয়াছে। কলিযুগে ৪০০০ বর্ষ, দ্বাপর ৩০০০, ত্রেতা ২০০০ সত্যযুগ ১০০০ বর্ষ, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

নির্ণয়সিন্ধুর প্রমাণ

চত্বার্য্যব্দসহস্রাণি চত্বার্য্যব্দ শতানি চ
কলের্যদা গামিষ্যন্তি তদা পূর্ব্বযুগাশ্রিতা।

নির্ণয়সিন্ধু প্রকরণ ৩ পূর্ব্বার্দ্ধ।

অর্থ—

যখন কলিযুগের চার হাজার এবং চারশত বর্ষ অতীত হইবে তখন পূর্ব্বযুগের সমান ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইতে আরম্ভ হইবে। এখানে কলিযুগের আয়ু ৪৪০০ বর্ষ বলা হইয়াছে। ইহা কলিযুগ এবং উহার সন্ধ্যার যোগফল। ইহার সন্ধ্যাংশ যোগ করিলে কলিযুগের ৪৮০০ বর্ষের হয়। অর্থাৎ নির্ণয়সিন্ধুকে স্পষ্টরূপে কলিযুগের আয়ু মাত্র ৪৮০০ বর্ষ বলা হইয়াছে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষের নামও নাই। উহা কেবলমাত্র পণ্ডিতদিগের ভ্রম।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির প্রমাণ

জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য আপনার উপরোক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়াছেন।

স্ব স্বাভ্রদন্ত দগরৈ যুগঘ্নি যুগ্মভু গুণৈঃ।
ক্রমেণ সূর্য্যবৎসরৈ কৃতাদয়ো যুগাংঘ্রয়ঃ॥

অর্থ—

৪৩২০০০ হইতে ৪—৩—২—১ গুণ করিলে ক্রমশঃ সূর্য্যবর্ষ হইতে সতযুগাদির পাদ হয়।

অর্থাৎ ৪ এর সহিত ৪৩২০০০ রাখ, ইহাকে পরে গুণ করিতে থাক। যেমন ৪ পাদ ধর্ম্মের সহিত = ৪৩২০০০,

৩ পাদের ত্রেতা = ৪৩২০০০×২ = ৮৬৪০০০ ; ২ পাদের দ্বাপর = ৪৩২০০০×৩ = ১২৯৬০০০ ; ১ পাদের কলি = ৪৩২০০০×৪ = ১৭২৮০০০। ইহা দিন, বর্ষ নহে। শ্লোকে "সূর্য্য বৎসর" লেখা হইয়াছে উহা দিনরাত্রের হয়।

সারার্থ ইহাই হইল যে ৪ পাদ ধর্ম্মবিশিষ্ট সত্যযুগের ৪৩২০০০ দিন হয়। ইহাকে ৩৬০ দিয়া ভাগ কর, ইহাই ১২০০ বর্ষ হইল। এইরূপে ত্রেতার = ৮৬৪০০০ দিনে ২৪০০ বর্ষ দ্বাপরে—১২৯৬০০০ দিনে ৩৬০০ বর্ষ এবং কলিযুগের ১৭২৮০০০ দিনে ৪৮০০ বর্ষই হয়। এই শ্লোক হইতেও চার যুগে ১২০০০ বর্ষই হয়। বিশেষ কথা হইতেছে এই বর্ষের স্থানে যুগের আয়ু বা স্থিতিকাল দিনের দ্বারা বলা হইয়াছে।

সূর্য্যাব্দ একদিন এবং এক রাতের হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত

এখন সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে বিস্তৃতভাবে যুগের স্থিতিকাল দেখা যাইতেছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রথম অধ্যায় পড়ুন।

ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ৬০ পলে এক নাড়ী হয়, এখন পরে পড়ুন—

নাড়ী ষষ্ট্যাতু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্তিতম্।
তাস্ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈ স্তথা ॥১২॥

৬০ নাড়ীতে এক নাক্ষত্র আহোরাত্র (দিনরাত) হয়, ৩০ অহোরাত্রে একমাস হয়, সূর্য্য উদয় হইতে আগামী সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে (দিবারাতকে) সাবন বর্ষ বলে (ইহার অন্য নাম সূর্য্যাব্দ এবং সূর্য্য বৎসর।)

এন্দব স্তিথিভিস্তদ্বৎসং ক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে ॥১৩॥

চন্দ্রবর্ষ তিথিতে হয় সৌরবর্ষ সংক্রান্তিতে হয়। ১২ মাসে এক বর্ষ হয় এবং দিব্য বর্ষের (দেবতাদের এক দিন হয়)। এখানে "দিব্য" শব্দের পর "দেবতা" শব্দ নাই, ইহার প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী শ্লোকে পাইবেন। পণ্ডিতেরা ইহার অর্থ শ্লোকের বিপরীত করিয়াছেন।

সুরা সুরাণমন্যোহন্য মহোরাত্র বিপর্য্যয়াৎ
তৎষষ্টি ষট্ গুণা দিব্যং বর্ষমাসুর মেব চ ॥১৪॥

"দেবতাদের এবং অসুরদের দিনরাত বিপরীত হয়, ৩৬০ দিনে এক দিব্যবর্ষ হয়, এইরূপ অসুরদেরও হয়।" ইহার সারার্থ হইতেছে এই যে, দেবতারা উত্তর ধ্রুব হইতে দূরে থাকেন। যখন সূর্য্য ৬ মাস যাবৎ উত্তরায়ণে থাকে তখন দেবতাদের দিন হয় এবং যখন সূর্য্য ৬ মাস যাবৎ দক্ষিণায়নে থাকে তখন দেবতাদিগের রাত থাকে। দক্ষিন ধ্রুব হইতে দূরে অসুরদের বাস, বেদে উহাকেই অসুরলোক বলা হইয়াছে।

সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে থাকে তখন অসুরদের রাত থাকে, এবং সূর্য্য যখন ৬ মাস দক্ষিণায়ণে থাকে তখন অসুরদের দিন থাকে। এইরূপে যখন দেবতাদের দিন হয় তখন অসুরদের রাত হয়—দেবতাদের এবং অসুরদের দিন রাত বিপরীত হয়। সূর্য্যের এই উত্তর এবং দক্ষিণ গতি ৩৬০ দিনে হয়। ইহাই একবর্ষ—ইহাকেই দিব্যবর্ষ বলে। যেরূপ উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। দেবতাকে দিব্য বলে না। এই গণনা দেবতাদের উত্তর স্থান হইতে কর বা অসুরদের দক্ষিণ স্থান হইতে কর, দুই দিক হইতেই সূর্য্যের ভ্রমণ (চক্রঃ) ৩৬০ দিনই পূর্ণ হয়। এই ৩৬০ দিনের দিব্যবর্ষ হইতেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রে হিসাব করা হয় সংক্রান্তি হইতে যে সৌরবর্ষ আরম্ভ হয় উহা ৩৬৫ দিনের। উহার দ্বারা জ্যোতিষের হিসাব করা হয় না, কারণ ৩৬৫ দিনকে সঠিকভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায় না, এবং উহা হইতে ঋতুও হয় না, উহা কেবল যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহার হয়। সূর্য্যের উত্তরায়ণের জন্য যে গতি তাহার ৩৬০ দিনকেই দিব্যবর্ষ বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১৪—২০ দেখুন।

যৎ প্রোক্তং তদ্ভবেদ্দিব্যং ভানোর্ভগণ পূর্ণাত্ত

অর্থ—

যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (অর্থাৎ ৩৬০ দিনে দিব্যবর্ষ হয়), উহা সূর্য্যের এক ভ্রমণ পূর্ণ হইলে হয়

ইহা এই কথারই পোষণ করিতেছে যে ৩৬০ দিনে সূর্য্যের একচক্র পূর্ণ হয়, ইহাকে দিব্যবর্ষ বলে—দিব্য দেবতাকে বলে না, দেবতাদের বর্ষকে বলে।

মনুষ্যদের এই ৩৬০ দিনের দিব্যবর্ষের সমান দেবতাদের একদিন হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের এই উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণের গতি মানুষের একবর্ষে সমাপ্ত হয়, এই একবর্ষ দেবতাদের এক দিন রাতের সমান। এই কথাই উপরের ১৬ শ্লোকে "দিব্যাং তদহরুচ্যতে" কথাগুলিতে বলা হইয়াছে।

তদ্বাদশ সহস্রানি চতুর্যুগমুদাহৃতম্ ॥
সূর্য্যাব্দ সংখ্যা দ্বিত্রি সাগরে রয়ুতাহতৈঃ ।১৫

অর্থ—

চার যুগের (সত্য. ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির) সংখ্যা বারো হাজার বর্ষের হয়, ইহার সূর্য্যাব্দ সংখ্যা ৪৩২০০০ বর্ষের হয়।

পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে সূর্য্য বৎসর সূর্য্যাব্দ এবং সাবনবর্ষ এক দিন রাত অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইতে আগামী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে বলে। শ্লোক অনুসারে চারযুগ ১২০০০ বর্ষের হয় এবং উহাতে ৪৩২০০০০ দিন হয়।

সন্ধ্যা সন্ধাংশ সহিত বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।
কৃতাদিনা ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদ ব্যবস্থয় ॥১৬

অর্থ—

সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের সহিত যে চার যুগ উহাতে ধর্ম্মের পাদ অনুসারে সত্যযুগাদির ব্যবস্থিতি হয়। সত্যযুগে ধর্ম্মের চার পাদ হয়. ত্রেতায় ৩ পাদ, দ্বাপরে ২ পাদ এবং কলিতে ১ পাদ বা চরণ হয়। ইহাদের অনুসারেই মানুষের দশা হইয়া থাকে। এই সব বিষয় পূর্ব্বেই সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। পুরাণ ৪—৩—২—১ এর ইসারা এই চার যুগের চরণের সম্বন্ধেই করা হইয়াছে।

যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেক সংগুণা।
ক্রমাৎকৃতযুগাদিনাং ষষ্ঠাংশ সন্ধ্যো স্বকঃ ॥১৭॥

অর্থ—

চার যুগের বর্ষের (১০০০ এর) দশম ভাগের সমান ক্রমান্বয়ে সত্যযুগাদি হয়। উহাতে ৪—৩—২—, পাদ ধর্ম্ম থাকে। ঐ দশম ভাগের ষষ্ঠ ভাগের সমান যুগগুলির সন্ধ্যা হয়।

ইহার স্পষ্ট অর্থ হইতেছে যে চার যুগের আয়ু ১২০০০ বর্ষ। ঐ ১২০০০ বর্ষের দশম অংশ ১২০০ হইল, ইহাই সত্যযুগের আয়ু বা স্থিতিকাল। ইহাকে গুণ করিয়া পরের যুগগুলির আয়ু বাহির করুন। যথা, ১২০০ এর দ্বিগুণ ২৪০০ ত্রেতা, ১২০০ এর তিনগুণ ৩৬০০ দ্বাপর, ১২০০ এর চতুর্গুণ

৪৮০০ কলি হইল এবং এই প্রত্যেক যুগের ষষ্ঠ অংশ উহার সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ ১২০০ এর ষষ্ঠ ভাগ ২০০, ইহা সত্যযুগের সন্ধ্যা ; এইরূপ ত্রেতার সন্ধ্যা ৪০০, দ্বাপরের সন্ধ্যা ৬০০ এবং কলির ৮০০ বর্ষ হইবে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই প্রমাণ হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল—একটি হইতেছে এই যে "দিব্য" অর্থ বর্ষ, দেবতাকে দিব্য বলে না। দ্বিতীয় কথা এই যে যুগ লক্ষ বর্ষের হয় না এবং কলিযুগ কখনও ৪৩২০০০ বর্ষের নহে কিন্তু ৪৮০০ বর্ষের। যে সব পণ্ডিতেরা "দিব্য" শব্দের অর্থ দেবতা বলিয়া জানেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভুল করেন, তাঁহারা ইহার অর্থ বুঝেন না।

নয় প্রকারে বৎসর

ব্রহ্মং দিব্যং যথা পিত্রং প্রজাপত্যং গুরোস্তথা
সৌরং চ ত্যাবনং চান্দ্র মার্ক্ষং মানানি বৈনব ॥

অর্থ—

ব্রহ্মবর্ষ (অর্থাৎ ব্রহ্মবর্ষ এই সৃষ্টির সমান হয়) দিব্যবর্ষ (ইহা সূর্য্যের উত্তর দক্ষিণ গতি হইতে ৩৬০ দিনের হয়), পিতৃবর্ষ (ইহা আমাদিগের ১ মাসের সমান হয়), প্রজাপত্তিবর্ষ (ইহা এক প্রতিসর্গ সৃষ্টির হয়), গুরুবর্ষ (আমাদের ১২ বৎসরের

সমান বৃহস্পতিলোকের এক বৎসর হয়) সৌরবর্ষ (৩৫৬ দিনের), সাবন বৎসর সূর্য্যোদয় হইতে আগামী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক দিন রাতের হয়, ইহাই সূর্য্যাবৎসর বা সূর্য্যাব্দ, চান্দ্রবর্ষ (তিথি হিসাবে হয়, ইহা ৩৫৪ দিনের হয়), নাক্ষত্রবর্ষ (ইহা ৫১ ঘণ্টা এবং কিছু পলে হয়)। এইরূপে শাস্ত্রে নয় প্রকারের বর্ষ লিখিত আছে। অনেক পণ্ডিতেরা এই ভেদ না জানিয়া অনেক ভুল করিয়াছেন।

কলিযুগের কখন আরম্ভ

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ২ শ্লোক ৩১। ৩২। ৩৩ এ আছে।

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্ত কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যান্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানংদাৎপ্রভৃত্যেষু কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগ মিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥৩৩

অর্থ—

যখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে আসিয়াছিল তখন কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল এবং যখন সপ্তর্ষি পূর্ব্বাষাঢ় নক্ষত্রে আসিবে তখন ১২০০ বর্ষ পরে কলিযুগ আরম্ভ হইবে—ইহা নন্দরাজার সময় হইবে এবং যখন ভগবান কৃষ্ণ এই সংসার হইতে নিজের ধামে যাইবেন তখন হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইবে।"

কলিযুগ কখন সমাপ্ত হইবে।

এই সপ্তর্ষি আজকাল কৃত্তিকা নক্ষত্রে রহিয়াছে এবং ইহা প্রত্যেক নক্ষত্রে একশত বৎসর থাকে। ইহা যখন মঘাতে আসিয়াছিল তখন কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। মঘা হইতে রেবতী পর্যান্ত ১৮ নক্ষত্র, আবার অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্যান্ত ২৭ নক্ষত্র। ১৮+২৭=৪৫। আবার অশ্বিনী হইতে কৃত্তিকা পর্যান্ত ৩। ৪৫+৩=৪৮। এই হিসাবে কলিযুগের সময় **৪৮০০ বর্ষ ইহা শ্রাবণ অমাবস্যা সংবৎ ২০০০ বৎসরে শেষ হইবে।** কলিযুগের সম্বৎ পঞ্চাঙ্গে ৫০৪০ লিখিত আছে, ইহা ঠিক নহে। আজকাল এই সম্বৎ ৪৭৪৯ এবং তদনুসারে বিক্রম সংবৎ ১৯৯৩।

এখন বিচার করিবার বিষয় হইতেছে এই যে কলিযুগ কখন সমাপ্ত হইবে। প্রথম বিচার—ভাগবত ১২।৩১।৩২—সেখানে ইহা লিখিত হইয়াছে যে ৪৮০০ বর্ষের কলিযুগ হয়। এইরূপে কলিযুগ তো ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন হইতে ইহার সন্ধ্যা চলিতেছে উহাও বিক্রম সংবৎ ২০০০ বর্ষে সমাপ্ত হইবে।

ঠিক সময়—কলিযুগ ঠিক কখন শেষ হইবে

ভাগবত ১২।২।২৪ দেখুন।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিস্য বৃহস্পতি
এক রাশৌ সমেষ্যন্তি তথা ভবতি তৎকৃতম্।

ইহার অর্থ এই যে—

যখন চন্দ্র, সূর্য্য, পুষ্যা নক্ষত্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে সমবেত হইবে তখনই সত্যযুগ হইবে।

ভাবার্থ হইতেছে এই যে যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে এক রাশিতে সম (সমান) অবস্থায় আসিবে, তখন কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ হইবে।

এই পূর্ণযোগ বিক্রম সম্বত ২০০০ সালে শ্রাবণ অমাবস্যা বা ১লা আগষ্ট সন ১৯৪৩ সালে আসিবে. কাশীর দশ বার্ষিক পঞ্চাঙ্গ (পত্রিকা) ছাপা হইয়াছে, উহাতে সকলেই দেখিতে পারেন। * এই সব গ্রহের সমাবস্থা এইরূপ। ইহারা সব পুষ্যা নক্ষত্রের চতুর্থ চরণের শেষ ভাগে কর্কট রাশিতে হইবে। ঐদিন ১৭ ঘণ্টা ৫৩ পলের কিছু পূর্ব্বেই কলিযুগ সমাপ্ত হইবে। আর পূর্ণ চারপাদবিশিষ্ট সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এইরূপ পূর্ণযোগ ইহার পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। ভাগবতে টীকাকার শ্রীধর এই শ্লোকের উপর লিখিয়াছেন যে এইরূপ যোগ তো প্রতি ১১ বর্ষ বা ২৪ বর্ষে পড়িয়া থাকে, কিন্তু এই শ্লোকে সম শব্দের অর্থ হইতেছে

* দশ বর্ষ পঞ্চাঙ্গ মূল্য ২৷৷০ টাকা "চেতাবনী কার্য্যালয়", গুড়গাঁওতে পাইবেন।

ঐদিন এই তিন গ্রহ এক সঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং কর্কট রাশিতে আসিবে। সুতরাং মনে হইতেছে যে শ্রীধর পণ্ডিত হইলেও জ্যোতিষ জানিতেন না, কারণ তিন তো দূরে থাক দুই গ্রহও এক রাশিতে একত্র হইতে পারে না। এই শ্লোকে সমাবস্থার অর্থ আমি উপরে লিখিয়াছি যে যোগ ভাগবতের এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ১২, ২৪ বা ৩৬ বর্ষে আসা দূরে থাক আজ পর্য্যন্ত কখনও আসে নাই। যদি এই যোগ পূর্ব্বে কখনও আসিত তবে তখন হইতেই সত্যযুগ আরম্ভ হইত। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সত্যযুগ আসে নাই। এরূপ যোগ আসা সত্ত্বেও আসে নাই,—তখন ভাগবতে ব্যাসের এই শ্লোক মিথ্যা মানিতে হইবে। কিন্তু ব্যাসের প্রমাণ মিথ্যা হইতে পারে না, সুতরাং যাঁহারা অনুরূপ বলেন সেই সব পণ্ডিতদেরই ভুল বলিতে হইবে।

কলিযুগের আরম্ভের ৪০০ বর্ষের সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর ৪০০০ বৎসরের কলিযুগও এখন হইতে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে এখন ৪০০ বৎসরের সন্ধ্যাংশ চলিতেছে, ইহার সংবৎ ২০০০এ সমাপ্ত হইবে। কলিযুগের বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে ভক্তি, ইহা কলিযুগে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহাতে রামানুজ, নিম্বার্ক, গোষ্ঠি, পূর্ণ, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি শত শত পরমভক্ত জন্মিয়াছিলেন। যেহেতু **সন্ধ্যাংশে এক ধর্ম্ম থাকে না**, এই জন্যই অনেক বিভিন্ন মত মতান্তর উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা কলিযুগেরই সন্ধ্যাংশ সুতরাং ভক্তি দ্বারা এখনও মানুষের কল্যাণ হইবে।

কলিযুগের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই যোগ আসে নাই, তবে কতকটা এইরূপ যোগ ১৯৭৬ এ আসিয়াছিল, তখন শ্রাবণ অমাবস্যাতে পুষ্যা নক্ষত্র ছিল এবং কর্কট রাশিতে সূর্য্য এবং বৃহস্পতি ছিল, তৃতীয় চরণে সূর্য্য ছিল; পুষ্যার প্রথম চরণে বৃহস্পতি ছিল এবং তৃতীয় চরণে সূর্য্য এবং চন্দ্র ছিল; কিন্তু বৃহস্পতি প্রথম চরণেই ছিল এই জন্য ভাগবতের যোগ পূর্ণ হয় নাই। **শ্রাবণ অমাবস্যা বিক্রম সংবৎ ২০০০এ এই তিন গ্রহই কর্কট রাশিতে এবং পুষ্যা নক্ষত্রের চতুর্থ চরণে আসিবে, এই জন্য উহাই পূর্ণযোগ হইবে** এবং তখন হইতেই কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে।

সৃষ্টি সংবৎ

আজকাল যে সৃষ্টি সংবৎ ৪৫১০০০০০০০০ বৎসর লেখা হয় উহা ভূল। ঠিক হিসাব এইরূপ—মনুস্মৃতি অধ্যায় ১ শ্লোক ৬৯ হইতে ৭২ এ লেখা আছে (আমরা এই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি) যে চারযুগ ১২০০০ বর্ষের হয় ইহা দেবতাদের এক যুগের সমান, আর দেবতাদের এইরূপ হাজার যুগের সমান ব্রহ্মার একদিন, ইহাই সৃষ্টির অবধি। এখন ১২০০০কে ১০০০ দিয়া গুণ করিলে এককোটি বিশলক্ষ বৎসর হয়, ইহাই সৃষ্টি সংবৎ। পণ্ডিতেরা ভুল করিয়া ইহাকে অর্ব্বুদ বর্ষের লিখিয়াছেন। অর্দ্ধেকের কিছু বেশী সৃষ্টি অতীত হইয়াছে এবং অর্দ্ধেকের কম বাকী আছে। ইহা ১২০০০০০০

বৎসর, ইহাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া দিন করিলে ৪ অর্ব্বুদ ৩২ ক্রোড় হয় কিন্তু ইহা দিন, বর্ষ নহে। আজকাল ইহাকে ভুলক্রমে বর্ষ মনে করা হয়।

কলিযুগে কি কি হইবে

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ১ শ্লোকে ১ হইতে ৩৯ পর্য্যন্ত তুরস্ক, গুরুণ্ড, মৌন, শুংগ আদির বর্ণনা করিয়া ৪০ শ্লোকে ব্যাস মুনি লিখিয়াছেন :—

"তুল্য কালা ইমে রাজন"

"হে রাজা! এই সব রাজা একই সময়ে হইবে" অর্থাৎ এই সব রাজারা একই সময়ে হইবেন বলা হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া বলেন যে এখনও ভাগবতে লিখিত রাজাদের রাজ্য হইবে তাহার পর কলিযুগ সমাপ্ত হইবে—ইহা উহাদের মূর্খতা।

ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ১ শ্লোক ৩০শে লেখা আছে যে দশজন গুরুণ্ড রাজা হইবেন। প্রায় পণ্ডিতই দশ গুরুণ্ডকেই রাণী ভিক্টোরিয়া হইতে গণনা করেন—ইহা উহাদের ভারি ভুল। সংস্কৃতে ইংরেজ জাতিকে গুরুণ্ড বলে। গুরুণ্ড জাতির বংশক্রম সুফিয়ার পুত্র প্রথম জর্জ্জ (George I of England

and Elector of Hanover) হইতে সন ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার গণনা এইরূপ হইবে—

(১) প্রথম জর্জ্জ	১৭১৪ খৃষ্টাব্দ	হইতে	১৭২৭	পর্য্যন্ত।
(২) দ্বিতীয় ,,	১৭২৭ ,,	,,	১৭৬০	,,
(৩) তৃতীয় ,,	১৭৬০ ,,	,,	১৮২০	,,
(৪) চতুর্থ ,,	১৮২০ ,,	,,	১৮৩০	,,
(৫) ,, উইলিয়ম	১৮৩০ ,,	,,	১৮৮৭	,,
(৬) রাণী ভিক্টোরিয়া	১৮৩৭ ,,	,,	১৯০১	,,
(৭) সপ্তম এডওয়ার্ড	১৯০১ ,,	,,	১৯১০	,,
(৮) পঞ্চম জর্জ্জ	১৯১০ ,,	,,	১৯৩৫	,,
(৯) অষ্টম এডওয়ার্ড	১৯৩৫ ,,	,,	১৯৩৬	,,
(১০) ষষ্ঠ জর্জ্জ	১৯৩৬ ,,	,,	রাজত্ব করিতেছেন	

ইনিই দশম গুরুণ্ড। এই সম্রাটের সংখ্যা ইংলণ্ডের ইতিহাসে সন সহিত দেওয়া আছে এবং এই সংখ্যাই মহর্ষি ব্যাসের ভাগবতে আছে। এবং বর্ত্তমান পৃথিবীতে এই সম্রাট্ এক প্রসিদ্ধ মহারাজ হইবেন। **যে আসন্ন মহাযুদ্ধের বর্ণন চেতাবনীতে করা হইয়াছে সেই যুদ্ধের অন্তে ইংরেজ সম্রাটের বিশেষরূপ বিজয় হইবে।** ঐ বর্ষে লণ্ডনের উপর মহা বিপদ আসিবে, জল হইতে বড়ই আশঙ্কার বিষয় হইবে। ঐ সময় বর্ত্তমান জগতের বহু রাজা থাকিবে না। জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী, তুর্ক, আমেরিকা প্রভৃতি বহু দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আরব দেশের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইবে। কয়েক

স্থানে সমুদ্রের প্লাবন হইবে ইত্যাদি বহু ঘটনা শীঘ্রই ঘটিবে। ইহার পর কল্কি ভগবানের কৃপায় সমস্ত দেশে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইবে।* এইজন্য সকলেরই শান্তিতে থাকিয়া এখন হইতে ভগবানে ভক্তি আরম্ভ করা উচিত।

৺পরমহংস ১০৮ স্বামী রাজনারায়ণ ষটশাস্ত্রী
গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)।
ফাজিলকা (পাঞ্জাব)।

নোট—আমার চেতাবনী অনুসারে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরাও লিখিয়াছেন। আমার চেতাবনী লিখিবার পর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে আমি ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের বিচারও দিয়াছি এবং ঐ বিচার আমার বিচারের সহিত মিলিয়াছে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে হইবেও এইরূপ।

এখন ভাগবতে যে সব কলিযুগ ঘটিবার বিষয় লেখা আছে আমি তাহার অনুবাদ লিখিতেছি—

ভাগবত ১২।২। শ্লোক ১ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত

প্রবল কলিযুগের প্রভাবে দিনে দিনে ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মরণশক্তি ধীরে ধীরে নাশপ্রাপ্ত

---

*ভগবান কল্কি দেশে কি প্রকারে শান্তি স্থাপন করিবেন এবং কোথায় ২ ঘোর যুদ্ধ করিবেন তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবান কল্কির জীবন চরিত বা 'কল্কি রামায়ণ'এ পড়ুন। মূল্য বাংলা সংস্করণ ॥০ আনা ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

হইবে। ১। কলিতে অর্থ-ই মানুষের জন্ম, আচার ও গুণের উন্নতির কারণ হইবে। অর্থ দ্বারাই ধর্ম্ম এবং ন্যায়ের সাধন হইবে। ২। পরস্পর প্রীতিই স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের কারণ হইবে, কুল, গোত্র প্রভৃতি কেহই বিচার করিবে না। বেচা কেনাতে অনেক কপটতা হইবে। কামচর্চ্চার অধিকার স্ত্রী পুরুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দিবে, কুল বা আচারের দিকে কেহই দৃষ্টি দিবে না। একমাত্র যজ্ঞোপবীতই ব্রাহ্মণের চিহ্ন রহিবে। দণ্ড এবং মৃগচর্ম্ম প্রভৃতিই সন্ন্যাসীর চিহ্ন রহিবে, আচারের দিকে কেহই দৃষ্টি দিবে না। অর্থ না ব্যয় করিতে পারিলে ন্যায় বিচার পাওয়া যাইবে না। চঞ্চল এবং বাক্যবাগীশেরাই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবেন। গরিবেরা নীচ গণ্য হইবে, ঠাটবাট যাহারা রাখিবে তাহারাই সাধু বলিয়া গণ্য হইবে। পরস্পর স্বীকৃত হইলেই বিবাহ হইবে, স্নান করা কেহ পছন্দ করিবে না। ৫। দূরের জলাশয়কে লোকে তীর্থ মনে করিবে; গুরু, পিতা, প্রভৃতিতে কেহই মানিবে না। অনেক প্রকারের কেশ মস্তকে রাখাই সৌন্দর্য্য মনে করিবে। নিজের পেট ভরানোই বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় হইবে, বাগাড়ম্বর সত্যবাদিতা বলিয়া গণ্য হইবে। ৬। কুটুম্ব পালন চতুরতা মনে করিবে এবং নিজের কীর্ত্তির জন্যই লোকে ধর্ম্ম আচরণ করিবে। এই প্রকারে পৃথিবী দুষ্ট লোকে ভরিয়া গেলে। ৭। যে কেহ বলবান হইবে সেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ লোলুপ ও নিষ্ঠুর রাজারা আপনার প্রজাদের অর্থ এং স্ত্রী হরণ করিয়া লইবে। যে সব লোক এইরূপে লুণ্ঠিত হইবে তাহারা নিজদেশ ত্যাগ

করিয়া অন্যদেশে যাইবে এবং সেখানে বিবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ৮, ৯। লোকেরা অনাবৃষ্টি অতিরিক্ত রাজকর এবং পরস্পর ঝগড়া বশতঃ নাশপ্রাপ্ত হইবে। ১০। অনেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং বহুরোগ ও চিন্তা বশতঃ পীড়াগ্রস্থ হইবে। কলিতে মানুষের আয়ু গড়ে ২০ হইতে ৩ বৎসরের হইবে। ১১। লোকদিগের দেহ খর্ব্ব হইবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাইবে। ১২। লোকেরা নাস্তিক হইবে, রাজগণ নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং লোকে অকারণে মিথ্যা বলিবে। ১৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ শূদ্রের সমান হইয়া যাইবে, গরু ছোট ছোট হইবে, সন্ন্যাসী ও সাধুরা গৃহস্থের মত রহিবে। স্ত্রীর পিতা ভ্রাতাই নিকট আত্মীয় বলিয়া গণ্য হইবে। ১৪। গুল্মাদি ছোট ছোট হইবে, বৃক্ষাদি ক্ষুদ্র হইবে, মেঘে সামান্য বৃষ্টি এবং বেশী বিদ্যুৎ চমক হইবে, কেহই অতিথি সেবা করিবে না। ১৫।

এই যে সব কথা কলিযুগে ঘটিবে বলিয়া ব্যাস লিখিয়াছিলেন এ সব ইতিপূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩০ হইতে কলিযুগে ঘটিবে এইরূপ অন্যান্য কথার যে বর্ণনা আছে নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি—

লোকেরা দুর্ব্বুদ্ধি, ভাগ্যহীন, অতিভোজী ও দরিদ্র হইয়া বিষয় ভোগে মগ্ন রহিবে। **স্ত্রীরা ব্যাভিচারিণী ও দুষ্টা হইবে।** ৩১। দেশে চোর অনেক হইবে, পাষণ্ড লোকেরা

বেদ দূষিত করিবে অর্থাৎ উহার মধ্যে অন্য কথা মিশাইবে। ব্রাহ্মণেরা কেবল ভোজন ও ভোগ তৎপর হইবে। ৩২। ব্রহ্মচারীরা আচার ভ্রষ্ট হইবে, গৃহস্থ লোকেরাও ভিক্ষা করিবে সাধুরা বন ছাড়িয়া লোকালয়ে থাকিবে, সন্ন্যাসীরা অর্থ লোভী হইবে। ৩৩। **স্ত্রীলোকেরা প্রবঞ্চক, অতিভোজী বহু-সন্তানবতী, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর এবং কলহ ও ছলনাপ্রিয়া হইবে** ৩৪। ব্যবসায়ীরা প্রবঞ্চনা করিবে, লোকেরা দায়ে না ঠেকিলেও কুকর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা পছন্দ করিবে। ৩৫। চাকরেরা উত্তম কিন্তু দরিদ্র প্রভুকে ত্যাগ করিবে, প্রভুরাও পুরাতন চাকর তাড়াইয়া দিবে ও দুধ বন্ধ হইলে গাভীকে ত্যাগ করিবে। ৩৬। স্ত্রৈন লোকেরা মাতাপিতাকে ত্যাগ করিবে ও স্ত্রীর আত্মীয়দিগকে আপন জানিবে। ৩৭। নীচ লোকেরা তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া দান লইবে এবং ধর্ম্মজ্ঞানহীন পণ্ডিতেরা উচ্চাসনে বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিবে। ৩৮। একদিকে বর্ষার অভাববশতঃ অকাল অন্যদিকে রাজকর অতিরিক্ত দিতে হইবে, ফলে কষ্টে পড়িয়া প্রজাদের আকৃতি পিশাচের ন্যায় হইবে। ৩৯, ৪০। কলিতে লোকেরা সামান্য অর্থের জন্যও স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুতা করিবে এবং সঙ্গীদিগকে না মারিতে পারিলে আত্মহত্যা করিবে। ৪১। বিষয় ভোগ এবং উদর পূর্ত্তির জন্য লোকেরা নিজের মাতা, পিতা, পুত্রকেও ত্যাগ করিবে। ৪২। **কলিযুগে বেদের বিরুদ্ধে চলিয়া লোকেরা পরমগুরু অচ্যুত ভগবানেরও**

পূজা করিবে না যাঁহাকে ত্রিলোক-স্বামী ব্রহ্মাও সর্ব্বদা ধ্যান ও নমস্কার করিতেছেন। ৪৩।

এই সব কথাও পূর্ণ হইয়াছে, কিছুই বাকী নাই, ইহা হইতেও বুঝা উচিত যে কলির শেষ হইয়াছে, কল্কিপুরাণে লেখা আছে যে কলির শেষে নদী সকল কিনারাতেই বহিবে। ইহা কলির শেষ হইবার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে গঙ্গা প্রভৃতি সমস্তই নদীই সব জায়গা ছাড়িয়া কিনারাতেই বহিতেছে।

অন্য চিহ্ন

যুগ পরিবর্ত্তনের সময় অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে এখনও সেইরূপ হইতেছে। কয়েক স্থানে রক্তের বৃষ্টি হইয়াছে, পাথরের বৃষ্টি হইয়াছে; এলাহাবাদে দুইবার প্রাতঃকালে সূর্য্যকে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে এবং তখন উহার মধ্য হইতে ধূম বাহির হইয়াছে; বিহারে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে, কোয়েটায় ভূমিকম্পে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তুর্কিতে প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, কয়েকবার প্রবল বন্যা হইয়াছে পাপকর্ম্ম সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভ্রাতা ভগ্নী ও পিতা পুত্রীতে পর্য্যন্তও ব্যভিচার হইতেছে।

ভুল ধর্ম্মকর্ম্ম

ভাগবতে লেখা আছে যে কলিতে ধর্ম্মকর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত

হইবে। ইহাতেও বুঝা যায় যে আজকাল ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে। ইহাও লেখা আছে যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান হইবে— **"বিপ্রাঃ কুমার্গে গতা"**, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও বিপরীত পথে চলিবে। আজকাল বিদ্বান ব্রাহ্মণের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে বলিয়াই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যাদি হইতেছে। যেরূপ মৃত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা উচিৎ কিন্তু পণ্ডিতেরা বিপরীত কাজ করিতেছেন, কারণ যাঁহারা মৃত্যুর পরে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন তাঁহাদেরও শ্রাদ্ধ করা হইতেছে কিন্তু ইহা বেদ বিরুদ্ধ। শ্রাদ্ধ কেবলমাত্র "পিতর"দিগেরই করা উচিত। "পিতর" তাঁহাদিগের বলে যাঁহারা সারাজীবন বড় বড় যজ্ঞ করেন, দান করেন, কূপ, জলাশয়, ধর্ম্মশালা এবং বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরোপকার করেন এবং জপ, তপ, যোগ প্রভৃতি কাজে জীবন ব্যয় করেন; এইরূপ লোকেরা জগতে প্রসিদ্ধ হয়েন এবং মৃত্যুর পরে পিতৃযান মার্গে পরলোক যাত্রা করেন ও ইহাদিগকে পিতর বলা হয়। শ্রাদ্ধ কেবলমাত্র ইহাদেরই হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫। ১০—৩—৪ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬। ২ ১৬ দেখুন। গীতাতেও ইহার বর্ণনা আছে যে মানুষেরা মৃত্যুর পরে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মলাভ করে, উহাদের শ্রাদ্ধ হয় না কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা তাহাদেরও শ্রাদ্ধ করেন। যদি তাহাদের জন্য দান করেন তবে তাহার ফল উহাদের অবশ্য পৌঁছে কিন্তু ইহা করিবার জন্য কোন পণ্ডিতের আবশ্যকতা নাই। কতক পণ্ডিত একথা জানেন কিন্তু এই প্রচলিত বিপরীত প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাহেন না।

এইরূপ লোকেরাই সারা ব্রাহ্মণ জাতির দুর্ণাম এবং হিন্দুজাতির নাশ করিয়াছেন কিন্তু এখন এই ব্রাহ্মণ জাতিতেই কল্কি ভগবান অবতার লইয়াছেন, তিনি ধর্ম্মের সম্পূর্ণ মর্যাদা ঠিক করিয়া দিবেন এবং সত্যযুগ আসিতেই ব্রহ্মাণরূপ ধারণ করিয়া জগতের উদ্ধার করিবেন। ভাগবতে এবং কল্কিপুরাণ অনুসারে কলিযুগে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে। দেবী ভাগবতে ত এতদূর লেখা আছে—

"যে পুর্ব্বে রাক্ষসঃ রাজন তে কলৌ ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"
"যাহারা গত (দ্বাপর) যুগে রাক্ষস ছিল তাহারা কলিতে ব্রাহ্মণ হইবে।"

কিন্তু কলিযুগে একজন দুইজন খাঁটি ব্রাহ্মণও হইবেন কারণ বীজ নষ্ট হয় না। উহাদিগকে চিনিবার সঙ্কেত কল্কি পুরাণে আছে—"ঐ ব্রাহ্মণেরা পরমভক্ত, তপস্বী ও সত্যবাদী হইবেন; অন্যেরা কলিযুগী ব্রাহ্মণ হইবে। এইরূপ কতিপয় সৎব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা শ্রীপণ্ডিত বিষ্ণুযশ মহাশয়ের ঘরে জগৎস্বামী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কল্কি অবতার হইয়াছেন, এখন পুনরায় ব্রাহ্মণজাতি উন্নত হইবে।

শ্রাদ্ধে হোম হয়, পিণ্ডদান করা হয়, পিতৃরদিগকে স্বর্গ হইতে ডাকা হয়, উহারা সূর্য্যকিরণের সহিত আসেন; উহাদের কৃপায় সন্তান জন্মে, ধনবৃদ্ধি হয়, পরে ব্রাহ্মণ ভোজ হয়। কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মণেরা আপনাদের পানভোজনের ব্যবস্থা

করিয়াছেন এবং প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই করাইতেছেন। এই রূপ মূর্ত্তিপূজাও * নিয়মানুযায়ী নহে, অন্যান্য সমুদয় কর্ম্মকাণ্ডও বিপরীত হইতেছে। এই জন্যই ত' কাহারও সফলতা হয় না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কাহারও ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক আমি ধর্ম্ম এবং হিন্দুজাতির মঙ্গলের জন্য নির্ভয়ে সব কথা স্পষ্ট লিখিতেছি।

শ্রীকল্কি অবতারের জন্মলগ্ন

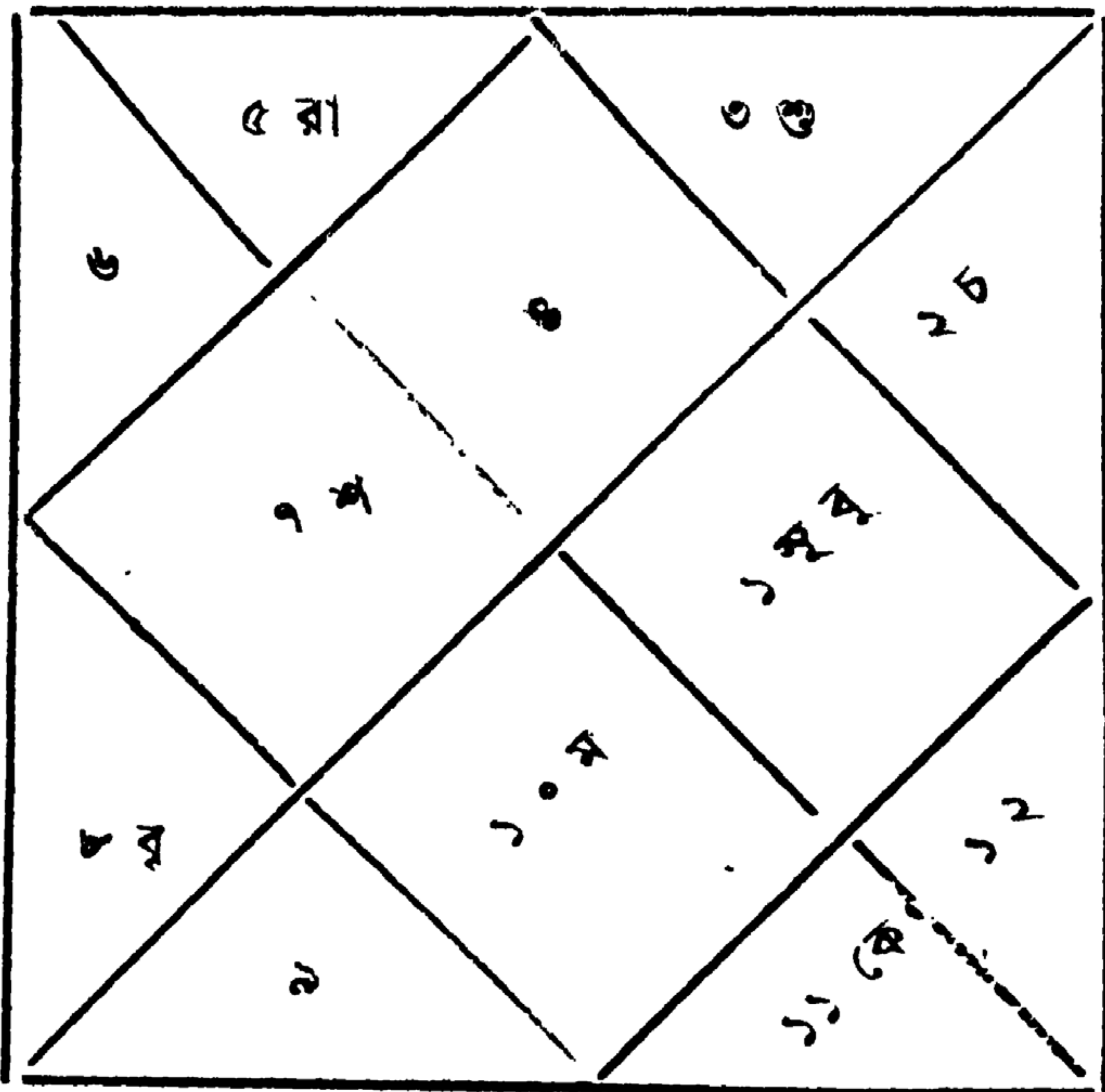
শ্রীশুভ সংবৎ ১৯৮১ বিক্রম বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে তিথৌ দ্বিতীয়াং সোমবাসরে কৃত্তিকাভেঃ তং সং ৫ শোভন যোগ ৫১।২৩ শ্রীসূর্য্যোদয়াদিষ্টম্ ১৪।১৫ মেষার্ক গতাংশঃ। ২৩ শ্রীবিষ্ণু বিংশতি ধাতু সম্বৎসরে সূর্য্য উত্তরায়ণেবসন্তঋতু।

পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব ভগবান কৃষ্ণই কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ কূলভূষণ মহাত্মা পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুযশ মহাশয়ের বাড়ীতে সুমতী দেবীর গর্ভে শম্ভল গ্রামে হইয়াছে। তাঁহাকে পরশুরাম ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছেন

* মূর্ত্তিপূজার সঠিক বিধি জানিবার জন্য 'ভক্তিসার' পড়ুন। মূল্য বাংলা সংস্করণ ॥০ আনা মাত্র।

(চেতাবনীতে যে ম্যাপ দেওয়া আছে তাহা হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বত পাওয়া যাইতে পারে) সেখানে কোন মনুষ্য যাইতে পারে না। ভগবান সম্বৎ ১৯৯৮এ সব প্রাচীন ঋষি এবং মহর্ষিদের সহিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে প্রকট হইবেন। পরে মগধ, বিহার, হরিদ্বার, দিল্লী ও মথুরায় আসিবেন। মথুরাতে কিছু সময় থাকিবেন পরে সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরিবেন এবং পাঞ্জাব ও পারস্য দেশ হইয়া পশ্চিমে যাইবেন।

শ্রীজন্মকুণ্ডলীয়ম্



নমো নমঃ

প্রয়োজনীয় কথা

কল্কিপুরাণের প্রথমাংশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্লোক ১৫ তে ভগবানের জন্ম বৈশাখ শুক্ল দ্বাদশী (১২) তে হইবে লেখা আছে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দ্বিতীয়াতে (২) হইবে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। আমি যখন কল্কিপুরাণে এই কথা পড়ি তখন আমি তিনবার যোগাভ্যাস করিয়া অনুভব করি এবং আমি দ্বিতীয়াতেই জন্ম হইবে বলিয়া জ্ঞাত হই। এই জন্যই আমি দ্বিতীয়াই মানিয়া লইয়াছি। জন্মলগ্নে বিশেষ যোগ পড়িয়াছে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ রণবীর জ্যোতিষ মহানিবন্ধে আছে যে—

ত্রিকোণেসিতবা দেবেড্য সৌচ্চেকেন্দ্র গতেকুজঃ।
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগো যমাবতারজঃ॥

অর্থ—

ত্রিকোণে শুক্র বা বৃহস্পতি হইবে, কেন্দ্রে উচ্চের শনি হইবে ও চরলগ্নে জন্ম হইবে—তাহা হইলে এইরূপ যোগে অবতারের জন্ম হইয়া থাকে।

এই যোগ পূর্ণভাবে কুণ্ডলীতে পড়িয়াছে। কর্কট লগ্নকে চর লগ্ন বলে। ত্রিকোণ (পঞ্চাঙ্গ ঘরে) বৃহস্পতি আছে, কেন্দ্রে (চতুর্থ ঘরে) উচ্চে শনি আছে আর এই যোগের চেয়েও বিশেষ কথা এই যে কুণ্ডলীতে সূর্য্য, মঙ্গল এবং চন্দ্রও উচ্চ স্থানে আছে।

ভুল পঞ্চাঙ্গ সমূহে ভুলকথা লেখা আছে…যেমন সত্যযুগে মৎস ও কুর্ম্ম অবতারের কথা। এই অবতার গত সত্যযুগে হয় নাই কিন্তু ২৮ চতুর্যুগ পূর্ব্বে যখন বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হইয়াছিল তখন এই অবতার হইয়াছিল। ,এইরূপ সত্যযুগের একলক্ষ বর্ষ স্থিতিকাল লেখাও কল্পনা মাত্র। মনুস্মৃতি ১।৮।৩ এ লেখা আছে।

অরোগ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষং শতায়ুশঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষ, হেষামায়ু হ্রসতি পাদশঃ॥

অর্থ-

সত্যযুগে সব লোক রোগহীন হয়, উহাদের সব মনস্কাম পূর্ণ হয়, আয়ু চারশত বৎসর হয়, পরে ত্রেতাদি যুগে এক এক পাদ আয়ু কম হইতে থাকে।

অর্থৎ সত্যযুগে আয়ু ৪০০ বর্ষ, ত্রেতায় ৩০০, দ্বাপরে ২০০ ও কলিযুগে ১০০ বর্ষ হয় কিন্তু ইহা পূর্ণায়ু, সমস্ত লোকের এই আয়ু হয় না। কলিযুগের পূর্ণায়ু ১০০ বর্ষ বটে কিন্তু সমস্ত লোকের এত আয়ু হয় না। শাস্ত্রে সত্যযুগে মানুষের পূর্ণায়ু ৪০০ বর্ষ লেখা আছে। কিন্তু পঞ্চাঙ্গে পণ্ডিতেরা এই আয়ু এক লক্ষ বর্ষ লিখিয়াছেন। এইরূপ অজ্ঞান লোকেরা জ্ঞানের অভাববশতঃ, বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণেও নানা ভুলকথা লিখিয়াছে।



যদি ভগবানের জন্ম বর্ত্তমান কল্কি পুরাণ অনুসারে দ্বাদশী লওয়া হয় তাহা হইলেও উপরিলিখিত যোগ পূর্ণ হয়। আমার মতে যেরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ কয়েকটি শব্দ পণ্ডিতেরা ভুল ক্রমে বদল করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ খুব সম্ভব 'দ্বিতীয়ায়াং' এবং যায়গায় 'দ্বাদশ্যাং' করিয়াছেন। এই দুই শব্দেই ছন্দরক্ষা হয়। আমি আমার চারবারের প্রত্যক্ষ অনুভবকে সত্য জানিয়া 'দ্বিতীয়ায়াং'কেই ঠিক মনে করি।

কল্কি ভগবানের রং ভগবান কৃষ্ণেরই মত। তাঁহার শ্বেত রংএর ঘোড়ার নাম দেবদত্ত, উহা আকাশেও ভ্রমণ করিতে পারিবে। তাঁহার শরীর খুব বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট হইবে।

শম্ভল কোথায় আছে

শম্ভল সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মধ্যে খুব ভ্রম চলিতেছে। পুরাণের টীকাতে পণ্ডিতেরা ইহাকে জিলা মোরাদাবাদের মধ্যে লিখিতেছেন। যদিও প্রাচীন পুস্তকে জিলা মোরাদাবাদ কোথাও নাই তবুও পণ্ডিতেরা জিলা মোরাদাবাদ দেখিতে পাইলেন। যখন ভগবান ব্যাসের সময়ে লেখা হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষে কোথাও জেলা তহশীল প্রভৃতি ছিল না। এইরূপ জিলার বিভাগ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টই করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। পুস্তকে যে এসিয়ার ম্যাপ আছে তাহাতে

দেখুন গোবির প্রসিদ্ধ মরুভূমি চীনের উত্তরে আছে, উহার নীচে লিয়াউটং খাড়ি আছে, পূর্ব্বদিকে কোরিয়া আছে পূর্ব্ব এবং উত্তরে মাঞ্চুরিয়া আছে। ঐখানে শম্ভল আছে যেখানে ভক্তবৎসল কল্কি অবতারের জন্ম হইয়াছে।

ঐখানে পূর্ব্বে চারিদিকে সমুদ্র এবং পাহাড় ছিল কিন্তু এখন মরুভূমি হইয়াছে। এই বালির পাহাড় হাওয়াতে উড়িয়া অন্যান্য স্থানে আসিয়া থাকে। বাহিরের কোন লোক ঐখানে যাইতে পারে না, উহার দক্ষিণ দিকে চীনদেশ।

এই শম্ভলকে বৈবস্বত মনু বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরের প্রথমে সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রথমে গোবী সমুদ্রের তীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তীরের অন্যদিকে ইহা অপেক্ষা অধিক বসতি হইয়াছিল। ইহার পরে গোবাতে শম্ভল নামীয় সহর বসানো হইয়াছিল। ঐখানে কোন কোন পর্ব্বত বিশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং নীচ পাহাড়ের মধ্যে বড় বড় ঘাটি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমুদয় স্থানকে শম্ভল বলা হইত। ডাক্তার এনি বেসেণ্ট এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র সনকসন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন ঐ শম্ভলে থাকেন। বর্ত্তমানে বৈবস্বত মনু, দেবাপি, মরু, মহর্ষি ভৃগু ও কয়েকজন অন্য ঋষিও ঐখানে থাকেন। প্রত্যেক সপ্তম বর্ষে মহর্ষি প্রভৃতি একত্র হইয়া থাকেন, উঁহাদের মধ্যে শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ হইয়া থাকে। সুইডেনের অধিবাসী Sir Sven Hedin ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেখানে গিয়াছিলেন তারপর

আর কেহ সেখানে যায় নাই। তাঁহার সব সঙ্গীরা বালির ঝড়ে মারা গিয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উপরের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। উহা ছাপানো পুস্তক আকারে পাওয়া যায়।

শম্ভল সম্ভল নহে

কল্কি পুরাণে লেখা আছে যে শম্ভল সাত যোজন অর্থাৎ ১৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে কিন্তু মোরাদাবাদ জেলার সম্ভল এক ক্রোশ ব্যাপীও নহে। এই কারণে যে শম্ভলে শ্রীভগবান কল্কির জন্ম হইয়াছে উহা গোবী মঙ্গোলিয়ার শম্ভল— এসিয়ার ম্যাপ দেখুন। মোরাদাবাদ জেলার গণ্ডগ্রাম সম্ভল, ইহা শম্ভল নহে পণ্ডিতেরা নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ এবিষয়েও গল্প রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে ভগবানের জন্ম হইবামাত্রই ব্রহ্মার আজ্ঞায় পরশুরাম মাতাপিতা সহিত তাঁহাকে মহেন্দ্র পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছেন। পঞ্জাঙ্গে কল্কি অবতারের জন্ম শ্রাবণ মাসে হইবে লেখা আছে। ইহাও ভুল। উক্ত পুরাণে ভগবানের জন্ম বৈশাখ মাসে হইবে লেখা আছে। এইরূপ পণ্ডিতেরা বড়ই গোলযোগ করিয়া রাখিয়াছেন।

কল্কি পুরাণের প্রমাণ

কল্কি পুরাণ প্রথমাংশ প্রথম অধ্যায়ে কলিযুগে কি কি হইবে লেখা আছে। সে সব কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পূর্ব্বে

দেওয়া হইয়াছে উহা ছাড়া যাহা আছে নীম্নে লিখিতেছি। স্থানাভাবে শ্লোকগুলি দিতে পারিলাম না কিন্তু তাহাদের সঠিক অর্থ দিতেছি।

"কলিযুগের সন্তান নিরয় আপনার ভগ্নী যাতনার গর্ভে কয়েক সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল, এইরূপে কলিতে অনেক ধর্ম্মনিন্দুকের জন্ম হইয়াছিল। ২১। এই সব দুরাচারী মাতাপিতাদ্বেষী লোকেরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদশাস্ত্র-বিমুখ, দরিদ্র এবং শূদ্রের দাস হইয়াছিল। ১৪। এইরূপ ব্রাহ্মণেরা কুতর্কী, অহঙ্কারী, ধর্ম্ম, বেদ, মাংস, মদ্যবিক্রেতা, ব্যাভিচারী ও ক্রুর হইবে; এই সব মূর্খেরা পাপী এবং মঠ-নিবাসী হইয়া কলির অনুচর হইবে। ১৫, ১৬, ১৭। এই সব বিবাদপ্রিয়, কেশের শোভনকারী, সুদখোর ব্রাহ্মণেরা কলিযুগে পূজ্য হইবে, লোকেরা গুরুজনের নিন্দা করিবে, সাধুরা পাষণ্ড হইবে। ১৯।

কলিযুগে এইরূপ যাহা যাহা হইবে তাহা লিখিবার পর লেখা আছে যে **পৃথিবীতে শস্য কম হইবে এবং নদীগুলি কিনারায় বহিবে.** স্ত্রীলোকেরা অশ্লীলভাষী হইবে, ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালদের ঘরে পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে, বিধবার সংখ্যা বেশী হইবে, বৃষ্টি কম হইবে, রাজা প্রজার রক্ত শোষণ করিবে। ৩৩, ৩৪, ৩৫। কলির শেষের এই সব কথা ঠিকই হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জাহীনা হইয়াছে। এবং ইহা এক স্পষ্ট

প্রমাণ যে নদীগুলিও কিনারায় বহিতেছে। কয়েক বর্ষ হইতে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নিজের স্থান ছাড়িয়া কিনারাতেই বহিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ্লোকে আছে—

"নদী তীরেহবরো পিত।"

পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে যে কলিতে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মকর্ম্মহীন এবং ভোগপরায়ণ হইবে। ৬৪। ইহাও ঠিক দেখা যাইতেছে। কিন্তু কিছু ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবেন, কারণ বীজ নাশপ্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণের চিহ্ন এইরূপ লেখা আছে—

আচারপরায়ণ, সত্যবাদী, ধীর, ধর্ম্মাত্মা, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া সংস্কারকে রক্ষা করিবেন। ৪৩। এ কথাও দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রয় করিতেছে, মাংস বিক্রয় করিতেছে ও মাসিক বেতন লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ধর্ম্মও বিক্রয় করিতেছে।

কল্কি পুরাণের তৃতীয়াংশের ৪র্থ অধ্যায়ে আছে যে যখন ভগবান কল্কির সহিত মরুর সাক্ষাৎ হইবে তখন তিনি নিজের সূর্য্যবংশের বৃত্তান্ত শুনাইবেন ও কহিবেন যে তিনি ভগবান রামচন্দ্রের বংশজাত এবং ঐ বংশের শীঘ্র নামী রাজার পুত্র। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে—

কলাপ গ্রাম ম'সাদ্য বিদ্ধি সন্তপসি স্থিতম্।
তব বক্তারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎসত্যবতী সুতাৎ ॥

অর্থ—

এ যাবৎ পর্য্যন্ত আমি কলাপ গ্রামে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছি, সত্যবতীর পুত্র ব্যাসের নিকট আমি আপনার অবতারের বৃত্তান্ত শুনিয়া—

প্রতীক্ষকাল লক্ষাব্দং কলেঃ প্রাপ্তস্তবান্তিকম্
জন্ম কোট্যং ঘসাং রাশের্নাশনং ধর্ম্ম শাসনম্
যশঃ কীর্ত্তিকরং সর্বকামপুরং পরাত্মানঃ ॥৬

অর্থ—

আমি কলিযুগে একলক্ষ বর্ষ আপনার প্রতীক্ষা করিয়া আজ আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনি পরমাত্মা, আপনার নিকটে আসিলে কোটি জন্মের পাপরাশি নাশ হয় ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।

এখন বিবেচনার বিষয় হইতেছে এই যে ভগবান রাম ত্রেতাযুগে ছিলেন এবং মরুর জন্মও তখনই হইয়াছিল। আজকালকার পণ্ডিতদের ভুল হিসাব অনুসারে গত দ্বাপরের ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বর্ষ গত হইয়া কলিযুগের ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ গত হইবার পর ভগবান কল্কি আসিবেন। এই প্রকারে কল্কির জন্ম হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১২১৬০০০ বর্ষ হওয়া দরকার কিন্তু মরু বলিতেছেন যে "আমি একলক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছি"—ইহা হইতে বুঝা যায় যে উপরের কয়েক লক্ষ বর্ষের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মরু ব্যাসের নিকট কল্কি অবতারের কথা শুনিয়াছেন সুতরাং ব্যাসের আজ পর্য্যন্ত মাত্র

৫ হাজার বর্ষ হয়। ব্যাস দ্বাপরের সমাপ্তির সময় ছিলেন যদি তখন হইতে কলিযুগের শেষে কল্কি আসিবেন ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ঐ ৪৩২০০০ বর্ষ হয়, এখন আবার এক লক্ষ বর্ষের কি প্রয়োজন হইতেছে। ইহার অর্থও এইরূপ যে ইহা সূর্য্যবর্ষ যাহাকে দিন বলে কলিতে এখন হইতে ৩৯৭ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ও তখন হইতে কলির সন্ধ্যাংশ চলিতেছে, ইহা ২০০০ সম্বতে সমাপ্ত হইয়া যাইবে। কল্কি আসিবার সময় কলিযুগের শেষ, মরু ইহার ১ লক্ষ বর্ষ অর্থাৎ একলক্ষ দিন অর্থাৎ ২৭৭ বর্ষ ৯ মাস ১০ দিন পূর্ব্বে ইহতে কল্কি ভগবানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি ব্যাসের নিকট শুনিয়াছেন, ব্যাসের ৫০০০ বর্ষ হইয়াছিল এবং উহার পর ভগবানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইল যে মরু কলির সমাপ্তি হইতেই ২৭৭ বর্ষ ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবেন, তখন ভগবান কল্কির দেখা পাইবেন। আমাদের নির্ভুল শাস্ত্রীয় বিচারে মরুকে ভগবান কল্কি বিক্রম সম্বং ১৯৯৯তে দেখা দিবেন। কল্কি পুরাণের এই প্রমাণ এত প্রবল যে ইহা হইতেই কলিযুগের কয়েক লক্ষ বর্ষ হওয়া' সম্পূর্ণ ভুল বুঝা যাইতেছে এবং মুর্খ পণ্ডিতদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে।

ভক্তগণের অবতার

কল্কিপুরাণ ৩—১২তে আছে—

যথাবতারঃ কৃষ্ণস্য তথা তৎসেবিনামিহ। ১৫

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়, সেইরূপ তাঁহার ভক্তদেরও অবতার হয়।

একথা সত্য যে ভগবান কৃষ্ণের সময় উদ্ধব সে কালের ভক্ত ছিলেন এবং ঐরূপ গোপীগণেরাও ভক্ত ছিল। এমন কি ঐ সময়ে সমস্ত দেবতাগণ স্ত্রীদিগের সহিত অংশাবতার। হইয়াছিলেন; সেইরূপে এখনও কল্কি ভগবানের জন্মের অনেক পূর্ব্বেই দেবতারা এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ ভক্তরূপে জন্ম লইয়াছেন। সুরদাস এই জন্মে চক্ষুহীন নহেন, তুলসীদাস, গোপীভক্ত, নাভা, নামদেব, রামানন্দ, কবীর, রৈদাস, সৈনাভক্ত ও আরও কয়েক জন ভক্তের জন্ম হইয়াছে। আমি কয়েকজনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। পরম ভক্তিমতী মহারাণী মীরাবাইও জন্ম লইয়াছেন, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে আছেন, সকলের সম্মুখে প্রকট হইবেন না। ভক্ত তুকারাম ও নরসীও আসিয়াছেন। আমি এপর্য্যন্ত ইহাদিগেরই সন্ধান পাইয়াছি

এক প্রধান সন্দেহের মীমাংসা

বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ৪, শ্লোক ৯৩তে আছে—

দশ বর্ষ সহস্রাণি দশ বর্ষ শতানি চ
রামো রাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্ম লোকে গমিষ্যতি।

অর্থ—

ভগবান রাম ১১০০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইবেন।

এই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া অনেক পণ্ডিত ভ্রমক্রমে এই সন্দেহ করিয়াছেন যে যদি ত্রেতাযুগ ২৪০০ বর্ষের হইত তাহা হইলে রাম কিরূপ ১১০০০ বৎসর রাজ্য করিতেন ? কিন্তু এই সব পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কষ্ট স্বীকার করেন না। সাধরেণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বর্ষ কয়েক প্রকারের হয়। এক, দিব্যবর্ষ ৩৬০ দিনের হয়—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। এক সৌরবর্ষ ৩৬৫ দিনের হয়। সূর্য্যাব্দ বা সূর্য্যবর্ষ ২৪ ঘটায় অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে আগামী সূর্য্যোদয় পর্যান্ত হয়—প্রাচীন সময়ে এই বর্ষই বেশী প্রচলিত ছিল। এক চন্দ্রবর্ষ তিথির হিসাবে ৩৪৫ দিনে হয়। এক নাক্ষত্রবর্ষ ৫২ ঘণ্টায় হয়। ভগবান রামের রাজ্য ১১ ০০ সূর্য্যবর্ষের ছিল।

বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ৬৩ সর্গ ৫ম শ্লোকে দেখুন—

অপ্রাপ্ত যৌবনং বালে পঞ্চ বর্ষ সহস্রকম্
অকালে কালমাপন্নং মমদুঃখায় পুত্রকম্।

অর্থাৎ ভগবান রামের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের পুত্র পাঁচ হাজার বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ নিজের পুত্রের মৃতদেহ ভগবানের নিকট আনিয়া অভিযোগ করিতেছে যে এই পাঁচ হাজার বৎসর বয়স্ক পুত্র আপনার রাজ্যে যৌবনের পূর্ব্বেই কেমন করিয়া মারা গেল ?

এই শ্লোকের উপর প্রসিদ্ধ রামাভিরামী টীকাকার

লিখিয়াছেন—

"পঞ্চবর্ষ সহস্রকম্ বর্ষ শব্দোত্র দিন পরঃ কিঞ্চিৎ ন্যুনাৎ চতুর্দশ বর্ষ মিত্যর্থ।"

অর্থ—

পাঁচ হাজার বর্ষ, এখানে বর্ষ শব্দের অর্থ দিন, পাঁচ হাজার বর্ষ কিছু কম ১৪ (চৌদ্দ) বর্ষের সমান হইতেছে।

এতদনুসারে রামের রাজত্বের ১১০০০ বর্ষ সূর্য্যবর্ষ অর্থাৎ ৩০ বর্ষ ৬ মাস ও ২০ দিন পর্য্যন্ত রাম রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রূপে বহুস্থানে অনুসন্ধান না করিবার জন্য অনেক পণ্ডিতের মনে এমন দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে কষ্টকল্পনা করিয়া কলি-যুগকে সর্ব্বদাই ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষই মনে করেন।

পুস্তকের প্রসঙ্গ বিরুদ্ধ যেখানে অনেক বর্ষ লেখা থাকে সেখানে বুঝা উচিত যে উহা সূর্য্যবর্ষ বা দিন। প্রসঙ্গানুসারে কম বর্ষ লেখা থাকিলে তাহাকে দিব্যবর্ষ বুঝা উচিত যেমন ভগবান রামের বনবাস ১৪ বৎসর ছিল ইহা দিব্যবর্ষ (৩৬৫ [illegible]) হইতেছে।

আকাশের গোলযোগ

আকাশের দিকে লক্ষ্য করুন নক্ষত্রমণ্ডলের দীপ্তি কমিয়া

গিয়াছে। মঙ্গলের গতির সহিত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সূর্য্যে গভীর ফাটল পড়িয়াছে, সপ্তঋষিদের গতিও বদলাইতেছে, উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুবের দীপ্তি কমিয়া গিয়াছে, রাশিগুলিতেও পূর্ব্বের দীপ্তি নাই। ইহার কারণ হইতেছে এই যে তারাগণ কলি-যুগের অনুসারে চলিবে। অনেক রোগের অকালমৃত্যুর এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির যোগ তারাগণের সহিত রহিয়াছে। সর্ব্বদাই কলিযুগের শেষে তারাগণ এইরূপই হইয়া থাকে। সত্যযুগের আরম্ভ হইতেই পুনরায় দীপ্তি পাইয়া থাকে। তারামণ্ডলের এই অবস্থা প্রত্যক্ষরূপে কলির শেষের সূচনা করিতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কথক এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া এই চেতাবনী পুস্তককে রাধেশ্যামের অনুযায়ী সঙ্গীতে রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি। ইহার মূল্য মাত্র খরচ অর্থাৎ ৸৹ (বারো আনা) মাত্র। এবিষয়ে আমরা সঙ্গীতপ্রিয় লোকদিগের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

চেতাবনী কার্য্যালয়,
গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

ভগবান রামচন্দ্র হইতে বর্ত্তমান উদয়পুরের মহারাজা পর্য্যন্ত

বংশাবলী

কলিযুগের সমাপ্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ

ইহা হইতেও যুগ লক্ষ বর্ষের প্রমাণ হয় না।

এ বিষয়ে আমরা জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও কাশ্মীরের মহারাজগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

আমি শাস্ত্রসমূহের প্রবল প্রমাণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছি যে কলিযুগ শেষ হইতেছে। এখন আর এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ লিখিতেছি যে আমি জয়পুর হইতে শ্রীভগবান রামচন্দ্রের বংশাবলী বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ঐ হিসাবে ভগবান রাম হইতে মহারাজ মানসিংহ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ২৩১ পুরুষ হয়। আজকালকার জ্ঞানহীন পণ্ডিতদিগের এবং পঞ্চাঙ্গগুলির অনুসারে কলিযুগের ৫০৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে। এবং গত দ্বাপর যুগের ৮৬৪০০০ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ত্রেতা যুগের সন্ধ্যাংশে ভগবান রামচন্দ্রের অবতার হইয়াছিল। আজ কালের হিসাবে ত্রেতার সন্ধ্যাংশ ১০৮০০০ বর্ষ হইল। মোট ৫০৪ + ৮৬৪০০ + ১০৮০০০ = ৯৭৬৮০৪ বর্ষ হইল। এত বর্ষে

কেবল ২৩১ পুরুষ হওয়া যে অত্যন্ত কম, ইহা পাগলেও বুঝিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র অনুসারে কলি ৪৮০০ বর্ষের হইবে ইহার এ পর্য্যন্ত ৪৭৯৭ বর্ষ অতীত হইয়াছে আর গত দ্বাপরযুগ ৩৬০০ বর্ষের ছিল, উহার পূর্ব্বে ত্রেতার সন্ধ্যাংশ ২০০ বর্ষের ছিল যাহাতে রাম ছিলেন। ইহা মোট ৪৭৯৮+ ৩৬০০+২০০=৮৫৯৭ বর্ষ হইতেছে। এই সময় রামচন্দ্রের পরে অতীত হইয়াছে এবং ইহাতে রাজাদের ২৩১ পুরুষ হওয়া সম্পূর্ণ ঠিক। ইহা প্রবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন আমি সর্ব্বসাধারণের জানিবার জন্য ভগবান রামচন্দ্র হইতে জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা সাহেব পর্য্যন্ত বংশাবলী লিখিতেছি। ভগবান রামের দুই পুত্র—লব ও কুশ। লব হইতে মহারাজ উদয়পুরের (মেবার) রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে, ও কুশ হইতে জয়পুর, যোধপুর ও কাশ্মীরের রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের বংশের ধারা প্রায় একই প্রকারের।

ভগবান রাম

লব

১। কুশ
২। অতিথি
৩। নিধি
৪। নল
৫। নভ
৬। পুণ্ডরীক
৭। ক্ষেমধন্বা
৮। দেবানীক
৯। অহীনগু
১০। রুরু
১১। পরিয়াত্র
১২। দলবলস্থ
১৩। শীল
১৪। উকথ
১৫। বজ্রনাভ
১৬। শঙ্খন
১৭। ব্যুষিতাশ্ব
১৮। বিশ্বসহ
১৯। হিরণ্যনাভ
২০। কৌশল্য

২১। ব্রহ্মনিষ্ঠ
২২। পুত্র
২৩। পুষ্য
২৪। ধ্রুবসন্ধি
২৫। সুদর্শন
২৬। অগ্নিবর্ণ
২৭। শীঘ্র
২৮। মরু
২৯। প্রশস্তত
৩০। সুসন্ধি
৩১। আমর্ব
৩২। মহশ্বান
৩৩। ব্রক্রদ্বলু
৩৪। বৃহত্ত্রি
৩৫। সুরুক্ষয়
৩৬। চবৎস
৩৭। বৎসব্যূহ
৩৮। প্রতিব্যাম
৩৯। দিবাকর
৪০। সহদেব
৪১। বৃহদশ্ব
৪২। অশ্বরথ
৪৩। প্রতিভাশ্ব
৪৪। সুপ্রতীক
৪৫। মারুদেব
৪৬। সুনক্ষত্র
৪৭। বিন্নরা
৪৮। অন্তরিক্ষ
৪৯। সুবর্ণ
৫০। অমিত্র
৫১। বৃহদ্রাজ
৫২। ধর্ম্মোবহি
৫৩। ক্রতঞ্জয়
৫৪। শাক্য
৫৫। শুদ্ধোধন
৫৬। রাহুল
৫৭। সেনজিত
৫৮। ক্ষুদ্রক
৫৯। কুণ্ডক
৬০। সুরথ
৬১। সুমিত্র

বিশ্বরাজ

এইখান হইতে যোধপুরের রাজবংশ আরম্ভ হইয়াছে

৬২। কুর্ম্ম
৬৩। কম্বুবাঘ
৬৪। বুধসেন
৬৫। ধর্ম্মসেন
৬৬। বিজসেন
৬৭। লোকসেন
৬৮। লক্ষ্মীসেন
৬৯। রাজসেন
৭০। কামসেন
৭১। রবিসেন
৭২। কীর্ত্তিসেন
৭৩। মহাসেন
৭৪। ধর্ম্মসেন
৭৫। অমরসেন
৭৬। অজয়সেন
৭৭। অমৃতসেন
৭৮। ইন্দ্রসেন
৭৯। রজমই
৮০। রজমই
৮১। শিবমই
৮২। দেবলমই
৮৩। রিদ্ধিমই
৮৪। রেবমই
৮৫। সিদ্ধিমই

৮৬। ত্রংশকুমই
৮৭। শ্যামমই
৮৮। মহামই
৮৯। ধর্ম্মমই
৯০। রাং মই
৯১। রামমই
৯২। সুরতিমই
৯৩। শীলমই
৯৪। শুরমই
৯৫। শঙ্করমই
৯৬। কর্ম্মমই
৯৭। জসমই
৯৮। গোতমই
৯৯। নল
১০০। ঢোলা
১০১। লক্ষ্মণরায়
১০২। রাজভানু
১০৩। বজ্রধাম
১০৪। মধুব্রহ্ম
১০৫। মঙ্গলরায়
১০৬। বিক্রমরায়
১০৭। অনঙ্গপাল
১০৮। শ্রীপাল
১০৯। সামন্তপাল
১১০। ভীমপাল
১১১। গঙ্গাপাল
১১২। মহন্তপাল
১১৩। মহেন্দ্রপাল
১১৪। রাজপাল
১১৫। মদনপাল
১১৬। আনন্দপাল
১১৭। বসন্তপাল
১১৮। বিজয়পাল
১১৯। ছত্রপাল
১২০। ব্রহ্মপাল
১২১। বিষ্ণুপাল
১২২। ধুন্দপাল
১২৩। কৃষ্ণপাল
১২৪। লুহঙ্গপাল
১২৫। ভৌমপাল
১২৬। অভয়পাল
১২৭। অশ্বপাল
১২৮। শ্যামপাল
১২৯। অঙ্গপাল
১৩০। যুদ্ধপাল
১৩১। বসন্তপাল
১৩২। হস্তপাল
১৩৩। কামপাল
১৩৪। চন্দ্রপাল
১৩৫। গোবিন্দপাল
১৩৬। উদয়পাল
১৩৭। রঙ্গপাল
১৩৮। রঙ্গপাল
১৩৯। পুষ্পপাল
১৪০। হরিপাল
১৪১। অমরপাল
১৪২। ছত্রপাল
১৪৩। মহিমপাল
১৪৪। সোনপাল
১৪৫। ধীরপাল
১৪৬। সুগন্ধপাল
১৪৭। পদ্মপাল
১৪৮। রুদ্রপাল
১৪৯। বিষ্ণুপাল
১৫০। বিনয়পাল
১৫১। অক্ষমপাল
১৫২। ভৈরবপাল
১৫৩। সহজপাল
১৫৫। দেবপাল

১৫৫। ত্রিলোচনপাল
১৫৬। বিলোচনপাল
১৫৭। রসিকপাল
১৫৮। শ্রীপাল
১৫৯। সুরতপাল
১৬০। শকুনপাল
১৬১। অতিপাল
১৬২। গজপাল
১৬৩। যোগেন্দ্রপাল
১৬৪। মৌজপাল
১৬৫। রত্নপাল
১৬৬। শ্যামপাল
১৬৭। পরিপাল
১৬৮। বৃষ্ণপাল
১৬৯। বীরচন্দ্রপাল
১৭০। ত্রিলোচনপাল
১৭১। ধনপাল
১৭২। মুনিপাল
১৭৩। নখপাল
১৭৪। প্রতাপপাল
১৭৫। ধর্ম্মপাল
১৭৬। বিভুপাল
১৭৭। দেশপাল
১৭৮। পরমপাল
১৭৯। ইন্দ্রপাল
১৮০। গিরিপাল
৮১। মহিপাল
১৮২। কর্ণপাল
১৮৩। স্বর্গপাল
১৮৪। উগ্রপাল
১৮৫। শিরপাল
১৮৬। মানপাল
১৮৭। পরাশ্চপাল
১৮৮। বরচন্দ্রপাল
১৮৯। গুণপাল
১৯০। কিশোরপাল
১৯১। গম্ভীরপাল
১৯২। তেজপাল
১৯৩। সিদ্ধপাল
১৯৪। কান্থদেব
১৯৫। দেবানিক
১৯৬। ইসেহসি
১৯৭। সোঢ়দেব
১৯৮। তুলহরায়
১৯৯। কাকিলদেব
২০০। হনুদেব
২০১। জান্থড়দেব
২০২। পজবনজী
২০৩। মলয়সী
২০৪। বীজলদেব
২০৫। রাজদেব
২০৬। কল্যাণপাল
২০৭। কুতিলদেব
২০৮। জোণসী
২০৯। উদয়কর্ণ
২১০। নৃসিংহপাল
২১১। বনবীর
২১২। উদ্ধবন
২১৩। চন্দ্রসেন
২১৪। পৃথ্বীপাল
২১৫। ভারমল
২১৬। ভগবন্তপাল

মহারাজা মানসিংহ

২১৮। জগৎসিংহ
২১৯। মহাসিংহ
২২০। মিরজা

রাজা জয়সিংহ

২২১। রামসিংহ
২২২। কৃষ্ণসিংহ

১১৩। বিষ্ণুসিংহ	২২৬। প্রতাপসিংহ	২২৮। রামসিংহ	
২২৪। মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ	২২৭। জগতসিংহ	২২৯। সওয়াই মাধবসিংহ	
২২৫। মাধবসিংহ	২২৮। জয়সিংহ	২৩১। মহারাজা মানসিংহ বর্ত্তমান মহারাজা	

জয়পুরের জয় বিনোদী পঞ্জিকা

যেরূপ ভারতবর্ষের সমস্ত পঞ্চাঙ্গে (পঞ্জিকাতে) যুগের সংখ্যা ভুলক্রমে লক্ষ বর্ষের লেখা হইয়াছে ঐ প্রকার ভুল জয়পুর ষ্টেটের জয়বিনোদী পঞ্চাঙ্গেও লেখা হইয়াছে। বরং জয়পুরের পঞ্চাঙ্গে এইরূপে ভুলের বিস্তার চেষ্টা সবচেয়ে বেশী। ইহাতে লেখা আছে যে রাজা বলির পরে ১৯৬০৮৮৯০৩০ বর্ষ গত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্গ জয়পুরের মহারাজা সাহেবের আদেশে জয়পুরের জ্যোতিষীরা লিখিয়াছেন। যদি জয়পুরের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর বুদ্ধির এই দশা হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলী নহেন বরঞ্চ পুর্ণভাবে মূর্খমণ্ডলী কারণ তাঁহাদের যুগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও নাই।

এক সৃষ্টিতে ১৪ মন্বন্তর হইয়া থাকে, এক মন্বন্তরে ৭১ যুগ হয়। আজকাল সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্যুগী চলিতেছে। এক চতুর্যুগীর অবতারদিগের নাম এবং উহাদের চরিত্র সেই চতুর্যুগী পর্য্যন্ত থাকে, পরবর্ত্তী চতুর্যুগী পর্য্যন্ত থাকে না। এক

চতুর্যুগী ১২০০০ বর্ষের হয়। রাজা বলি, যাহাকে বামনাবতার দেশ হইতে দূর করিয়াছিলেন, গত ত্রেতাযুগের প্রথম সংখ্যাতে হইয়াছিলেন, তারপর আজ পর্য্যন্ত মাত্র ১০৭৯৫ বর্ষ হইয়াছে। যদি আজকালকার জ্ঞানহীন পণ্ডিতদের কথা মানা যায় তাহা হইলে গত কলিযুগ ৫০৪০ বর্ষ+গত দ্বাপর ৮৬৪০০০ বর্ষ হয়+গত ত্রেতা ১১৯৬০০০ বর্ষ মোট ২১৬৫০৪০ বর্ষ হয় কিন্তু জয়পুরের সরকারী পঞ্চাঙ্গে ১৯৬০৮৮৯০৪০ বর্ষ লেখা আছে, ইহা কতদূর মূর্খতা, ইহার সীমা নাই। এই প্রকার এই পঞ্চাঙ্গে শ্রীভগবান রামের সময় এখন হইতে ১২৫৬৯০৪০ বর্ষ লেখা আছে। ইহা দ্বিতীয় মূর্খতা।

ভগবান রামের সময় ঠিক জানিতে হইলে মহাভারতের আদি পর্ব্ব ২য় অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকে দেখুন -

ত্রেতা দ্বাপর যোঃ সন্ধ্যৌ রাম শস্ত্রভৃতাংবরঃ
অসকৃৎপার্থিবংক্ষত্রজঘানার্ষচোদিতঃ॥

অর্থ—

ত্রেতা এবং দ্বাপরের সন্ধিতে শাস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ট রাম ক্রোধ করিয়া কয়েকবার ক্ষত্রিয়দের নাশ করিয়াছিলেন।

ইহা মহাভরতের পরশুরামের বর্ণনা। আর ইহাও রামায়ণ হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে পরশুরাম ও ভগবান রাম একই সময়ে ছিলেন। এই জন্য ভগবান রাম তখন ছিলেন যখন ত্রেতার সন্ধ্যাংশ ছিল এবং দ্বাপরের সন্ধি আসন্ন

তাহার পর খুব বেশী হইলেও ৮৭৮৬ বর্ষ হইয়াছে—ইহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। জয়পুরের রাজপণ্ডিত মধুসূদন ওঝা, তিনি অনেক বৎসর এই পঞ্চাঙ্গ দেখিতেছেন কিন্তু এখন পর্যান্ত এই ভুল দূর করিতে পারেন নাই।

অন্য পঞ্চাঙ্গের দশা

অনেক পঞ্চাঙ্গে যুগ প্রভৃতির ভুল হিসাব দিয়া ইহাও লেখা হয় যে সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু এক লক্ষ বর্ষ ও বাল্যাবস্থা দশ হাজার বর্ষের হয়। ত্রেতার আয়ু দশ হাজার বর্ষ, দ্বাপরে হাজার বর্ষ, কলিযুগে ১০০ বর্ষ; কলিযুগের আয়ু ত ঠিক আছে কিন্তু অন্য যুগে এত আয়ু ভুল! আমি ইহার পূর্ব্বে মনুস্মৃতি প্রথম অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছি যে সত্যযুগের মানুষের আয়ু ৪০০ বর্ষের হয়, পরে অন্যান্য যুগে ১০০ বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। বলিতে পারি না এই সব পণ্ডিতদের মাথায় প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষের হিসাব কোথা হইতে ঢুকিয়াছে। এই সব পণ্ডিতেরা আপনাদের যজমানদের ঘরে ক্রিয়াকর্ম্মও এইরূপ উল্টাপাল্টাই করিতেছেন।

মার্ত্তণ্ড পঞ্চাঙ্গ

পাঞ্জাবে কুরালী হইতে এইরূপ এক "মার্ত্তণ্ড পঞ্চাঙ্গ" বাহির হয়। উহাতে সৃষ্টি সংবৎ এবং যুগসমূহের সম্পূর্ণ ভুল হিসাব ও প্রতিযুগে মানুষের আয়ুও সম্পূর্ণ ভুল দেওয়া

হইয়াছে। এই পঞ্জিকার পৃষ্ঠপোষক বাঘাটের রাজা সাহেব কিন্তু রাজাসাহেব কি করিতে পারেন? বাঘাটের রাজগুরু পণ্ডিত মথুরা প্রসাদেরই যুগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। এইরূপ পঞ্জিকা এবং পণ্ডিতেরাই হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিষম ভুল ধারণা জন্মাইয়া রাখিয়াছেন।

পঞ্চাঙ্গ মার্ত্তণ্ডের কর্ত্তা পণ্ডিত মুকুন্দবল্লভের সহিত যুগের হিসাব সম্বন্ধে কুরালীতে আমার তর্ক হইয়াছিল। তখন তিনি আমার উপযুক্ত উত্তর দিতে অক্ষম হয়েন তখন সাধারণ লোকেরা হাসিতে আরম্ভ করে। তখন তিনি সকলকে মূর্খ বলিয়া দেন। ইহাতে লোকেরা ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করে। তখন তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করেন। ইহার পরে তিনি চেতাবনীর বিপক্ষে "চেতাবনী সমস্যা" বা "সত্যযুগের স্বপ্ন" নামক এক পুস্তক প্রকাশিত করেন, যাহাকে জনসাধারণ জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে নাই। এখন সমুদয় ঘটনাবলী চেতাবনী অনুসারে ঘটিতেছে দেখিয়া পণ্ডিতজী নিজেই লজ্জিত হইয়াছেন।

আর্য্যসমাজে যুগসমূহের হিসাব

আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী নিজের পুস্তকে সমস্ত ধর্ম্মের রূপ সম্পূর্ণ ভুলভাবে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদাদির ভাষ্য ভূমিকায় চার যুগের হিসাবের জন্য মনুস্মৃতি অধ্যায় ১ শ্লোক ৬৮ হইতে ৭৩

পর্য্যন্ত দিয়াছেন কিন্তু উহার টীকা না পড়িয়া আপনার মন হইতে যাহা খুসি লিখিয়াছেন। আর্য্যসমাজী পণ্ডিতদের সহিত আমার বহুবার শাস্ত্রীয় তর্ক হইয়াছে এবং তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে। যুগ সম্বন্ধেও কয়েকবার তর্ক হইয়াছে তাহাতেও তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে। দয়ানন্দ জ্যোতিষ পড়েন নাই এ বিষয়েও যাহা খুসী লিখিয়াছেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

ইনি পাঞ্জাবের একজন প্রসিদ্ধ মহাত্মা। ইনি দশম গ্রন্থসাহেবে এবং অন্য স্থানেও কলিযুগের সমাপ্তি বিক্রম সম্বৎ ২০০০এ হইবে লিখিয়াছেন। ইনি ২০০০ বিক্রম সম্বংকে "বীসা" সংবৎ বলিতেন। ইনি কল্কি অবতারও মানিয়াছেন ও সে সম্বন্ধে দশম গ্রন্থসাহেবে লিখিয়াছেন—

পাপ সমুহ বিনাশন কো কল্কি অবতার কহায়েঙ্গে
তরকশ তুরঙ্গ শুপচ্ছ বহুকরকাঢ় করপান খপায়েঙ্গে
নিকসে জুং কেহর পর্ব্বতসে তিশ শোভা দেওয়াল পাওয়েঙ্গে
বড়ে ভাগ ভয়ে উস শম্ভলকে হরিজী হরি মন্দির আওয়েঙ্গে।

অর্থ—

পাপসমুহকে বিনাশ করিবার জন্য ভগবান কল্কি অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি একটি সাদা ঘোড়ায়

আরোহণ করিয়া থাকিবেন ও তাঁহার হাতে তরবারী থাকিবে। তিনি কেহর (মহেন্দ্র) পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া অপূর্ব্বরূপে শোভা পাইবেন। সেই শস্তুলের ভাগ্য অতি উত্তম যেখানে হরি নিজের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিবেন।

অন্য এক স্থানে ইনি লিখিয়াছেন।

উট্‌ঠে সব দেশনকো ভূলো
পট্‌সিট্রে সব রাজন মুলো

এই প্রকারে আরও লিখিয়াছেন এবং উহা সব ঠিক। সাংসারিক দশার বর্ণনা করিবার সময় ইনি শস্যের সম্বন্ধে বড়ই উঁচুদরের কথা লিখিয়াছেন। ইনি এই সময়ের সাথীতে লিখিয়াছেন—

সের রুপয়ে দা অন্ন বিকাওয়ে
ওহাভী লভ্যা হথ ন আওয়ে

এক টাকায় এক সের অন্ন পাওয়া যাইবে; তাহাও সহজে লোকেরা পাইবে না।

গঙ্গায় আয়ু সমাপ্ত হইয়াছে

ইহা একটি প্রসিদ্ধ কথা যে কলির শেষে গঙ্গার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। উহার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত শ্লোক এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ—

পৃথ্বী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ
তদেব বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদেনীং নরপুঙ্গব ॥

অর্থ—

কলির শেষ পৃথিবী গঙ্গাশূন্য হইয়া যাইবে এবং ভগবান বিষ্ণুও ভূমিকে ছাড়িয়া দিবেন।

১৯৫৫ বিক্রমী সংবং পর্যান্ত পঞ্চাঙ্গে (পত্রে) গঙ্গার আয়ু লেখা হইত—যেরূপ ১৯৫০ এর পঞ্চাঙ্গে (পত্রে) গঙ্গার আয়ু ৬ বৎসরের লেখা রহিয়াছে, ১৯৫১র পঞ্চাঙ্গে ৫ বৎসরের লেখা ছিল, ১৯৫৪র পঞ্চাঙ্গে ৪ বৎসর, ১৯৫৩এ ৩ বৎসর, ১৯৫৪এ ২ বৎসর এবং ১৯৫৫র পত্রে ১ বৎসর লেখা ছিল। এই হিসাবে গঙ্গার আর সে মাহাত্ম্য নাই। জ্ঞানহীন ও স্বার্থপর পণ্ডিতেরা সাধারণকে একথা জানিতে দেন না। **লোকেরা এখন বৃথাই গঙ্গায় তীর্থ করিতে যাইতেছে।** ১৯৫৫ সংবতে ভারতবর্ষে ভীষণ সোরগোল পড়িয়াছিল। বহুসংখ্যক হিন্দু এই বৎসর এই কথা ভাবিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন যে এই বৎসর গঙ্গার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। সাধারণের মধ্যে এই বৎসর কতকগুলি পণ্ডিতেরা ছোট ছোট পুস্তক লিখিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন, উহাতে মনগড়া শ্লোক লিখিয়া লোকদিগকে এইরূপ ঠকাইয়াছিলেন যে গঙ্গার আয়ু শেষ হয় নাই। এই সব পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছিল যে যদি লোকেদের মনে এইরূপ ধারণা হয় যে গঙ্গার আয়ু শেষ হইয়াছে তাহা হইলে গঙ্গা-স্নানের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয় তাহা চলিয়া যাইবে।

কারণ কোন লোকই গঙ্গাতীরে যাইবে না। সেই সময় হইতে পঞ্চাঙ্গে আয়ু লেখা বন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রকারে পণ্ডিতেরা সাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

যমুনার মাহাত্ম্য

১৯৯২ বিক্রম সংবৎ যমুনার শেষ আয়ূ ৪৬৩০ বর্ষ এখন যমুনার পুণ্য এবং মাহাত্ম্য থাকিবে ও হরিদ্বারের পরিবর্ত্তে ব্রজধামকে (মথূরা, বৃন্দাবনকে) সত্যযুগের তীর্থ মানা যাইবে।

চাণক্যনীতির এই শ্লোক প্রসিদ্ধ হইয়াছে—

কলৌদশ সহস্রানি বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীম্
তদর্দ্ধং জাহ্নবী তোয়ং তদর্দ্ধং গ্রামদেবতা ॥

অর্থ—

দশহাজার বৎসর গত হইলে বিষ্ণু ভগবানের বাস পৃথিবীতে থাকে না উহার অর্দ্ধ অর্থাৎ পাঁচ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রামের দেবতারা থাকেন।

এই শ্লোক চাণক্যনীতির, ইহার অর্থ হইতেছে এই যে চার যুগে ১২০০০ বর্ষ হয়। উহার মধ্যে ১০০০৪ বর্ষ গত হইলে কলিযুগে মহাপাপের জন্য ভগবান্ আপনার বাস উঠাইয়া লয়েন। এই প্রকারে ভগবান বিষ্ণুর বাস এখন হইতে ২৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। এই ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই সময় ছিল যখন বৌদ্ধেরা সারা ভারতবর্ষকে নাস্তিক

করিয়া দিয়াছিল। ঐ সময় বামমার্গ মত এবং আরও কতগুলি নাস্তিক মত উৎপন্ন হইয়াছিল। স্বামী শঙ্করাচার্য্য উহাদের নাশ করিয়াছিলেন—তখন হইতে বিষ্ণুর নিবাস উঠিয়া গিয়াছে।

যেখানে ১০০০০ বর্ষ কলিযুগে গত হইয়াছে লেখা আছে; যদি ইহা কলিযুগেই বর্ষ হইত তবে লেখা হইত যে "কলি-যুগের ১০০০০ বর্ষ গত হইলে". আর ১০০০০এর আর্দ্ধেক ৫০০০ হয়, এত দিন গঙ্গার আয়ু বলা হইয়াছে।

লোকেরা কলিযুগ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে মনে করে, এই হিসাব পঞ্চাঙ্গে আজকাল কলিযুগী সংবৎ ৪০৫০ বর্ষের ধরা হয়। এই হিসাব অনুসারেও গঙ্গার আয়ু গত ১৯৫৬ সংবতে শেষ হইয়া গিয়াছে। তারপর ৪১ বর্ষ গত হইয়াছে, **তখন হইতে যমুনার মাহাত্ম্য চলিতেছে।**

গঙ্গার ধারার প্রবাহও রুদ্ধ হইয়াছে, কয়েকস্থানে গঙ্গায় বাঁধ দেওয়া হইয়াছে—জিলা বুলন্দসহরে নরৌরাতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে হাজারা নামক খাল বাহির হইয়াছে, নীচ হইতে বড় খাল বাহির হইয়াছে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ঐ বাঁধের বিরুদ্ধে হিন্দুরা খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিযুগে এইরূপ হইবার ছিল এইজন্য কোন ফল হইল না। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে বদ্রিনারায়ণ হইতে ৫০ মাইল নীচে কর্ণপ্রয়াগ হইতে পর্ব্বত পড়াতে গঙ্গার ধারা বন্ধ হইয়া

গিয়াছিল। সেখানে তাল প্রমাণ জল জমিয়াছিল—উহাকে লোকেরা বৃহত্তাল বলিত। সেখানের লোকেরা এই ধারা বন্ধ হওয়াতে গঙ্গার আয়ু শেষ বলিত। **যেমন গত যুগ সকলের তীর্থ এখন পর্য্যন্ত আছে কিন্তু উহাদের মাহাত্ম্য নাই, সেইরূপ গঙ্গা বহিতে থাকিবেন কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য থাকিবে না।**

পুষ্কর গত সত্যযুগে তীর্থ ছিল, ত্রেতায় নৈমিষারণ্য ছিল। দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ছিল আর কলিযুগে গঙ্গা তীর্থ ছিল—উহার পুণ্যের আয়ু সংবৎ ১৯৫৬তে শেষ হইয়া গিয়াছে। **এখন সত্যযুগের তীর্থ যমুনা যাহার তীরে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে খেলা করিতেন। এখন যে সব পর্ব্ব কুম্ভ প্রভৃতি আসিবে উহা সব মথুরা বৃন্দাবনে হওয়া উচিত।**

একটি মনগড়া শ্লোক

একজন পণ্ডিত আমাকে একটি শ্লোক শুনাইয়া উহার দ্বারা কলির আয়ু বেশী ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম শালিবাহনো ততো নৃপঃ
স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ
ততস্তুনাগার্জ্জুন ভুপতি কলৌ কল্কিষড়েতে
শক কারকা স্মৃতঃ।

অর্থ —

যুধিষ্ঠির, বিক্রম, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন, কল্কি এই ৬ জন শক প্রবর্ত্তক কলিযুগে জন্মিবেন।

এই শ্লোক কাহারও কপোলকল্পিত বা মনগড়া, কারণ কেবল শালিবাহনই শক জাতির ছিলেন। তাঁহারই সংবৎকে শাকা বলে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সংবৎকে শাকা বলে না সংবৎ বলে। এই জন্য এই শ্লোক ভুল। ঐ পণ্ডিত আমাকে এই শ্লোক শুনাইয়া পরে নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরের সংবৎ ৩০৪৪ বর্ষের, বিক্রমের ১৩৫, শালিবাহনের ১৮০০০, বিজয়াভিনন্দনের ১০০০০, নাগার্জ্জুনের ৪০০০০ আর কল্কির বর্ষ ৮২১।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে উপরের শ্লোকে বর্ষের এই সব সংখ্যা কোথায় দেওয়া আছে? তখন তিনি অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে বিক্রমের সংবৎ মাত্র ১৩৫ বৎসর লেখা আছে কিন্তু ইহা ত আজকাল ১৯৯৭। এইরূপ কয়েকজন পণ্ডিত যুগের বিষয়ে নূতন নূতন শ্লোক বানাইয়া কলিযুগ ৪ লক্ষ বর্ষের প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই গোলযোগ করিয়া রাখিয়াছেন।

অন্য প্রমাণ

আমার এই পুস্তকের হিসাবে বিক্রম সংবৎ ২০০০এ সেই স্বর্ণযুগ পৃথিবীতে আসিতেছে যাহাকে স্বর্ণরাজ্য Kingdom

of Heaven বলে ও যাহার প্রতীক্ষা বড় বড় সম্রাটেরাও করিতেছেন। ইহা আত্মযোগ ও পরম শান্তির যুগ হইবে। মুসলমানদের ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে এই যুগে কয়ামত আসিবে। আমার বিবেচনায় কয়ামতের অর্থ হইতেছে এই যে এই যুগে কোন পাপ থাকিবে না। মদীনেবালীর প্রসিদ্ধ পুস্তক মক্‌সুম বুখারিতে লেখা আছে যে—

"হিজ্‌রী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুই তৃতীয়াংশে কয়ামত আসিবে ও হজরত মহদী প্রকট হইবেন।" ১০০ বর্ষের এক তৃতীয়াংশ ৩৩ বর্ষ ৪ মাস হয়, দুই তৃতীয়াংশ ৬৬ বর্ষ ৮ মাসের হয়। সংবত ২০০০ এ শ্রাবণ অমাবস্যায় হিজ্‌রী সন্ ১৩৬২, মাস রজব, তারিখ ২৮, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশই হইবে। এই হিসাব আমার হিসাবের সহিত মিলিতেছে। এই পুস্তকে এক জায়গায় লেখা আছে যে কয়ামত নিকটে আসিয়াছে, নরকের আগুণ ছাইয়া গিয়াছে, সারা পৃথিবীর উপরে অন্ধকার বিস্তৃত হইয়াছে। হে ভারতবাসী, তোমাদের চোখ খুলিয়াছে বা খোলে নাই, নিদ্রায় ভরা আছে বা নাই বিবেচনা করিয়া উঠ। পৃথিবী নাশ হইতে চলিয়াছে, যাহা কিছু করিবার এখনই করিয়া লও" এই যে ভারতবাসীকে সম্বোধন করা হইয়াছে ইহা বিচার্য্য বিষয়। সহী বুখারী নামক পুস্তকে লেখা আছে 'যখন ভূমিকম্প হইবে, স্ত্রীলোকেরা শিথিল চরিত্র হইবে ইত্যাদি তখন কয়ামত আসিবে; ইহাও ঠিক।

কল্কি ভগবানের শরীর খুব বড় হইবে, বুক খুব প্রশস্ত হইবে। **জবরদস্ত পেগম্বরের খলিফা জামাস্প আপনার পুস্তকে জামাস্পানাতে** এই বিষয়ে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে "এক বৃহৎ শরীর-বিশিষ্ট মহাত্মা আসিবেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায় এবং ধর্ম্মের বিস্তার করিবেন, লোকেরা পাপ ত্যাগ করিবে; ঐ সময় সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে আসিবে। তিনি পারস্যদেশে আসিবেন। ভাগবতে কলি সমাপ্তির যে যোগ দেওয়া হইয়াছে ইহা তাহারই পোষণ করিতেছে। এইরূপ **শেখ সনৌসী "নাপ্রুহ" পাত্রে** কয়ামতের বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন "যেদিন পৃথিবীর লোকেরা কাঁদিতে থাকিবে, সেদিন কেমরা পাহাড় হইতে লোক নামিবার শব্দ শুনিবে। উহারা তোমাদিগকে উৎসাহ দিবেন, তোমাদের সহিত প্রেম করিবেন; উহাদের দলপতির বুক প্রশস্ত দেখিবে; তোমরা উহাদের সহিত প্রেমপূর্ণ ভাবে মিলিবে কারণ ভগবানের ইহাই ইচ্ছা।"

ইহা সব কল্কি ভগবানেরই কথা, তাঁহারই শরীর বড় এবং বুক প্রশস্ত হইবে, তাঁহার সাথেই মহর্ষিদের দল আসিবেন, তাঁহারাই ভগবানের সহিত থাকিয়া পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দ বিস্তার করিবেন এই কথা অনেক পুস্তকেই আছে। **মুসলমানদের মুজদ্দদ আকবর বক্তেমুন সাহেব** কয়েক মাস পূর্ব্বে বর্ত্তৃতা দিয়াছিলেন, "হজরত মহম্মদের ভবিষ্যৎবাণী হইতেছে এই যে যখন পীতবর্ণ চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট জাতি

দেওয়াল সিকিন্দ্রী হইতে পার হইবে তাহার পর কয়ামত আসিবে, এবং জগত ওলটপালট হইয়া যাইবে। এখন জাপ ন দওয়াল সিকিন্দ্রী পার হইয়াছে এবং ঐ ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের সময় নিকটে আসিয়াছে" ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য সকলের প্রেমের সহিত ও পূর্ণ শান্তিতে থাকা উচিত।

প্রসিদ্ধ যোগী মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচারীতে থাকেন তিনি নিজের ইংরাজী পুস্তক "Yoga and it's Object" (যোগ ও উহার সাধন) এ লিখিয়াছেন—"কলি শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন জ্ঞান ও সভ্যতা নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সেই সময় আসিয়াছে যখন উপরে উঠিবার কথা আরম্ভ করা উচিত। এই সময় আসন্ন সত্যযুগের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় ইত্যাদি।" এই অরবিন্দ ঘোষ একজন মহাপুরুষ।

এই প্রকারে কিছু দিন পূর্ব্বে পাদ্রী ওয়াণ্টার বেনের এক প্রবন্ধ লণ্ডনের পত্রিকা সাণ্ডে এক্সপ্রেসে ছাপা হইয়াছিল যাহাতে লেখা ছিল যে "আমি মিশর দেশের প্রাচীন প্রসিদ্ধ মিনারের উপর লেখা পড়িয়াছি যে শীঘ্রই সত্যযুগ ১০০০ বর্ষের জন্য আসিবে।" পাদ্রী সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে "এক ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হইয়াছে যাহাতে সমস্ত পৃথিবী যোগ দিবে। এই যুদ্ধ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে হইবে।" আমি ইহার কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম যে ১৯৩৬এ খুব জোরের সহিত যুদ্ধের আয়োজন হইবে, যদিও উহার আরম্ভ পূর্ব্বেই হইবে। এই যুদ্ধ—ইটালি ও আবিসিনিয়ার মধ্যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর

মাসেই আরম্ভ হইয়াছিল। আমি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলাম যে ভূমিকম্প ও বন্যাতে বহুলোকের মৃত্যু হইবে উহাও হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এক পুস্তিকায় লিখিয়াছিলাম যে নিকট ভবিষ্যতে ভয়ানক সময় আসিয়াছে, যখন পৃথিবীতে বড় বড় কষ্ট আসিবে—উহাও হইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী এচ. সীলর লিখিয়াছিলেন—আগামী দুই বৎসরে পৃথিবীতে এত বড় পরিবর্ত্তন হইবে যে বলা যায় না পৃথিবীর লোকেরা উহা কিরূপে সহ্য করিবে" এই কথাও আমার মতের সহিত মিলিয়াছে। 'মিষ্টার ওয়েল্‌স' কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে ধরণী রক্তের নদীতে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শেরো লিখিয়াছিলেন— "যুদ্ধের জোর ১৯৩৮ সালে হইবে, বহুলোক বেকার হওয়ার জন্য অনাহারে মরিবে। আমার হিসাবে এই বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ ১৯৪২ সালে প্রায় শেষ হইয়া যাইবে এবং ১৯৩৮শে আরম্ভ হইবে। ১৯৩৯শে যুদ্ধের বড়ই সোরগোল হইবে— ইহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইহার পর জগতে খাদ্যের অত্যন্ত অভাব হইবে এবং কয়েক প্রকারের রোগ দেখা দিবে। ১৯৩৯ সালে বা সম্বৎ ১৯৯৬ হইতে ১৯৯৮ পর্য্যন্ত জগতের দশা অত্যন্ত খারাপ হইবে। ১৯৯৮এর বৈশাখ মাসে কল্কি-

ভগবান প্রকট হইবেন।* পরবর্ত্তি বর্ষে অর্থাৎ ২০০০ বিক্রম সংবতে কলি সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ আসিবে। কল্কিপুরাণ ৩।৭।১০ এ লেখা আছে "কল্কি ভগবান প্রকট হইবার পরবর্ত্তী বর্ষেই কলি সমাপ্ত হইবে।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক বোমা বোল লিখিয়াছেন—আজকাল এমন সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সভ্যতা নাশ হইতে বসিয়াছে ইহার পর অন্য সভ্যতা আরম্ভ হইবে।" ইহা ঠিক যে কলির সভ্যতা নাশ হইবে এবং ২০০০ বিক্রম সংবতে অন্য সভ্যতা বা সত্যযুগ হইবে।

উহার কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বাহিরে এক দেশ এবং এক বড় সহর সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। যখনই যুগ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তখনই এইরূপ হইয়াছে। গত সত্যযুগ শেষ হইবার সময় এইরূপ খুব বড় দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। উহার ঠিক নাম জানিতে পারা যায় নাই। ইউরোপের বিদ্বানেরা উহার নাম

*অনেক লোকে আমাদের লিখিয়া থাকেন যে বৈশাখ মাস অতীত হইয়াছে কিন্তু কল্কি ভগবান প্রকট হয়েন নাই কেন? ইহাদের সন্দেহ মিটাইবার জন্য তাঁহার বিষয়ে **এখন কি হইবে** পুস্তকখানিতে দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পড়িলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে শ্রীকল্কি ভগবান এখন কোথায় আছেন ও কি করিতেছেন ও শীঘ্রই কি ঘটিবে ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

এট্লেণ্টস দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন যে উহা হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। ইউরোপের লোকেরা এই সহর ১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে ডুবিয় ছিল লিখিয়াছিলেন, ইহা ঠিক, কারণ গত সত্যযুগ ০০০০ বর্ষ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল ইহার পর ত্রেতাযুগের আরম্ভের সময় লঙ্কা ডুবিয়া গিয়াছিল। আর গত দ্বাপর আরম্ভের সময় দ্বারকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিতদের মধ্যে সোরগোল

এই সব কথা স্পষ্টরূপে উক্ত করাতে পণ্ডিতদের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। কতক পণ্ডিত ইহা মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন "ইহা ঠিক, কিন্তু সাধারণ লোকেরা বলিবে যে এত বড় কথা অন্য পণ্ডিতেরা কেন বলেন নাই? আর এইরূপে সমস্ত পঞ্চাঙ্গ ভুল হইয়া যাইবে। আর যদিও শ্রাদ্ধ পিতরদিগেরই হয় কিন্তু প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা হইয়াছে, ইহা যদি বন্ধ করা যায় তবে সাধারণ লোকের আমাদিগকে পরিহাস করিবে যে এতদিন এ কথা কেন বলেন নাই?" কিন্তু আমি হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুজাতির নাশ হইতেছে দেখিয়া কাহারও মানহানি বা ধনহানির প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই। ভগবানের আদেশ সকল লোক মানিবে না সুতরাং কেহ যদি আমার কথা না মানে তবে আমি দুঃখিত নহি।

ইঞ্জিলের প্রমাণ

মরকুসের ইঞ্জিলে এ বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহার

সার হইতেছে এই যে যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "অনেক লোক আমার নাম লইয়া পৃথিবীতে আসিবে (এইরূপ পূর্ব্বেই হইয়াছে) উহারা অনেক লোককে ভুল বুঝাইবে। যদি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুন তবে ভীত হইও না, উহা অবশ্য হইবে। উহা শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে না। জাতির পর জাতি বাদসাহের পর বাদসাহ আক্রমণ করিবে, ভূমিকম্প হইবে, এই সব বিপদের সূত্রপাত মাত্র। ভাই ভাইকে ও পুত্র পিতাকে মারিবে। আমার নাম লইবার জন্য লোকেরা তোমার শত্রু হইবে। ঐ সময় বড়ই কষ্টের হইবে, তখন সূর্য্যের উপর অন্ধকার ছাইয়া যাইবে, চন্দ্র দীপ্তি পাইবে না, আকাশে তারকা পতন হইবে। **আকাশ ও জগত টলিবে কিন্তু আমার কথা টলিবে না।"**

যীশুখৃষ্টের এই সব ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে—সূর্য্যের উপর অন্ধকার হইয়াছে, চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে না। সংবৎ ২০০০এ শ্রাবণ অমাবস্যাতে যখন কলি শেষ হইয়া সত্যযুগ আসিবে তখন সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইবে, সমস্ত অন্ধকার হইয়া যাইবে। এই গ্রহণ কলিশেষে হইবে ও সূর্য্যের উদয় সত্যযুগের আরম্ভে হইবে। শ্রাবণ পূর্ণিমায় এত বড় চন্দ্রগ্রহণ হইবে যে চাঁদ প্রকাশ হইবে না। কয়েক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে আর **যুদ্ধও আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধে পৃথিবীতে প্রচণ্ড জ্বালা হইবে ইহা আমি কয়েক বর্ষ হইতে লিখিতেছি।**

মালাবুদ কবলুল কয়ামত

ইহা এক আরবী পুস্তকের নাম। ইহা শেখুল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবীর লিখিত। ইহাতে কয়ামত আসিবার পূর্ব্বের সব লক্ষণ লেখা আছে—"কয়ামত আসিবার পূর্ব্বে এই সব কথা হইবে, শান্তি ও নিদ্রা থাকিবে না, পূর্ব্বের লোকেরা পশ্চিমের প্রশংসা করিবে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান হইতে চেষ্টা করিবে, লোহা সোণা হইতেও মূল্যবান হইবে, রূপার মত এক ধাতু বাহির হইবে, বাজারে বসিয়া খাওয়া ভাল মনে করা হইবে, স্ত্রীলোকেরা নির্লজ্জভাবে বেড়াইবে, সূর্য্য উঠিবার পরও লোকেরা শয্যাত্যাগ করিতে চাহিবে না, লোকেরা পাখীদের মত আকাশে উড়িয়া বেড়াইবে, লোকেরা নিজেদের মত শীঘ্রই অন্য দেশে পাঠাইবে, খাইবার জন্য লোহার হাত হইবে, পালঙ্কও লোহার হইবে, বাহন প্রাণশূন্য হইবে, উহা হাজার হাজার মাইল চলিবে (যথা রেলগাড়ী), মাতা পিতার মান থাকিবে না, ধর্ম্ম থাকিবে না, রাত্রে সূর্য্যের মত আলো জ্বলিবে, লোকেরা ঐ আলো পছন্দ করিবে"—এই সকলই হইতেছে। আমি এক বিশেষ রহস্যের কথা প্রকাশ করিতেছি সমস্ত মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে "কয়ামতের দিন সূর্য্য সব নক্ষত্রের উপর অর্থাৎ নীচে উঠিবে", এই পুস্তক হইতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বৈদ্যুতিক আলো (Electric Light) যেরূপ উপরে লেখা আছে যে সূর্য্য নীচে উঠিবে ও লোকে উহা পছন্দ করিবে—এখানে রাত্র শব্দের

দ্বারাও ইহাই বুঝাইবে যে সহরের স্তম্ভের উপর প্রবল আলো সূর্য্যেরই আলোকের সমান।

আরবীতে লিখিত পুস্তক "অল্‌কশ্ অল্কস্ত ফী মার্ফত" যাহা মক্কার হমোদিয়া পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে লেখা আছে যে "যখন ঝগড়া ও ব্যাভিচার খুব বেশী হইবে তখন এক পুরুষ আসিবেন। তিনি আত্মশক্তিপূর্ণ হইবেন ও আগ্নেয় স্ত্রকে বিফল করিয়া দিবেন। তাঁহার নিকট কেবল তরবারী থাকিবে, তিনি সর্ব্বস্থানে বিজয়ী হইবেন। কোন স্থানেই তাঁহার সৈন্য লইয়া যাইবার আবশ্যক হইবে না। তিনি আত্মশক্তিতে সর্ব্বত্র সেনা পাঠাইবেন, সৃষ্টি তাঁহার আদেশ পালন করিবে, তিনি ধরণীকে স্বর্গে পরিণত করিবেন, তাঁহার দয়াতে বৃদ্ধও যুবক হইয়া যাইবে।" ইহা সব কল্কি ভগবানের বর্ণনা আর তাঁহার আসিবার সময়ও ঠিক দেওয়া হইয়াছে। কিতাব হামামে আখিরুজ্জমাঁ দেখুন খৃষ্টানদের পয়গম্বর (Prophet) দনিয়ালের ভবিষ্যংবাণী সকলেই জানেন। তাঁহার কথা সব আমার কথার সহিত মিলিয়াছে।

সুরদাসের ভজন

প্রসিদ্ধ ভক্ত সুরদাসের নিম্নলিখিত ভজন সর্ব্বজনবিদিত। কেহ কেহ ইহাকে তুলসীদাসের ভজন বলেন, ইহা ঠিক নহে। ভজনটি এইরূপ—

অরে মন ধীরজ কেঁও না ধরে (ধুরা)
মেঘনাদ রাবণ কা বেটা সো পুনি জন্ম ধরে
পূরব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, চহোঁ দিসি কাল পরে
অকাল মৃত্যু জগমাঁহি ব্যাপে প্রজা বহুত মরে
দুষ্ট দুষ্ট কো এয়সা কাটে জ্যায়সে কাঠ জরে
এক সহস্র নৌ সো সে উপর, এয়সা যোগ পরে
সহস্রবর্ষ তক সত্যযুগ বীতে ধর্ম কী বেল বঢ়ে
স্বর্ণ ফুল পৃথ্বী পর ফুলে, পুনি জগ দশা ফিরে
"সুরদাস" ইয়ে হরি কী লীলা টারে নাহী টরে ॥

অর্থ —

মন! তুমি কেন ধৈর্য্য ধরিতেছ না? মেঘনাদ রাবণের পুত্র আবার জন্মগ্রহণ করিবে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর চতুর্দিকে অকাল মৃত্যু ছড়াইয়া পড়িবে ও অনেক প্রজা মারা যাইবে। দুষ্টেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া মরিবে যে প্রকারে কীটপতঙ্গেরা কাঠকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। ১৯০০ বৎসর পরে এমন যোগ পড়িবে যাহার পরে ১০০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সত্যযুগ চলিবে ও সর্ব্বস্থানেই ধর্ম্মের প্রসার হইবে। পৃথিবীর উপর সোণার ফুল হইবে ও জগতের দশা পুনর্বার ভাল হইবে। "সুরদাস" বলিতেছেন যে ইহাই হরির লীলা কেহ টলাইতে চাহিলেও টলিবে না।

ইহাতে "এক হাজার নয় শো"র উপর লেখা আছে ইহা ১৯০০ হইল এবং ইহার পরে আজকালকার সময় চলিতেছে

ইহারই সমাপ্তির পরে সত্যযুগ আসিবে। এখানে সুরদাস সত্যযুগ হাজার বর্ষের লিখিতেছেন। ১০০ বর্ষ সন্ধ্যাংশ ধরিলে সত্যযুগে মোট ১১০০ বর্ষ হয়।

সমস্ত ধর্ম্মেই এরূপই লেখা আছে কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা নিজেদের ধর্ম্মপুস্তকেরই অধ্যয়ন আলোচনা করেন না—আর যখন কয়েক ভাষা না জানিলে অন্য ধর্ম্মের পুস্তক পড়া যায় না তখন তাঁহারা কি বুঝিবেন। উহারা কেবল মিথ্যা মান এবং অহংকারে পূর্ণ। পৃথিবী ধ্বংস হইলেও উহারা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়িবে না।

সনাতন ধর্ম্মের বেদশাস্ত্র, পুরাণ ও জ্যোতিষ পুস্তক সমূহ, খৃষ্টান মুসলমান ও পার্শীদের ধর্ম্মপুস্তক সকল গুরুগোবিন্দ সিংহের বাণী, নক্ষত্রদিগের গতি, মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষের পুস্তক, পরমভক্ত সুরদাসের ভজন ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের লেখা হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে যে কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ভীষণ পরিবর্ত্তন হইবে আর তাহার সময়ও সকলে ইহাই (১৯৪৩ খৃঃ অঃ) লিখিয়াছেন কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিত যাহারা কেবল যেমন তেমন করিয়া বিবাহ আদি সংস্কার করিতেই জানেন, যাহারা এ বিষয়ে কোনই বিচার বা বিবেচনা করে নাই তাহারা নিজ অহঙ্কারে এই কথার বিরুদ্ধতা করিতেছে। কতকগুলি বামমার্গ (শাক্ত) মতের পণ্ডিত নিজেদের উদর পূর্ত্তির জন্য সনাতন (প্রকৃত) হিন্দুর পণ্ডিতের

সহিত যোগ দিয়াছে, উহাদিগকে চিনিবার লক্ষণ হইতেছে এই যে উহারা ভগবানে ভক্তি ও বিশেষ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিপক্ষে। পূর্ব্বের ভক্ত রৈদাস প্রভৃতির সহিত ইহাদের ঝগড়া হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম প্রতিনিধি সভার কয়েকজন উপদেশকও এইরূপ। ইহারা সনাতন ধর্ম্মের নূতন নূতন কথা আবিষ্কার করিতেছে যাহাতে লোকেরা মুগ্ধ হইয়া যায়—এইরূপে ইহারা জনসাধারণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতেছে। এই সব লোকেরা সাধারণ বিষয়ের উপর আর্য্য সমাজ হইতে শাস্ত্রার্থ করিয়া লইয়া থাকে, কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে ইহাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই।

হিন্দু সাবধান

যখন হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্বামী শঙ্করাচার্য্য বামমতের (শক্তিমতের) খণ্ডন করিয়াছিলেন তখন হইতে ঐ সব পণ্ডিতেরা সনাতন ধর্ম্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে। উহারা অত্যন্ত শিথিল চরিত্র। হিন্দুদের কখনই উহাদিগকে নিজের ভিতরে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। উহাদিগের চিনিবার কতক লক্ষণ আমি বলিয়া দিয়াছি। ইহারা মাংস খায় ও নেশা করে। ইহারা কখনও বৈষ্ণব সাজিয়া থাকে কিন্তু ভগবানের চরণে উহাদের ভক্তি নাই। ইহাদের সঙ্গে কতগুলি ভবঘুরে লোকও থাকে। ইহারা সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির বদনাম করিতেছে।

আমার উপদেশ

অবশেষে মনুষ্যমাত্রের প্রতি আমার উপদেশ এই যে কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ শীঘ্রই আসিতেছে, উহার পূর্ব্বে

পৃথিবীতে বড় বড় দুর্যোগ আসিবে। অতএব প্রত্যেকেরই উচিত যাহাতে ইহা হইতে ত্রাণ পাইয়া সত্যযুগে পৌছিতে পারেন। এজন্য এখন হইতেই পূর্ণ শান্তিতে থাকেন, কাহারও প্রতি শত্রুভাব না রাখিয়া প্রত্যেকে ধর্ম্মের লোক নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী উপায়ে ভগবানের পূজা করেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের লোকেরা ভগবানকে ভক্তি করেন। নাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের গুণগান করেন ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য-গীত করেন ও ভগবানকে প্রসন্ন করেন। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে কীর্ত্তনের ঢেউ অনেক যায়গায় বিস্তৃত হইয়াছে কিন্তু এখনও নিয়মিত ভাবে হইতেছে না। আমি সর্ব্বত্র ইহার সংশোধন করিতেছি। কারণ সত্যযুগ আসিতেছে এবং সকলেরই শান্তিতে ও ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে জীবন যাপন করা উচিত। আর্য্যসমাজের পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশে প্রায় সমুদায় ধর্ম্মমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহাতে সব লোকেই বিরক্ত হইয়াছে। আর্য্য সমাজের উচিত যে এই সময় তর্কবিতর্কের কথা ত্যাগ করা, যাহাতে কোনরূপ বিরোধ না হইতে পারে। এখন সকলের শান্তিপূর্ব্বক নিজ নিজ মতানুসারে আনন্দের সহিত জীবন যাপন করা উচিত।

(১৯২৮ খৃঃ অব্দ)

শাস্ত্রার্থ

কলিযুগ সমাপ্ত হইতেছে কিনা ও কল্কি অবতারের জন্ম হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের সহিত আমার বহুস্থানে

শাস্ত্রীয় তর্ক হইয়াছে ও হইতেছে এজন্য পণ্ডিতদের মধ্যে খুব গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকস্থানে পণ্ডিতেরা আমার প্রমাণকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিহার সংস্কৃত কলেজের প্রফেসারের সহিত মজঃফরপুরে আমার যে শাস্ত্রীয় তর্ক হইয়াছিল বোধ হয় তাহা তিনি ভুলেন নাই। সাহারাণপুরের বিদ্বৎপরিষদের সহিত আমার তিন দিন তর্ক হইয়াছিল ও তাহারা বিশেষভাবে পরাস্ত হইয়াছিল। পরে আর্য্য সমাজের সহিত যখন আমার তর্ক হইয়াছিল তখন ঐ সব পরাজিত পণ্ডিত আর্য্যসমাজের সহায়তা করেন, যে আর্য্যসমাজ রাম ও কৃষ্ণকে গালি দিয়া থাকেন। এবারেও আর্য্যসমাজের হার হইয়াছিল। এটওয়াতে যে তর্ক হইয়াছিল তাহাতে পণ্ডিত নজ্জারামকে হার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এইরূপ দ্বারভাঙ্গা, মির্জ্জাপুর, কাণপুর, দিল্লী, জিলা অম্বালার কুরালিতেও তর্ক হইয়াছিল।

কাশীর পণ্ডিতেরাও আমার দেওয়া প্রমাণগুলির খণ্ডন করিতে পারেন নাই। লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মাধব ভাণ্ডারী শাস্ত্রী ত' তর্ক না করিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন।

যদি কেহ ঘরে বসিয়া যাহা খুসি লিখিয়া ছাপাইয়া লয়, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি কয়েক বৎসর হইতে প্রত্যেককে আহবান করিতেছি যে যদি কাহারও সাহস থাকে তাহা হইলে জনতার সম্মুখে আসিয়া আমার সঙ্গে শাস্ত্রবিচার

করুক, কিন্তু ভীরু লোকেরা কখনও কনখও খবরের কাগজে বা ঘরে বসিয়া আমার মতের খণ্ডন করিয়া লেখে। আমি আবার ঘোষণা করিতেছি যে যদি আমার মতের বিরুদ্ধ পক্ষের কিছুমাত্র ব্রাহ্মণত্ব থাকে তাহা হইলে তাহারা শাস্ত্রবিচার করিয়া দেশের সহিত ঠিক সিদ্ধান্ত করুক। এখন আর জনতাকে ভুলের মধ্যে রাখা উচিত নহে। (১৯৩৮ সাল)

কি শীঘ্রই ঘটিবে

কলিযুগ সমাপ্ত হইবার পর সমস্ত সৃষ্টিতে ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইবে। কয়েকটি স্থান জলে ডুবিয়া যাইবে বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ হইবে। জগতে লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে কেবল ধর্ম্মাত্মা লোকেরাই সত্যযুগে থাকিবে, ভুমধ্যসাগরে (Mediterranean Sea) ভয়ানক যুদ্ধ হইবে ও রক্তের নদী বহিবে। মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, আরব মহাসাগর প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইবে ও সুয়েজ খাল (Suez Ganal) লইয়া ভীষণ ঝগড়া হইবে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি স্থানগুলি ধ্বংস হইবে।

যখন শ্রীকল্কি অবতার সমস্ত জগতে বেড়াইবার পর ভারতে ফিরিয়া আসিবেন তখন তাঁহার বিবাহ পরমপূজ্যা শ্রীপদ্মার সহিত হইবে। * যেখানে যেখানে গোমাংস খাওয়া হয় ও

---

*শ্রীকল্কি অবতারের পূর্ণ বৃত্তান্ত শ্রীকল্কি জীবনী অর্থাৎ কল্কি রামায়ণ (বাংলা) এ পাইবেন, মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

যেখানে অনেক কুকুর দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত যায়গা শ্রীকল্কি অবতার ধ্বংস করিয়া দিবেন কেমনা এই সমস্ত জায়গায়ই কলিযুগের ভিত্তি। প্রত্যেক চতুর্যুগীর ভিত্তি তাহার পরের চতুর্যুগীতে ধ্বংস হইয়া যায়। এই জন্যই গত চতুর্যুগীর কোন বৃত্তান্ত এই চতুর্যুগীতে পাওয়া যায় না। চারি বেদ, শাস্ত্রসকল ও পুরাণসমূহে অনেক জিনিষ বাদ পড়ে ও অনেক বাজে জিনিষ মিশিয়া যায় এবারও তাহাই হইয়াছে। **হিমালয়ের উপরে সিদ্ধাশ্রম আছে,** সেখানে সব ধর্ম্মপুস্তক সুরক্ষিত ভাবে থাকে। **সত্যযুগ আসিলেই ঋষিরা সেখান হইতে সমস্ত পুস্তক লইয়া আসিবেন,** এবং বর্ত্তমান পুস্তকগুলি এই যুগেই নষ্ট হইয়া যাইবে। শাস্ত্রসমূহে এই চতুর্যুগীর অবতারের কথা পাওয়া যায়। **শেষ অবতার শ্রীকল্কি ভগবান। পরের চতুর্যুগীর অবতারদের নির্ণয় আগত সত্যযুগের ঋষিরাই করিবেন। শ্রীকল্কি ভগবান আগত চতুর্যুগের ধর্ম্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন ও তখন হইতে নুতন সংবত চলিবে।**

বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণাম

বর্ত্তমান সঙ্কটের প্রকৃত ফলাফল ১৯৪৩ সালে সকল লোকেই বুঝিতে পারিবেন। উহার প্রথমেই জগতে এত নরহত্যা ও অন্যান্য গণ্ডগোল হইবে যে সকল লোকেই হায় হায় করিবে। এই সময়ে এমন অবস্থা হইবে যে সহরের বড় বড় বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিবে, সোণা, রূপা

এদিক ওদিক ছড়াইয়া থাকিবে কাহারও সে দিকে মন থাকিবে না, জলে, স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্রই কেবল মৃত্যুই দেখিতে পাওয়া যাইবে। যে সকল লোকেরা এখনও অর্থের জন্য কুকর্ম করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না তাহাদের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইবে।

এই ভবিষ্যৎ বর্ণনা একজন মহাত্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে যিনি জীবিত অবস্থাতেও জীবন্মুক্ত ছিলেন ও যিনি ভবিষ্যৎ সকলই দেখিতে পারিতেন। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ('সত্যযুগ' হইতে উদ্ধৃত।)

আপনার কর্ত্তব্য

এই ভয়ানক সময়ে আপনার কর্ত্তব্য এই যে প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তির সহিত জীবন কাটান। নিত্য ভগবানের ভজন কীর্ত্তন হওয়া উচিত কেননা ভগবানের সুদর্শন চক্র এখন ভারতে শীঘ্রই চলিবে যাহা শীঘ্রই পাপীদের বিনষ্ট করিবে, (ইহার পূর্ণ বিবরণ চেতাবনীর দ্বিতীয় ভাগ বা "এখন কি হইবে" পুস্তকখানিতে পড়ুন।

যে সব লোকেরা এই পরিবর্ত্তন হইতে বাঁচিয়া সত্যযুগ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে, শ্রীকল্কি ভগবানের কৃপায় তাহাদের মধ্যে

বালকেরা নবযুবক হইবে ও বৃদ্ধেরা যুবক হইয়া যাইবে। শ্রীকল্কি ভগবানের পূর্ণস্বরূপ দর্শনের পর শিশুরাও বলিষ্ঠ শরীর লইয়া জন্মিবে।

কলিযুগ সমাপ্ত হইবার সময় যুদ্ধ ও রোগে এত লোক ও পশু মরিবে যে সমস্ত বায়ুমণ্ডল দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইবে কিন্তু শ্রীকল্কি ভগবান আসিবামাত্র তাঁহার পবিত্র শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হইবে ও তাহা দ্বারা সমস্ত দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে। কলিযুগ সংবত ২০০০ বিক্রমী অর্থাৎ ১লা আগষ্ট ১৯৪৩ সালে সমাপ্ত হইবে। সেই দিন খুব বড় সূর্য্যগ্রহণ হইবে। এই গ্রহণ কলিযুগে আরম্ভ হইবে ও তার পরদিন ১২-৪৪ মিনিটের পর সত্যযুগে সমাপ্ত হইবে। উহার দ্বারা গগনমণ্ডল শুদ্ধ হইয়া যাইবে, পিতার সামনে পুত্র মরিবে না, কোন স্ত্রী বিধবা হইবে না, অনেক ফসল হইবে, মানুষের আয়ু ৪০০ বৎসর হইবে, বর্ষা ঠিক সময়ে হইবে, কোন লোক অসুস্থ হইবে না, হাসপাতাল থাকিবে না, আদালত থাকিবে না, লোকেরা কোন পাপ করিবে না, সকলেই পূর্ণ আনন্দে সময় কাটাইবে, ব্যভিচার হইবে না, কেহ বেশ্যা হইবে না, খাদ্যদ্রব্য সস্তা হইবে।

কলিযুগের সমস্ত ধন সত্যযুগের লোকেরা পাইবে, সোণা এত বাঁচিবে যে তাহা বাড়ী তৈয়ার করিবার কাজে লাগিবে। সত্যযুগের নিয়মানুসারে অনেক নূতন সহর হইবে। গরুবাছুর অনেক হইবে, জঙ্গল পশুপক্ষীতে

ভরিয়া থাকিবে, সোণার টাকা চলিবে, হীরা জহরত অনেক হইবে, লোকেরা ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। প্রত্যেক কলিযুগে অনেক প্রকারের মত মতান্তর জন্মিয়া থাকে কিন্তু সত্য যুগে লোকেরা কেবল এক ঈশ্বর ও সনাতন ধর্ম্মকে মানিবে।

ইউরোপের জেনারল লুডেনডর্ফ লিখিয়াছেন যে ইউরোপ ধ্বংস হইবার দিকে চলিতেছে। এসিয়ার লোকেরা ইউরোপীয়ানদের স্থান গ্রহণ করিবে। দিল্লী ও মথুরা আর একবার উন্নতির শিখরে উঠিবে। দিল্লী আবার স্বর্ণময়ী বলিয়া খ্যাত হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মের পবিত্র পুস্তক সমূহে এক নূতন অবতারের আগমনের কথা পাওয়া যায়। বর্ম্মাতে ১০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু গৌতম বুদ্ধের নূতন অবতার অর্থাৎ কল্কি অবতারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুরা অজ্ঞান ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। ইহাদের এখন চেতনা হওয়া উচিত। প্রত্যেক মনুষ্যের পাপ ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে চলা উচিত। সকাল সন্ধ্যা কীর্ত্তন করা উচিত ও ভগবানের কাজে অর্থব্যয় করা উচিত।

বৌদ্ধদের সঙ্গে যুদ্ধ

কল্কি ভগবান যখন ভারতবর্ষে আসিবেন তখন বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁহার ভয়ানক যুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ চীন, জাপান,

মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশে এই যুদ্ধ হইবে ও তাহাতে রক্তের নদী হইবে। শুকদেব মহাশয় সঙ্গে থাকিবেন ও অনেক সৈন্যও তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। ইহাদের সকল সৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। জাপানের এক অংশ জলে ডুবিয়া যাইবে।

*

বৌদ্ধদের ধ্বংস হইবার তাহাদের দুঃখী স্ত্রীরাও কল্কি ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবে। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের ভক্তি দেখিয়া ভগবান উহাদের মুক্তি দিবেন। **এক ভয়ানক যুদ্ধ কীকট দেশেও (বর্ত্তমান পাটনা) হইবে। তখন আমেরিকাও যোগ দিবে* ও ভুমধ্যসাগরে (Mediterranean) ভয়ানক গণ্ডগোল হইবে। ভারতবর্ষ ও আন্যান্য দেশে খাদ্যদ্রব্য মোটেই পাওয়া যাইবে না। জার্ম্মানী নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিবে, মাবাপ নিজের সন্তানদের ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।**

রাস্তায় চলিতে চলিতে ভগবান মরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন যিনি ভগবান রামের সময় হইতে তপস্যা করিতেছেন ও শ্রীকল্কি অবতারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভগবান সেখান হইতে

---

* আপনারা মনে রাখিবেন যে আমাদের এই ভবিষ্যৎ বাণী ১৯২৪ সালে লেখা হইয়াছিল যে সময়ে ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে কেহই প্রস্তুত ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত

গঙ্গার কিনারায় আসিবেন ও মহারাজা শান্তনুর ভাই, অর্থাৎ পিতামহ ভীষ্ম ও তাঁহার কাকা দেবাপীর সহিত মিলিত হইবেন। ঐ দুইজন প্রত্যেক যুদ্ধে ও কার্য্যে ভগবানের সঙ্গে রহিবেন

এক দিকে সকলকে পরাস্ত করিয়া কল্কি ভগবান মরু দেবাপী ও রাজা বিশাখযুপের সহিত দিগ্বিজয়ের জন্য অন্যদেশে অর্থাৎ ইউরোপে যাইবেন। ১৯৫২ সালের আরম্ভেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুকাল পরে মরু দেবাপীকে তাঁহাদের রাজ্য দিবেন। কল্কী পুরাণে লেখা আছে যে ভগবানের ভক্তেরাও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। কয়েকজন অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথিবীতে কেহই স্বীকার করিত না যে ভূমধ্য সাগরে ভয়ানক গণ্ডগোল হইবে, সুয়েজ খালে যুদ্ধ হইবে, জার্ম্মাণী নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে ইত্যাদি। কিন্তু এখন সকলের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে জার্ম্মাণী নিরস্ত্র জনসাধারণ ও সহর গ্রামের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া ঘোরতর অত্যাচার ও পাপকর্ম্ম করিতেছে, ভূমধ্যসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরে ভয়ানক যুদ্ধ হইতেছে, সুয়েজ খাল লইয়াও গণ্ডগোল হইতেছে, আমেরিকাও যুদ্ধে যোগ দিয়াছে ইত্যাদি। যদি আমাদের সত্য সিদ্ধান্তগুলি আপনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহা হইলে আপনার মুখ্য কর্ত্তব্য এই যে শান্তি বাণীর প্রচারক আমাদের এই চেতাবনী পুস্তকখানির নিস্কাম-ভাবে প্রচার করা। যদি আপনাদের কাহারও বিশ্বাস না হয় যে চেতাবনী ১৯২৪ সাল হইতে প্রচার হইতেছে তবে আমাদের 'এখন কি হইবে' (মূল্য ৮০) পুস্তকখানি পড়ুন যাহাতে সকল বিষয়ই প্রমাণ করা হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বেদের অনুসারে চলিবে। বর্ণসঙ্কর থাকিবে না ইহা পূর্ণ আনন্দ ও ধর্ম্মের সময় হইবে। এই সমস্ত সত্যযুগ আরম্ভ হইবার ১০০ বৎসরের সন্ধির মধ্যেই ঘটিবে

ভক্তদের অবতার

আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে ভগবানের ভক্তদিগের অবতার হইয়াছে। এই বিষয় সম্বন্ধে কেহ কেহ "মালিকা" নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া আমাদের লিখিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধি ভক্ত কবীরের অবতার এবং হরিজন আন্দোলন ও চরকায় সুতাকাটার প্রচারই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মহাত্মার জীবনকালেই ভারত স্বাধীন হইয়া যাইবে ও তিনি ১৩ দিন এই স্বাধীন ভারতকে শাসন করিবেন এবং পরে স্বাভাবিকরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হইবেন ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মতামত জানিতে চাহেন এবং ইহাও জিজ্ঞাসা করেন যে কোন কোন ভক্তের জন্ম হইয়াছে ও কে কোথায় আছেন। আমরা আমাদের ভক্তদিগকে নিবেদন করিতেছি যে শ্রীভগবান রামের সময়েও মুষ্টিমেয় ভক্ত ছিলেন যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতেন ; অন্য সকলে তাঁহাকে একজন পরাক্রমশালী রাজা বলিয়াই জানিতেন। এই প্রকারে শ্রীভগবান কল্কির স্বরূপ অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জানিবেন ও যাঁহারা জানিবেন তাঁহাদেরই কল্যাণ হইবে।

ভগবানের ভক্তদিগেরও অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু অতি অল্পসংখ্যকই নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখেন। অধিকাংশ ভক্তদিগের নিজের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। যে সময় তাঁহাদের নেতারা তাঁহাদের জ্ঞান দান করিবেন তখনই তাঁহারা নিজেদের প্রকৃত সত্ত্বা সম্বন্ধে জানিবেন। শ্রীহনুমানেরও নিজের বল সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। যখন তাঁহাকে ভগবান জ্ঞানদান করিয়াছিলেন তখনই তিনি প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকার অনেক তথ্য আছে যাহা কেবল ভক্তজনেরাই অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা কেবল বাদপ্রতিবাদ ও বিরোধ শত্রুতা লইয়া কাল কাটাইয়া থাকে তাহারা এই রহস্যকে কি বুঝিবে। বিপদের ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে অতএব এই কলিযুগের পাপ ও ভয়পূর্ণ সময় হইতে বাঁচিয়া সমাগত স্বর্ণময়ী যুগ পর্য্যন্ত সেই ভক্তেরাই বাঁচিবেন যাঁহারা পরস্পরের সহিত শান্তির সহিত থাকিবেন, যাঁহারা দুষ্টদের জ্বালাতনেও শান্তি ও ধৈর্য্য ত্যাগ করিবেন না ও সংসারকে সত্য পথের উপদেশ দিবেন। কেবল এই ভক্তদের লইয়াই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

ভয়ানক ভুল

অনেক লোকে মনে করেন যে সম্বত ২০০০এ. প্রলয় হইয়া যাইবে অর্থাৎ সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে, সকল জিনিস ধ্বংস হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এই প্রকারে নানা ভুল মত প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এই প্রকার মনুষ্যেরা

"চেতাবনী" কে বুঝিবার চেষ্টামাত্রও করেন নাই। তাঁহারা জানেন না যে যুগ কি বা যুগের পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে এবং যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে কি কি ঘটিয়া থাকে; সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ কাহাকে বলে ও সন্ধি ও সন্ধ্যাংশে মনুষ্যদের কি প্রকার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই প্রকার মনুষ্যদিগকে আমাদের পুস্তকটি বারম্বার পড়া উচিত।

শাস্ত্রানুসারে সম্বত ২০০০এ কলিযুগের ৪০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ সমাপ্ত হইবে। আসল কলিযুগের ত' ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন কলিযুগের সন্ধ্যাংশ চলিতেছে; এই সময়ে কখনও এক ধর্ম্ম থাকে না। এই জন্যই আজকাল শত শত মতামতের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন সম্বত ২০০০এ কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগের একশত বৎসরের সন্ধি আরম্ভ হইবে যাহাতে সত্যযুগের অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে। কিন্তু পূর্ণ সত্যযুগ ইহার পরই আরম্ভ হইবে ও ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে; ইহার পর ১০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ আরম্ভ হইবে। এই প্রকারে সত্যযুগের সন্ধি সন্ধ্যাংশের সহিত ১২০০ বৎসর হইবে। যুগের সকল হিসাব প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। (আর, কে, জি)

বর্ণসঙ্কর

মনু আদি শাস্ত্রে লেখা আছে যে বিভিন্ন জাতীয় পিতা মাতার সন্তানদিগকে বর্ণসঙ্কর বলে ... ইহাদের স্বভাবই

পাপপূর্ণ। এই দ্বিজ তয় লোকদিগের ঐরূপই সন্তান হইযা থাকে। উহাদের রক্ত এবং আচরণে বিভিন্নতা দেখিয়া ঋষিরা উহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যাহারা ঐ অবস্থায়ই থাকে তাহারা কিছু ভাল হয়। শেষের অন্ত্যজ (অছুত) জাতির মধ্যে অতিরিক্ত মিশ্রণ হওয়ায় তাহারা পাপযোনি হইয়া গিয়াছে। ব্যাসস্মৃতি, যমস্মৃতি, ভাগবৎ প্রভৃতিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভজন (২২৭)

অব হোঁ গই ভ্রষ্টাচার। ধুয়া॥

বহুতোঁনে গোটি কটবাই দিয়ে জনেউ উতার।
পণ্ডিত পড় কর বেদশাস্ত্র জানেনা উসকা সার॥
বর্ণ-আশ্রম ধর্ম্ম ভি ছুটা, বৃথা হোত পুকার॥
দুষ্টলোক ব্যভিচার করত হ্যাঁয়, ভেষ গেরুয়া ধার।
এ্যাসে কলিযুগমে হরিভক্তি মুক্তি কা আধার॥
অভি অধর্ম্ম বঢ়েগা জগমে, মরে বহুত সংসার।
পড়েঁ বড়ে অকাল বর্ষাসে, রোগ করে বীমার॥
অত্যাচার বহুতহি বাঢ়ে করে দুষ্টন সংহার।
তৎপশ্চাৎ অপনে জীবোঁপর, দয়া করেঁ করতার॥
ধর্ম্মকা প্রেম জগতমে ফ্যায়লে, সবকা হো উদ্ধার।
সম্বত দো হাজারমে আয়ে নিষ্কলঙ্ক অবতার।
নারায়ণ লীলধারি কি, লীলাপর বলিহার॥

গদ্যানুবাদ

এখন অনেক ভ্রষ্টাচার আরম্ভ হইয়াছে।

কেহ বা নিজের শিখা কাটাইয়াছে, কেহ বা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে।

পণ্ডিতেরা বেদশাস্ত্র পড়ে কিন্তু উহার সারমর্ম্ম কিছুই জানে না।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও লোক পরিত্যাগ করিয়াছে, লোকে মিছাই চীৎকার করিতেছে।

দুষ্টলোক গেরুয়া ধারণ করিয়া ব্যাভিচার করিতেছে।

এই প্রকার কলিযুগে হরিভক্তিই মুক্তির আধার।

জগতে অধর্ম্ম এখন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে অনেকের (অকাল) মৃত্যু হইবে।

শষ্যক্ষেত্রে অকাল পড়িবে এবং অনেক রোগও বাড়িবে।

দুষ্টদের অত্যাচার অনেক বাড়িয়া যাইবে।

তাহার পরে ভগবান জগতের উপর দয়া করিবেন।

(যাহাতে) প্রেমের ধর্ম্ম জগতে ছড়াইয়া পড়ে ও সকলের উদ্ধার হয়।

সম্বৎ ২০০০এ নিষ্কলঙ্ক অবতারের আবির্ভাব হইবে।

লীলাময় নারায়ণের লীলার কি অপার মহিমা।

যজ্ঞোপবীত ও শিখা

পূর্ব্বকালে যজ্ঞোপবীত ও শিখার জন্য বহুবার রক্ত বহিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের সময় হিন্দুরা ইহার জন্য অনেক আত্ম-ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন কলির জোর এত বেশী হইয়াছে

যে হিন্দুরা যজ্ঞোপবীত ও শিখা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতেছেন : আর ক্রিয়াকর্ম্ম ত' সমস্ত নষ্ট হইতেছে * অন্য জাতির লোকেরা কোন না কোন উপায়ে ব্রাহ্মণ বা রাজপুত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক লোকেরা জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হইয়া থাকে। ইহাই চার বর্ণ। বর্ণসঙ্কর পরে হইয়াছে। লোকেরা যাহাই করুক না কেন এজন্মে বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কর্ম্ম অনুসারে পরজন্মে বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চজাতির হিন্দুরা ত' যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিতেছেন আর নাপিত, চামার, ছুতার প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর জাতিরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছে। ব্যাস ঠিকই লিখিয়াছেন **নীচঃ মহাত্মং গতাঃ** অর্থাৎ কলিযুগে নীচলোকেরা উচ্চে উঠিবে।

নূতন কল্কি অবতার

আমি চেতাবনীতে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে আমি কল্কি ভগবানের আসিবার কথা বিক্রম সংবৎ ১৯৮১ অর্থাৎ ১৯২৪ সালে সাধারণকে জানাইয়াছিলাম। উহার কয়েক বর্ষ গত হইবার পরই কয়েকজন অর্থলোভী ধূর্ত্ত লোকেরা নিজ-দিগকেই কল্কি অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। উড়িষ্যাতে এক সাধু এই কাজ করিতেছে, এই কয়েকজন স্বার্থপর লোক

---

*হিন্দুদের ব্রত ও পূজাপার্ব্বণ (মূল্য ॥৹) পড়িলে জানিতে পারিবেন।

নিজেকেই কল্কি অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ বিহার হইতে আমার নিকট এক পত্র আসিয়াছে যে অমৃতসরে এক বাবা ভগবানদাস থাকেন তাহার পুত্র ভোলানাথই কল্কি অবতার কি না? আমি সাধারণকে সাবধান করিতেছি যে অমৃতসরের লালা ভগবানদাস ও তাহার পুত্র ভোলানাথকে আমি জানি, দুই জনেই ধর্ম্মের কিছুই জানেন না। লোকদিগকে জালে ফেলিবার জন্য অনেক কিছুই হইয়া থাকে। উহারা সরল প্রকৃতি লোকদিগকে ঠকাইয়া বড়লোকের মত জীবন যাপন করিতেছে। অমৃতসরে ও লাহোরে উহাদের শেষ খবর জানা যাইতে পারে। জিলা গুজরাণওয়ালা সম্বুড়িয়ালে এক মুসলমান আপনাকে ইমাম মেঁহদি ও কল্কি অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। পাঞ্জাবের সাঢোরের নিকটেও একজন লোক কল্কি অবতার হইয়া বসিয়াছেন। এইরূপ কয়েক স্থানে কয়েকজন অর্থলোভী নিজেকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সাধারণকে সাবধান করা যাইতেছে যে তাহারা যেন ইহাদের কাহারও প্রবঞ্চনাতে না ভুলিয়া যান আর ইহাদের লিখিত মিথ্যা পুস্তক ক্রয় না করেন।

সম্প্রতি জিলা বালিয়া হইতে বিষ্ণুবাবা নামক এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছে

এই পত্র ১৯৩৮ সালে গুড়গাঁওতে আমার নিকট লেখা হইয়াছিল, উহাতে লেখা ছিল যে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যক্তিই

কল্কি অবতার। এবং তিনি আমার নিকট আসিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম। এই প্রকার জেলা জৌনপুর হইতে এক ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছিল। যখন আমি তাহার কোন কথা মানিলাম না তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে লিখিয়াছিল যে আমি যেন তাহাকে পায়ের ধূলা দিই ইহাতেই তাহার কল্যাণ হইবে। যিনি কিছুকাল পূর্ব্বে অবতার হইয়া বসিয়াছিলেন, পরে তিনিও চরণের দাস হইতে প্রস্তুত হইলেন। সাধারণকে সাবধান করা যাইতেছে যে তাহারা যেন এই সব প্রবঞ্চক হইতে সতর্ক থাকে।

আমার শেষ উপদেশ

কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ আসিতেছে। এখন সকলে সমাগত সত্যযুগের জন্য বন্দোবস্ত করা উচিত। নীচ জাতির সহিত মেলামেশা করা উচিত নহে যদিও তাহারা উঁচু হইতে চেষ্টা করে।

ভগবান রাম তপোনিযুক্ত শূদ্র শম্বুককেও হত্যা করিয়াছিলেন। নীচ লোকদিগকে বিশ্বাস করাও শাস্ত্রে পাপ লিখিয়াছে কারণ তাহাদের শিরায় শিরায় পাপ এবং প্রবঞ্চনা পূর্ণ থাকে। এইজন্য উহাদের নিকট হইতে দূরে থাকা উচিত। আজকাল লোকেরা ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে ইহার শীঘ্রই সংশোধন করা উচিত।

সত্যযুগ দর্শনম্

আহম্মদাবাদের শ্রীহরেরাম ব্রহ্মর্ষির লিখিত কয়েকখানি ধর্ম্ম পুস্তক আমার নিকট আসিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে আমার "চেতাবনীর"র প্রচারের জন্য ইনি এই পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ আমার অনুমতি অনুসারে ছাপাইয়া লোকদিগকে ইহার অনুযায়ী চলিবার জন্য খুব জোর দিয়াছেন। এবং নিজেও কিছু কিছু লিখিয়াছেন—উহা সবই ঠিক। আমি ব্রহ্মর্ষির এই অমূল্য কাজের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। সর্ব্বস্থানেই মহাত্মা ও বিদ্বান লোকেরা চেতাবনীর সহিত একমত হইয়া ইহার প্রচার করিতেছেন। এখন এক আধ জন মহামুর্খ-ই চেতাবনীর বিরুদ্ধতা করিতেছে। চেতাবনী পড়ুন এবং অন্যকে পড়ান, ইহাতে সকলের কল্যাণ হইবে।

সত্যযুগ প্রচারক মহাসংঘ

১। সনাতন ধর্ম্মগুরু শ্রীহরেরাম ব্রহ্মর্ষি মহারাজ

ঠিকানা—পণ্ডিতপোল, সারঙ্গপুর, আহম্মদাবাদ, গুজরাট।

'**সত্যযুগ দর্শন**' এর প্রচারক। ইনি গুজরাট, কচ্ছ, কাঠিয়াওয়াড়, মারবার, মেবার, নিমাড়, সিন্ধু, আফ্রিকা প্রভৃতি অনেক দেশে নিজের বক্তৃতা দ্বারা ও লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করিয়া প্রচার কার্য্য করিতেছেন।

২। স্বামী রাজনারায়ণ শাস্ত্রী, চেতাবনী কার্য্যালয়

রেজিষ্টার্ড. গুড়গাঁও হইতে লক্ষ লক্ষ পুস্তক দ্বারা আগত সত্য-যুগের সম্বন্ধে প্রচার করিতেছেন।

৩। ইন্দর বাজার বৈদ্যশালার সুপ্রসিদ্ধ গণিত জ্যোতিষী পণ্ডিত গোপীনাথ দীনানাথ শাস্ত্রী চুটেলকর মহাশয় 'যুগ পরিবর্ত্তন' পুস্তকদ্বারা প্রচার করিতেছেন।

৪। সত্যযুগ আশ্রম, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ হইতে 'সত্যযুগ' মাসিক পত্রিকা দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

৫। কাশী, টেড়িনিম হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মহাশয় প্রচার করিতেছেন।

৬। রামনাথ মহাদেবের মহন্ত স্বামীজি মহারাজ, ছোটিবড়ি পানোতি, নর্ম্মদা, ভায়া চানোদ প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

৭। 'নবযুগ' লীলামন্দির, দেওঘর, বৈদ্যনাথধাম হইতে প্রচারকার্য্য চলিতেছে।

৮। বদরীকাশ্রম নিবাসী পণ্ডিত বাচস্পতি শর্ম্মা রাজ-জ্যোতিষী মহাশয় দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রচার করিতেছেন।

৯। শ্রীউষাপতি সিংহ ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কলেকটার মহাশয় 'সত্যযুগ-আগমন' দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

ঠিকানা—পঞ্চহি দেউড়া, পোঃ মধেপুর, জিলা দ্বারভাঙ্গা।

১০। শ্রীখেলনাথ ঝা, গ্রাম বৈয়াম পোঃ কোটিয়া, জিলা দ্বারভাঙ্গা (বিহার) 'কলিযুগ সমাপ্ত হোকর সত্যযুগ আরম্ভ' পুস্তিকা দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

১১। শেঠ চিম্মনরাম গাড়োদিয়া, শেগাঁও বেরার হইতে চেতাবনীর মারাঠি সংস্করণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

১২। সেক্রেটারী হনুমানালাইয়াম, গুন্টুর, মাদ্রাজ হইতে তেলগু সংস্করণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

১৩। মারুথী বুক ডিপো, গুন্টুর, মাদ্রাজ তামিল ও কিনারিজ সংস্করণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

১৪। সত্য যুগ আশ্রম, কামাখ্যা, কাশী হইতে পণ্ডিত সূর্য্যপ্রসাদ শাস্ত্রী হিন্দিতে প্রচার করিতেছেন।

ইহা ছাড়াও অনেকে প্রচার করিতেছেন। চেতাবনী পড়ুন ও অন্যকে পড়ান তাহা হইলেই আপনার কল্যাণ হইবে।

কলিযুগের সমাপ্তি ও সত্যযুগের আগমনের সূচনা।

কলিযুগ সমাপ্তির ও সত্যযুগ আসিবার কথা আমি, বিক্রম সংবৎ ১৯৮০ অর্থাৎ ১৯২৪ সালেই সাধারণকে জানাইয়াছিলাম। তখন অনেক অল্পবুদ্ধি লোকেরা ইহা মানে নাই। তাহার পর ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীরা এই

কথাই ভবিষ্যৎবাণী করেন ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার লেখার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে। এই কথা আমি চেতাবনী নামক হিন্দি পুস্তকে প্রকাশ করি উহা ১ লক্ষ ৪৬ হাজারের বেশী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন এই পুস্তক কয়েক ভাষাতে প্রকাশিত হইতেছে। ইউরোপের বিদ্বানেরা পৃথিবীতে অদূর ভবিষ্যতে কি হইবে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই চেতাবনীতে লেখা হইয়াছিল। কোন বিদ্বানই চেতাবনীর অতিরিক্ত একটী ভবিষ্যৎ বাণীও করিতে পারে নাই।

সম্বৎ ২০০০ অথবা ভাবী মহাভারত

এই নামের এক পুস্তক প্রসিদ্ধ যোগীরাজ শ্রীঅবধূত স্বামী কেশবানন্দ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন। ইহাতে আমার লিখিত চেতাবনীরই সমর্থন করিয়া যাহারা কলিযুগ লক্ষ বর্ষের বলে তাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

"ভাবী ভারত"

বেনারসের (কাশীর) পণ্ডিতেরা আমার চেতাবনী সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন লাল শর্ম্মা "ভাবী ভারত" বা "সত্যযুগের আরম্ভ" নামীয় এক পুস্তক লিখিয়াছেন যাহাতে স্পষ্টভাবে আমার এবং আমার চেতাবনীর নাম উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন অর্থাৎ আমার চেতাবণীর সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া যাহারা কলিযুগ লক্ষ বর্ষের বলে তাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সম্মতি

অনেক স্থানের পণ্ডিতেরা কলিযুগের সম্বন্ধে বড় বড় শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়াছেন পরে আমার প্রত্যেক শাস্ত্রার্থে নিরুত্তর হইয়া পরস্পর বিচার করিয়াছি ও তাঁহারা স্পষ্টভাবে আমার কথা স্বীকার করিয়াছেন। উঁহাদের এক জনের পত্র নীচে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীমান পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা শাস্ত্রী, ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহারাজা সংস্কৃত কলেজ, সওয়াই জয়পুর লিখিয়াছেন—"শ্রী ১০৮ স্বামী পণ্ডিত রাজনারায়ণ ষট্‌শাস্ত্রী আচার্য্য, ভক্তি যোগাশ্রম, ফাজিলকা চেতাবনীর লেখক। এই চেতাবনীতে তিনি যুগের হিসাব লিখিয়াছেন। শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে দেখানো হইয়াছে যে কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হয়। বর্ত্তমান কলিযুগ বিক্রম সংবৎ ২০০০ হাজারে শেষ হইয়া সত্যযুগ আসিবে উহা সম্পূর্ণ ঠিক। আশা করি ইঁহার পরিশ্রম হইতে লোকেরা লাভবান হইবেন।"

(হস্তাক্ষর) শাস্ত্রী রামচন্দ্র শর্ম্মা
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ

তাং ১২ মার্চ্চ, সন ১৯২৭ সওয়াই জয়পুর

এখন কি হইবে

এই সময়ে সংসারে ভয়ানক গণ্ডগোল হইতেছে। সকলেই

বলিতেছে যে সম্বত ২০০০এ কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ আসিতেছে ও ভগবান কল্কি প্রকট হইয়াছেন। কিন্তু সত্য বৃত্তান্ত সকলে জানিতে পারে না যে ভগবান কি প্রকারে প্রকট হইয়া থাকেন ও লীলা করিয়া থাকেন। আমরা কি করিয়া ভগবানের দর্শনলাভ করিতে পারি। অতি শীঘ্রই ভগবানের সুদর্শন চক্র কি করিবে? এই বিষয়ে জগতের সাধু মহাত্মা ও বিদ্বানরা কি বলিতেছেন? আপনি কি জানেন যে পাণ্ডবদের সময়ে ১৩ দিনের শুক্লপক্ষের রোহিণী শকট ভেদ যে যোগ ছিল যাহাতে মহাভারতের প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ হইয়াছে, এখন সেই যোগ চলিতেছে। এই যোগে কি কি ঘটিবে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ও নূতন দেশনেতাদের আবির্ভাব হইবে যাঁহারা নূতন আইন রচনা করিয়া এই নূতন জগতের পরিচালনা করিবেন। ইহার পূর্ণ বিবরণ দ্বিতীয় ভাগে দেখুন। এই বইখানিতে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানির নাম 'এখন কি হইবে'। মূল্য—হিন্দি ॥৵০, বাংলা ১৲, উর্দ্দু ॥৵০, ডাকমাশুল ।৵০ আনা আলাদা দিতে হইবে। মূল্য প্রথমে পাঠানো উচিত।

জরুরী নোট

কিছু নূতন ঘটনা যাহা চেতাবনী অনুসারে জগতে সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা এই সংস্করণে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া চেতাবনীর সমস্ত অংশই ১৯২৪ সালে লেখা হইয়াছে।

আমাদের সততা

আজকাল যে সব পরিবর্ত্তনের কথা কাগজে রোজ দেখিতেছেন, তাহা আমাদের চেতাবনীতে ১৯২৪ সাল হইতেই দেওয়া আছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে আগামী ঘটনাসমূহও চেতাবনী অনুসারে ঘটিবে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী।

(১৭-১-৩৬ তারিখের সাণ্ডে ক্রনিকেল দেখুন।)

"একজন মহান নেতার শীঘ্রই আবির্ভাব হইবে, যিনি পৃথিবীকে এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে রক্ষা করিবেন। সৌরমণ্ডলের চারিটি মুখ্য গ্রহের অবস্থান হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ১৯৪১ সালের মে মাসের এই গ্রহগুলির সন্ধিক্ষণে এই নেতার আবির্ভাব হইবে।" এইভাবে এডওয়ার্ড লিণ্ডো নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী People নামে পত্রিকায় লিখিয়াছেন।

"তিনি একজন শক্তিশালী বক্তা হইবেন। তাঁহার মধুর স্বরে সকলেই আকৃষ্ট হইবে। তিনি একজন স্বভাব-কবি হইবেন ও তাহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সঙ্গীতের প্রকাশ হইবে। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই অদ্ভুতরূপে সফল হইবে। যে তাঁহার নিকট একবারও আসিবে সেই বুঝিতে পারিবে যে এইরূপ মধুর স্বভাবের সুন্দর মনুষ্যের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

তিনি যেখানেই যাইবেন, সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে ভালবাসিবে ও তাঁহার অনুসরণ করিবে। তাঁহার প্রধান কার্য্য হইবে আজকালকার যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণগুলিকে ধ্বংস করা। তিনি যখন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করিবেন, তখন হইতেই অস্ত্রব্যবসায়ীরা নিজেদের অর্থ ও শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োগ করিবে ও তাঁহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তিনি এক অতি আশ্চর্য্য উপায়ে এই লোকদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ করিবেন ও উহাদের উপর বিজয়লাভ করিবেন।

তিনি সর্ব্বসময়েই জনসাধারণের সেবায় ব্যাপৃত থাকিবেন। অর্থাৎ তিনি সমাজ সংস্কারের দিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিবেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম জনসাধারণের সর্ব্বগুণান্বিত নেতা হইবেন। অন্য কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না।

এই মহান ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সফল হইবেন কেননা তিনি সর্ব্বদাই দেশ ও জাতি হইতে উর্দ্ধে থাকিবেন। তাঁহার নেতৃত্বে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অধিকার সমূহ ফিরিয়া পাইবে। তাহারা কেবল পুরুষদিগের সমান হইবে না পরন্তু তাহারা পুরুষদের জীবন ও প্রত্যেক কার্য্যই মধুর করিয়া তুলিবে।

রাজনীতিবিদেরা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জীবনকে মধুরতর করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

তাঁহার প্রচারের ফলে পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক সমস্যাসমূহে

অনেক পরিবর্ত্তন আসিবে। আজকাল প্রত্যেক দেশে নিজের নিজের মুদ্রা প্রচলিত আছে ও অর্থনীতিবিদেরা জগতে নিজেদের ষড়যন্ত্র দ্বারা অনেক দুঃখকষ্ট আনিতেছে, তখন এই সকলেরই পরিবর্ত্তন হইবে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই প্রকারের মুদ্রা চলিবে।

আমার মতে এই সমস্ত উন্নতির সহিত আমাদের আরও একটি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশই 'লিগ অফ নেশনস্'এ সম্মিলিত হইবে।

অতএব আপনারা যখন এ বৎসরের বড়দিনের উৎসব পালন করিবেন তখন আপনারা আজকালকার দুঃখ সমূহের কথা ভুলিয়া যাইবেন এবং হৃদয়ে উৎসাহ আনিবেন কেননা আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা শীঘ্রই আসিতেছেন।

সম্বত ২০০০এ সূর্য্য গ্রহণ

এই সময়ে ভারতবর্ষে সূর্যাগ্রহণ সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। ইহার একটি কারণ এই যে অকৃত্রিম চেতাবনী (রেজিষ্টার্ড) পুস্তকখানিতে শ্রাবণ অমাবস্যা সম্বত ১০০০এ সূর্যাগ্রহণ লেখা আছে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কেবল স্বর্গীয় পূজ্য শ্রী ১০৮ স্বামী রাজনারায়ণ ষটশাস্ত্রি মহাশয়ই বলিতে পারিতেন। কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে এই বিষয়ে প্রতিদিন পত্র আসাতে আমরা কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি। সত্য এই যে আমাদের বহুদিনের প্রচারকার্য্য সত্ত্বেও কিছু লোক এখনও শব্দজালে পড়িয়া আছেন। স্বামিজী যে সমস্ত ভবিষ্যৎ-বাণী—বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, অকাল মৃত্যু, বন্যা, অতিরিক্ত বর্ষা, প্লেগ, ভূমিকম্প, কলিযুগের শেষ ও সত্যযুগের আগমন ইত্যাদি—চেতাবনীতে করিয়াছেন তাহা সমস্ত পৃথিবীর জন্য, কোন বিশেষ দেশের জন্য নহে এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীই এখন সমস্ত জগতেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব যদি সূর্যাগ্রহণ কেবল ভারতবর্ষে না হইয়া অন্যান্য দেশে হয় তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। অনেক পঞ্জিকা লেখকেরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে এই সময়ে সূর্যগ্রহণের যোগ আছে। তবে আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে সূর্যাগ্রহণ হইবে না? সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে উর্দ্দুর মুফিদ-আলম পঞ্জিকা, কুরুক্ষেত্র পঞ্জিকা ও হিন্দির পঞ্চাঙ্গদিবাকর দেখুন অন্য জ্যোতিষীরাও গ্রহণ হইবে এই মত দিয়াছেন মনে রাখিবেন, ভগবানের ইচ্ছায় সব কিছুই হইতে পারে ও হইতেছে ও তাঁহার কৃপাতেই জগতে আবার শান্তি স্থাপিত হইবে। এখন আমাদের প্রতিদিন ভগবানের নাম জপ করা উচিত; তিনি নিশ্চয়ই কল্যাণ করিবেন। ওঁ শান্তি। ধর্ম্মরত্নাকর রামকৃষ্ণ গুপ্ত।

Printed at Excelsior Printing Works, Delhi
(Paper supplied by the Press at control rates)

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল

শ্রীভগবান কল্কি অবতারের জীবন চরিত

অর্থাৎ

কল্কি রামায়ণ

১৯৪৩ সালের সংস্করণ ছাপা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীভগবান কল্কি অবতারের বিষয় এই পুস্তকে সমস্তই দেওয়া তিনি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিবেন, কাহাদের উপর ক্রমণ করিবেন, তিনি সপরিবারে কোথায় কোথায় অবস্থান রিবেন সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান কল্কি বতারের বিবাহ যে জগৎ মাতা পদ্মাবতীর সহিত হইবে, তাঁহারও স্পূর্ণ বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। তিনি কোন রাজার ন্যা হইবেন, তাঁহার কি কি লীলা হইবে সমস্তই বিস্তারপূর্ব্বক ই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান কল্কি অবতারে ভ্রাতাগণ, াতাপিতা তথা সমস্ত পরিবারের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। মস্ত বর্ণনা এমন সরল ভাবে করা হইয়াছে যে একটি বালকেও হা পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে যে আগামী কালে কি কি টনা ঘটিবে।

অতিরিক্ত অর্থব্যয় ও কাগজের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা তিন চারিগুণ দ্ধিত হওয়া সত্বেও কেবলমাত্র ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত ৸৹ আনা াখা হইয়াছে, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ।৵৹ আনা দিতে হইবে। ভিঃ :তে আনাইতে হইলে রেজিষ্ট্রেশন খরচা ৵৹ পৃথক দিতে হইবে। নে মিলিয়া অর্ডার দিলে ডাক খরচ কম লাগে। বড় হিত ২৫% দাম অগ্রিম পাঠান আবশ্যক।